বঙ্গভাষা ব্যাকরণ।

শ্রীব্রজকিশোর গুপ্তকর্ত্তৃক বিরচিত।

GRAMMAR

OF

THE BENGA'LI' LANGUAGE,

BY

SHRI' BRAJA KISHOR GUPTA.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1858.

সূচী পত্র।

বঙ্গভাষা ব্যাকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

সংজ্ঞাদি কথন।

ব্যক্তিদের স্ব স্ব অভিপ্রেত জ্ঞাপনার্থে কণ্ঠতালুকাদ্যভি-ঘাতজন্য যে ধ্বনি সে উৎপত্তি ভেদে পঞ্চাশত প্রকারে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে বর্ণ সংজ্ঞ হয়।

পঞ্চাশত প্রকার বর্ণ ভেদ ও সাঙ্কেতিক লিপি প্রকার; যথা,

ক খ গ ঘ ঙ, হ, অ আ এ, এই নব বর্ণ কণ্ঠহইতে উৎপন্ন, একারণ ইহাদের নাম কণ্ঠ্য বর্ণ।

চ ছ জ ঝ ঞ, য শ, ই ঈ এ ঐ, এই একাদশ বর্ণ তালুহইতে উৎপন্ন, একারণ ইহাদের নাম তালব্য বর্ণ।

ট ঠ ড ঢ ণ, র ষ, ঋ ৠ, এই নব বর্ণ মূর্দ্ধহইতে উৎপন্ন, একারণ ইহাদের নাম মূর্দ্ধন্য বর্ণ।

ত থ দ ধ ন, ল স, ব, ঌ ৡ, এই দশ বর্ণ দন্তহইতে উৎপন্ন, একারণ ইহাদের নাম দন্ত্য বর্ণ।

প ফ ব ভ ম, ব, উ ঊ ও ঔ, এই দশ বর্ণ ওষ্ঠ-হইতে উৎপন্ন, একারণ ইহাদের নাম ওষ্ঠ্য বর্ণ।

ইহাদের মধ্যে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ, এ ঐ ও ঔ, এবং অং অঃ, এই ষোড়শ বর্ণের স্বর সংজ্ঞা হয়।

অ আদি ৡ পর্য্যন্ত দুইটি দুইটি যে সমান বর্ণ, তাহারা পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞ হয়। ঐ সবর্ণ একটি একটি হইয়া ক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ সংজ্ঞ হয়।

ইবর্ণ, উবর্ণ, ঋবর্ণ, ঌবর্ণ স্থানে ক্রমেতে এ, ও, অর্, অল্ হওত গুণ সংজ্ঞা হয়।

অবর্ণ, ইবর্ণ, উবর্ণ, ঋবর্ণ, ঌবর্ণ, এ, ও, স্থানে ক্রমেতে আ, ঐ, ঔ, আর্, আল্, ঐ, ঔ, হওত বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। এই চতুস্ত্রিংশৎ বর্ণের হল সংজ্ঞা হয়।

ইহাদের মধ্যে ক আদি পঞ্চ বর্ণের কবর্গ সংজ্ঞা হয়। চ আদি পঞ্চ বর্ণের চবর্গ সংজ্ঞা হয়। ট আদি পঞ্চ বর্ণের টবর্গ সংজ্ঞা হয়। ত আদি পঞ্চ বর্ণের তবর্গ সংজ্ঞা হয়। প আদি পঞ্চ বর্ণের পবর্গ সংজ্ঞা হয়।

হলবর্ণ স্বয়ং থাকে না, পরবর্ণকে আশ্রয় করে; কিন্তু স্বরবর্ণ হলবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে রূপান্তর হইয়া বানান্ সংজ্ঞ হয়।

অকার যুক্ত হইলে অবয়ব শূন্য হয়, কিন্তু অন্য স্বর রূপান্তর হইয়া দৃশ্যমান থাকে।

রূপান্তর, যথা,

আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ।
া	ি	ী	ু	ূ	ৃ	ৄ	ৢ	ৣ	ে	ৈ	ো	ৌ

ক অ, ক। ক আ, কা। ক ই, কি। ক ঈ, কী।
ক উ, কু। ক ঊ, কূ। ক ঋ, কৃ। ক ৠ, কৄ।
ক ঌ, কৢ। ক ৡ, কৣ। ক এ, কে। ক ঐ, কৈ।
ক ও, কো। ক ঔ, কৌ।

খ অ, খ। খ আ, খা। খ ই, খি। খ ঈ, খী।
খ উ, খু। খ ঊ, খূ। খ ঋ, খৃ। খ ৠ, খৄ।
খ ঌ, খৢ। খ ৡ, খৣ। খ এ, খে। খ ঐ, খৈ।
খ ও, খো। খ ঔ, খৌ।

এই রূপ সমস্ত হলবর্ণেতে সমস্ত স্বরবর্ণের যোগ হইবে।

হলে হলে যুক্ত হইলে যুক্তাক্ষর সংজ্ঞা হয়। তাহাদের মধ্যে য র ল ব ন ম এই ছয় বর্ণ যদি সংযোগের অন্তে থাকে, কিম্বা র যদি আদিতে থাকে, তবে রূপান্তর হইয়া ফলা সংজ্ঞ হয়।

হলের রূপান্তর, যথা,

য র ল ব ন ম র।

্য ্র ্ল ্ব ্ন ্ম র্।

কয়, ক্য। কর, ক্র। কল, ক্ল। কব, ক্ব। কন, ক্ন।
ক ম, ক্ম। র ক, র্ক।

খ য়, খ্য। খ র, খ্র। খ ল, খ্ল। খ ব, খ্ব। খ ন, খ্ন।
খ ম, খ্ম। র খ, র্খ।

এই রূপ সমস্ত হলবর্ণেতে যুক্ত হইবে।

নানাপ্রকার যুক্তাক্ষর, যথা,

ক্ক ক্ষ্ণ ক্ষ ক্ষ্ম ক্ত। ঙ্গ ঙ্খ ঞ্জ ঞ্চ ঞ্ছ। ট্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ট ণ্ম।
ত্ত দ্ধ ন্দ ন্ধ ন্ম। ম্ন ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম। ল্প ল্ল ল্ব ঙ
ষ্ণ ষ্ব স্ত স্থ স্ক।

ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ঙ। শ্চ শ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্ঞ। ষ্ট ষ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ।
ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন। ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম। হ্য হ্র হ্ল হ্ন
ক্ষ্ণ ক্ষ্ম ক্ষ্য ক্ষ্ব ক্ষ্ক।

এই রূপ অনেক বর্ণের সহিত অনেক বর্ণের যোগ হইবে।

এতদ্ভিন্ন ঁ চন্দ্রবিন্দু ও। দাঁড়ি এই দুই উপবর্ণ আছে।

চন্দ্রবিন্দু হলবর্ণের মস্তকে থাকিয়া তাহাকে সানুনাসিক করে; যথা, চাঁদ, কাঁধ, বাঁধ, ইত্যাদি।

। এক দাঁড়ি বাক্য সমাপ্তি বোধক, এবং ॥ দুই দাঁড়ি প্রকরণ সমাপ্তি বোধক হয়।

বর্ণের উচ্চারণ ভেদ; যথা,

প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের তুল্য হইয়া কিঞ্চিৎ কাঠিন্য পূর্ব্বক উচ্চারিত হয়; যথা, ক ও খ উভয়ের প্রায় সমান উচ্চারণ; ক-হইতে খকারের কিঞ্চিৎ কাঠিন্য ও গাঢ়তা রূপে উচ্চারণ হয়। এই রূপ গঘ ও চছ ও জঝ ও টঠ ও ডঢ ও তথ ও দধ ও পফ ও বভ, এই সমস্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণহইতে পর বর্ণের কিঞ্চিৎ কাঠিন্য পূর্ব্বক উচ্চারণ হয়।

ঙ ও ঞ সানুনাসিক উচ্চারিত হয়, কিন্তু ঙ সংযোগের আদি থাকিলে অনুস্বারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা, পঙ্ক, কলঙ্ক, গঙ্গা, ইত্যাদি। এবং ঞ চ ও ছ ও জ ও ঝ বর্ণের আদি থাকিলে নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা, চঞ্চল ও বাঞ্ছা ও কুঞ্জর ও ঝঞ্ঝা, ইত্যাদি; এবং জকারের অন্তে থাকিলে প্রায় য়যুক্ত সানুনাসিক গকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা, অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ, ইত্যাদি।

ড ও ঢ কখন কখন আপন আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া ড়, অর্থাৎ গুরুতর রেফের ন্যায়, এবং ঢ়, অর্থাৎ অতি গুরুতর রেফের ন্যায়, উচ্চারিত হয়। তাহার চিহ্ন উভয় বর্ণেরই নীচে বিন্দু থাকে; যথা, বড় ও গড় ও ঝড়, ইত্যাদি; এবং দৃঢ়, গাঢ়, গূঢ়, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের প্রথমে থাকিলে আপন আপন উচ্চারণ ত্যাগ করে না; যথা, ডমরু, ডঙ্কা, ডিম্ব, ইত্যাদি; এবং ঢাল, ঢোল, ঢক্কা, ইত্যাদি।

ণ ও ন উভয়ের সমান উচ্চারণ হয়।

ম, সংযোগের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বর্ণ হইলে আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণকে সানুনাসিক করে; যথা, স্মৃতি ও লক্ষ্মী ও পদ্ম, ইত্যাদি।

য, জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা, যমুনা, যাজক, যোদ্ধা, ইত্যাদি। কিন্তু স্বরবর্ণের উত্তর থাকিলে প্রায় আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া য় উচ্চারিত হয়। তাহার চিহ্ন নীচে বিন্দু থাকে; যথা, দয়া, মায়া, প্রায়, ইত্যাদি; এবং সংযোগের অন্তে থাকিলে প্রথম বর্ণকে দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত করে; যথা, গদ্য পদ্য, বাক্য, ঐক্য, ইত্যাদি।

বর্গ্য ব অন্তঃস্থ বকারের ন্যায় আকৃতিতে ও উচ্চারণে সমান হয়, কিন্তু বর্গ্য ব সংযোগের অন্তে থাকিলে প্রায় দন্ত্য উচ্চারিত হয়; যথা, দ্বার, দ্বাদশী, দ্বেষ, ইত্যাদি; কিন্তু গ ও ম ও র বর্ণের পরে থাকিলে প্রায় ওষ্ঠে উচ্চারিত হয়; যথা, সুগ্রী, অম্বা, বর্ব্বর, ইত্যাদি।

শ ষ স, এই তিন বর্ণের সংস্কৃতে তালব্য ও মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য এই তিন প্রকার উচ্চারণ বিশেষ আছে; কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে তিনেরই তালু হইতে এক রূপ উচ্চারণ

হয়; যথা, শব্দ, শশী, ষষ্ঠ, ষোড়শ, সিদ্ধ, সেবক, ইত্যাদি। কিন্তু শ, ঋ র ন এই তিন বর্ণের আদিতে যুক্ত হইলে, প্রায় দন্ত্য উচ্চারিত হয়; যথা, শৃগাল, শ্রী, প্রশ্ন, ইত্যাদি।

স, ঋ ত থ ন র বর্ণের আদিতে যুক্ত হইলে, প্রায় আপন দন্ত্য উচ্চারণ ত্যাগ করে না; যথা, সৃষ্টি, স্তব, স্থান, স্নান, সুক্, ইত্যাদি। এবং পকারের অন্তে থাকিলেও আপন উচ্চারণ ত্যাগ করে না; যথা, লিপ্সা, জুগুপ্সা, ইত্যাদি।

হ, যকারের আদিতে থাকিলে, আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া ঝকারের উচ্চারণ গ্রহণ করে; যথা, সহ্য, বাহ্য, গ্রাহ্য, ইত্যাদি। এবং বকারের আদিতে থাকিলে ভকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা, জিহ্বা, গহ্বর, বহ্বাশী, ইত্যাদি।

যদ্যপি ক ষ সংযোগে ক্ষ হয়, তথাপি খ্য এই রূপ উচ্চারিত হয়।

এই সমস্ত বর্ণ প্রত্যেকে কিম্বা দ্বয়েতে কিম্বা অনেকে মিলিত হইলে স্ব স্ব অর্থানুসারে তাহাদের লিঙ্গ ও শব্দ সংজ্ঞা হয়।

অ আদি অষ্ট প্রত্যয় ও ই আদি চতুঃপঞ্চাশৎ প্রত্যয়ের বিভক্তি সংজ্ঞা হয়।

কর আদি মিলিত বর্ণের ধাতু সংজ্ঞা হয়।

লিঙ্গ ও ধাতু বিভক্ত্যন্ত হইলে তাহাদের পদ সংজ্ঞা হয়।

এই পদ, জাতিবাচক ও দ্রব্যবাচক ও গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক, এই চতুঃপ্রকারে বিভক্ত হয়।

জাতিবাচক; যথা,

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মনুষ্য, গো, মৃগ, হংসাদি; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি।

দ্রব্যবাচক; যথা,

আকাশ, বায়ু, বহ্নি, জলাদি; ও ঘট, পট, মঠাদি।

গুণবাচক; যথা,

শ্বেত, পীত, নীল, রক্তাদি; এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিদ্যা, বুদ্ধ্যাদি।

ক্রিয়াবাচক; যথা,

করণ, ভোজন, লেখন, পঠনাদি; পাঠক, পালকাদি; উক্ত ভুক্তাদি।

ইহাদের মধ্যে জাতিবাচক ও দ্রব্যবাচক পদ প্রায় বিশিষ্য পদ হয়; এবং গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক পদ প্রায় বিশেষণ পদ হয়।

গুণ কর্ম্মাদিদ্বারা যাহাকে বিশেষ করা যায়, তাহার নাম বিশিষ্য; এবং যে গুণ কর্ম্মাদি পদদ্বারা বিশেষ করা যায়, তাহার নাম বিশেষণ।

উভয়ের উদাহরণ; যথা,

রামকৃষ্ণ বিদ্বান্, ও হরেকৃষ্ণ মূর্খ, ও প্রাণকৃষ্ণ পূজক, ও সূর্য্য তেজোময়, ও নদী গভীরা। ইহার বিশেষ পরে লিখিত হইবে। সম্প্রতি প্রত্যেক বর্ণ কিম্বা প্রত্যেক পদ মিলিত হইলে যে বর্ণের আগম ও আদেশ ও লোপাদি হয়, তাহার উদাহরণ লিখিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সন্ধি প্রকরণ।

উভয়ের মেলনের নাম সন্ধি। যদ্যপি বঙ্গভাষাতে সন্ধি হয় না, তথাপি ঐ ভাষার অন্তর্বর্ত্তি অনেক অনেক সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা আছে তাহাদের সন্ধি হয়। অতএব বাঙ্গালাতে চলনানুসারে সাধু ভাষার সন্ধি সংক্ষেপে লিখিতেছি।

স্বরসন্ধি।

১। পূর্ব্ব সবর্ণ পর সবর্ণের সহিত দীর্ঘ হয়। যথা, দেব অর্চ্চক, দেবার্চ্চক। সুর আচার্য্য, সুরাচার্য্য। মহা অর্ণব, মহার্ণব। ক্ষুধা আকুল, ক্ষুধাকুল। মুনি ইন্দ্র, মুনীন্দ্র। মহী ইন্দ্র, মহীন্দ্র। গিরি ঈশ, গিরীশ। গৌরী ঈশ, গৌরীশ। ভানু উত্তাপ, ভানূত্তাপ। ভূ উৎপন্ন, ভূৎপন্ন। বহু ঊন, বহূন। ভূ ঊর্দ্ধ, ভূর্দ্ধ। পিতৃ ঋণ, পিতৃণ। এই রূপ সর্ব্বত্র হইবে।

২। পূর্ব্ব অবর্ণের সহিত ইবর্ণ উবর্ণ ঋবর্ণের গুণ হয়। যথা, পূর্ণ ইন্দু, পূর্ণেন্দু। পরম ঈশ্বর, পরমেশ্বর। পুরুষ উত্তম, পুরুষোত্তম। এক ঊন, একোন। ষষ্ঠ ঋতু, ষষ্ঠর্তু। এই রূপ সর্ব্বত্র হইবে।

৩। পূর্ব্ব অবর্ণের সহিত এ আদি স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হয়। যথা, কৃষ্ণ একচিত্ত, কৃষ্ণৈকচিত্ত। মহা ঐশ্বর্য্য, মহৈশ্বর্য্য। জল ওক, জলৌক। মহা ঔষধি, মহৌষধি। এই রূপ সর্ব্বত্র হইবে।

৪। পূর্ব্ব অবর্ণের সহিত ঋত শব্দের ঋ স্থানে আর হয়

করণ সমাসে। যথা, তৃষ্ণা ঋত, তৃষ্ণার্ত্ত। ক্ষুধা ঋত, ক্ষুধার্ত্ত। শোক ঋত, শোকার্ত্ত। শীত ঋত, শীতার্ত্ত।

৫। প্র শব্দের অবর্ণের সহিত ঊঢ় শব্দের ঊকারের বৃদ্ধি হয়। যথা, প্র ঊঢ়া, প্রৌঢ়া।

৬। ইবর্ণ উবর্ণ ঋবর্ণ স্থানে য, ব, র, হয় ক্রমেতে স্বরবর্ণ পরেতে। যথা, ভূমি আদি, ভূম্যাদি। বহু আশী, বহ্বাশী। পিতৃ আলয়, পিত্রালয়। এই রূপ সর্ব্বত্র হইবে।

৭। অবর্ণের লোপ হয় ওষ্ঠ শব্দ পরে বিকল্পে সমাসে। যথা, বিম্ব ওষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ। সমাস না হইলে, তব ওষ্ঠ, তবৌষ্ঠ। এই রূপ সর্ব্বত্র হইবে।

হল সন্ধি।

১। ত স্থানে চ ছ জ ঝ ট ড ঢ ন ল হয়, আদিষ্ট বর্ণের সমান বর্ণ পরেতে। যথা, শরৎ চন্দ্র, শরচ্চন্দ্র। সৎ ছাত্র, সচ্ছাত্র। জগৎ জন, জগজ্জন। বৃহৎ টিকর, বৃহট্টিকর। উৎ ডীন, উড্ডীন। বৃহৎ ঢক্কা, বৃহড্ঢক্কা। তৎ নিধি, তন্নিধি। তৎ লিপি, তল্লিপি।

২। ত ও ক ও ট স্থানে দ ও গ ও ড হয়, ক্রমে স্বরবর্ণ ও গঘ জঝ দধ বভ য র ল পরেতে। যথা, তৎ অন্ত, তদন্ত। তৎ আদি, তদাদি। তৎ ইচ্ছা, তদিচ্ছা। তৎ উৎপন্ন, তদুৎপন্ন। তৎ গতি, তদ্গতি। তৎ ঘটনা, তদ্ঘটনা। তৎ দিন, তদ্দিন। তৎ ধন, তদ্ধন। তৎ বিধি, তদ্বিধি। তৎ ভিন্ন, তদ্ভিন্ন। তৎ যথা, তদ্যথা। তৎ রূপ, তদ্রূপ, ইত্যাদি। দিক্ অধিপতি, দিগধিপতি। বাক্ ঈশ, বাগীশ। প্রাক্ উৎপন্ন, প্রাগুৎপন্ন, ইত্যাদি। ষট্ অশীতি, ষড়শীতি।

ষট্ আনন, ষড়ানন। ষট্ ঋতু, ষড়ৃতু। ষট্ বিধ, ষড়্‌বিধ, ইত্যাদি।

৩। ত ও ক স্থানে ন ও ঙ হয় ক্রমেতে ম পরে। যথা, তৎ ময়, তন্ময়। চিৎ ময়, চিন্ময়। বাক্ ময়, বাঙ্ময়।

৪। ষকারের পর ত ও থ স্থানে ট ও ঠ হয়। যথা, চতুষ্ তয়, চতুষ্টয়। ষষ্ থ, ষষ্ঠ, ইত্যাদি।

৫। ন স্থানে ল হয় ল পরেতে। যথা, মহান্ লোক, মহাল্লোক, ইত্যাদি।

৬। চ বর্গের উত্তর ন স্থানে ঞ হয়। যথা, রাজ্ নী, রাজ্ঞী।

৭। তকারের উত্তর তালব্য শকার স্থানে ছ হয়। যথা, সৎশাস্ত্র, সচ্ছাস্ত্র। তৎ শিষ্য, তচ্ছিষ্য। শরৎ শশী, শরচ্ছশী, ইত্যাদি।

৮। স্বরবর্ণের উত্তর ছকারের দ্বিত্ব হয়। যথা, বৃক্ষ ছায়া, বৃক্ষচ্ছায়া। কাষ্ঠ ছেদন, কাষ্ঠচ্ছেদন, ইত্যাদি॥

অনুস্বার বিসর্গ সন্ধি।

১। যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে অনুস্বার স্থানে, সেই বর্গের অন্ত্যবর্ণ হয়। যথা, সং কীর্ণ, সঙ্কীর্ণ। সং চয়, সঞ্চয়। কিং তু, কিন্তু। সং ভব, সম্ভব, ইত্যাদি॥

২। অনুস্বারের স্থানে ম হয় স্বরবর্ণ পরে। যথা, কিং অধিকং, কিমধিকং, ইত্যাদি।

৩। বিসর্গ স্থানে স হয় চ ছ ট ঠ ত থ পরে।

৪। স স্থানে শ হয় চবর্গ পরে। যথা, নিঃ চিন্ত, নিশ্চিন্ত। শিরঃ ছেদন, শিরশ্ছেদন, ইত্যাদি।

৫। বিসর্গ স্থানে স হয় ক খ প ফ পরে বিকল্পে সমাসে। যথা, তেজঃ কর, তেজস্কর। ভাঃ কর, ভাস্কর। তেজঃ পুঞ্জ, তেজস্পুঞ্জ, ইত্যাদি।

৬। যে সকার পরে থাকে বিসর্গ স্থানে, সেই সকার হয়। যথা, মনঃ শান্তি, মনশ্শান্তি। চক্ষুঃ শিশু, চক্ষুশ্শিশু। পুরঃ সর, পুরস্সর। অন্তঃ সার, অন্তস্সার।

৭। অকারের উত্তর যে বিসর্গ তাহার স্থানে উ হয় অকার ও গঘ জঝ ডঢ দধ ন বভ ম য র ল হ পরেতে।

৮। পদের অন্তেস্থিত এ ও বর্ণের পর অ লোপ পায়। যথা, বয়ঃ অধিক, বয়োঽধিক। তমঃ অরি, তমোঽরি। সরঃ জ, সরোজ। পুরঃ বর্ত্তি, পুরোবর্ত্তি। তেজঃ ময়, তেজোময়, ইত্যাদি॥

৯। ইবর্ণাদি স্বরবর্ণের উত্তর যে বিসর্গ তাহার স্থানে র হয় স্বরবর্ণ এবং গ ঘ জ ঝ ড ঢ ণ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ পরে। যথা, বহিঃ অঙ্গ, বহিরঙ্গ। বহিঃ ইন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয়। বহিঃ গত, বহির্গত। মুহুঃ মুহুঃ, মুহুর্মুহুঃ, ইত্যাদি।

১০। রেফজাত বিসর্গ স্থানে র হয় ঐ সমস্ত বর্ণ পরে। যথা, মাতঃ গজে, মাতর্গজে। পুনঃ জন্ম, পুনর্জন্ম। অহঃ নিশি, অহর্নিশি। চতুঃ ভুজ, চতুর্ভুজ, ইত্যাদি॥

১১। অহন্ শব্দের রেফজাত বিসর্গ স্থানে র হয় না র পরে। যথা, অহঃ রাত্র, অহোরাত্র, ইত্যাদি।

তৃতীয়োঽধ্যায়।

শব্দ প্রকরণ।

শব্দের উত্তর বিভক্তি করিলে যে যে প্রকারে পদ নিষ্পন্ন হয় তাহার বিবরণ।

সাধুভাষাতে ও ভাষাতে শব্দের এক রূপ পদ সিদ্ধি হইবে।

বিভক্তি, যথা।

১। শব্দের উত্তর অ, রা, কে, দিগকে, র, দের, তে, দিগেতে, হয়।

২। এই অষ্ট বিভক্তি দুইটি দুইটি হইয়া ক্রমেতে প্রথমা ও দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী ও সপ্তমী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

৩। ঐ দুইটি দুইটি বিভক্তি একটি একটি হইয়া ক্রমেতে একবচন ও বহুবচন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

ক্রম, যথা।

১		২		৬		৭	
প্রথমা		দ্বিতীয়া		ষষ্ঠী		সপ্তমী	
একবচন,	বহুবচন	একবচন,	বহুবচন	একবচন,	বহুবচন	একবচন,	বহুবচন
অ	রা	কে	দিগকে	র	দিগের	তে	দিগেতে।

৪। শব্দের উত্তর অ লোপ পায়। যথা, ঈশ্বর, মনুষ্য, রাক্ষস, কিন্নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ঘট, পট, ইত্যাদি।

৫। অকারান্ত ও হলন্ত শব্দের উত্তর এ হয় বিভক্তির র ও ত পরেতে; কিন্তু সংখ্যাশব্দের র যুক্ত অকারের উত্তর হয় না সত্তর শব্দ বর্জ্জে।

৬। অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ হয় এ, ই, ভজিত সম্বন্ধীয় স্বরবর্ণ, ও য পরেতে।

অকারান্ত শব্দ, যথা,

মনুষ্যেরা, পণ্ডিতেরা, বালকেরা, কহে। রামের, কৃষ্ণের, শ্যামের, ধন। নগরেতে, গ্রামেতে, ঘরেতে, আছে, ইত্যাদি।

হলন্ত শব্দ, যথা,

মহতেরা, জ্ঞানবানেরা, বুদ্ধিমানেরা, জানে। জগতের, তাবতের, মহতের, বাটী। বলবানেতে, ধনবানেতে, ভগবানেতে, শক্তি আছে। ইত্যাদি।

সংখ্যা শব্দ, যথা,

এগারর ও বারর। এগারতে ও বারতে। সত্তরের, সত্তরেতে।

৭। কৃত একারের উত্তর তে লোপ পায় বিকল্পে। যথা, গৃহেতে, কিম্বা গৃহে; বনেতে, কিম্বা বনে; মনেতে, কিম্বা মনে; তাবতেতে, কিম্বা তাবতে, ইত্যাদি।

৮। শব্দের উত্তর কে লোপ পায় বিকল্পে, মনুষ্য দেববাচক শব্দ বর্জ্জে। কিন্তু অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর প্রায় লোপ পায়। যথা, তুমি পক্ষিকে ধর, কিম্বা পক্ষি ধর। গরুকে বাঁধ, কিম্বা গরু বাঁধ, ইত্যাদি। তুমি আমাকে দেখ, তাহাকে বল, দেবতাকে ডাক, ইত্যাদি।

অপ্রাণিবাচক, যথা,

তুমি পুঁতি দেখ, কথা শুন, ভাত খাও, কর্ম্ম কর, ইত্যাদি।

৯। শব্দের উত্তর কে ও দিগের স্থানে রে ও দের হয় ক্রমেতে বিকল্পে। যথা, আমি রামকে কিম্বা রামেরে, এবং তাহাকে কিম্বা তাহারে, জানি। ব্রাহ্মণদিগের কিম্বা ব্রাহ্মণদের, এবং আমাদিগের কিম্বা আমাদের, বাটী, ইত্যাদি।

১০। অকারান্ত একাক্ষর শব্দের উত্তর য় হয় বিভক্তির র ও ত পরে। যথা, বয়ের নীচে বিন্দু দিলে র হয়। কয়েতে আকার দিলে কা হয়, ইত্যাদি।

১১। আকারান্ত ওকারান্ত শব্দের উত্তর কে ও তে স্থানে য় হয় বিকল্পে। যথা, তুমি আমাকে কিম্বা আমায় বল। আমি তোমাকে কিম্বা তোমায় দিব। শয্যাতে কিম্বা শয্যায় শুই। নৌকাতে কিম্বা নৌকায় বসি, তোকে কিম্বা তোয় বলি. ইত্যাদি।

১২। শব্দের অন্তে স্থিত হলবর্ণযুক্ত ইকার স্থানে এ, উকার স্থানে ও হয় সম্বোধনে অ পরে। যথা, হে হরে, হে অরে, হে নৃপতে। এবং হে প্রভো, হে বিষ্ণো, হে গুরো, ইত্যাদি।

১৩। শব্দের অন্তে স্থিত ও হলেতে যুক্ত নয় এমত ইকারের উত্তর য় হয় বিভক্তির র ও ত পরেতে বিকল্পে। যথা, আমার ভাইয়েরা কিম্বা ভাইরা আইল। সিপাইয়ের কিম্বা সিপাইর ঘর। দুইয়েতে কিম্বা দুইতে মিলন কর, ইত্যাদি।

১৪। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্ত্য আকার স্থানে একার, ও অন্ত্য ঈকার স্থানে ইকার, ও অন্ত্য ঊকার স্থানে উকার হয় সম্বোধনে অ পরেতে। যথা, হে কান্তে, হে ভার্য্যে, হে লতে। এবং হে নারি, হে সুন্দরি, হে রমণি, হে লক্ষ্মি, হে বধু, ইত্যাদি।

শব্দরূপ।

করণের, সম্প্রদানের, অপাদানের বিভক্তি পৃথক্ লেখা গেল না; কারণ, কারক দেখিলেই বোধ হইবে।

অকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে মনুষ্য, ১। মনুষ্য, ১দ মনুষ্যেরা, ২। মনুষ্যকে, মনুষ্যেরে, ২দ মনুষ্যদিগকে, ৬। মনুষ্যের, ৬দ মনুষ্যদিগের, মনুষ্যদের, ৭। মনুষ্যে, মনুষ্যেতে, ৭দ মনুষ্যদিগেতে।

১। হে শিষ্য, ১। শিষ্য, ১দ শিষ্যেরা, ২। শিষ্যকে, শিষ্যেরে, ২দ শিষ্যদিগকে, ৬। শিষ্যের, ৬দ শিষ্যদিগের, শিষ্যদের, ৭। শিষ্যে, শিষ্যেতে, ৭দ শিষ্যদিগেতে। এই রূপ রাম, কৃষ্ণ, ইত্যাদি অকারান্ত শব্দরূপ হইবে।

১৫। আপন শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে ইকার হয় অ পরেতে।

১৬। আপন শব্দের উত্তর আ হয় স্বয়মর্থে ও যুষ্মদর্থে, এবং কা হয় কেবল যুষ্মদর্থে, বিভক্তি পরে।

স্বয়মর্থে আপন শব্দরূপ, যথা,

১। আপনি, ১দ আপনারা, ২। আপনাকে, আপনারে, আপনায়, ২দ আপনাদিগকে, ৬। আপনার, ৬দ আপনাদিগের, আপনাদের, ৭। আপনাতে, আপনায়, ৭দ আপনাদিগেতে।

যুষ্মদর্থে, যথা,

১। আপনি, ১দ আপনকারা, ২। আপনকাকে, আপনকারে, আপনকায়, ২দ আপনকাদিগকে, ৬। আপনকার, ৬দ আপনকাদিগের, আপনকাদের, ৭। আপনকাতে, আপনকায়, ৭দ আপনকাদিগেতে।

আকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে দেবতে, ১। দেবতা, ১দ দেবতারা, ২। দেবতাকে,

দেবতারে, দেবতায়, ২দ দেবতাদিগকে, ৬। দেবতার, ৬দ দেবতাদিগের, দেবতাদের, ৭। দেবতাতে, দেবতায়, ৭দ দেবতাদিগেতে।

১। হে ভার্য্যে, ১। ভার্য্যা, ১দ ভার্য্যারা, ২। ভার্য্যাকে, ভার্য্যারে, ভার্য্যায়, ২দ ভার্য্যাদিগকে, ৬। ভার্য্যার, ৬দ ভার্য্যাদিগের, ভার্য্যাদের, ৭। ভার্য্যাতে, ভার্য্যায়, ৭দ ভার্য্যাদিগেতে। এই রূপ ঘোড়া, ভেড়া, ইত্যাদি আকারান্ত শব্দরূপ হইবে।

ইকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে হরে, ১। হরি, ১দ হরিরা, ২। হরিকে, হরিরে, ২দ হরিদিগকে, ৬। হরির, ৬দ হরিদিগের, হরিদের, ৭। হরিতে, ৭দ হরিদিগেতে।

১। হে মুরারে, ১। মুরারি, ১দ মুরারিরা, ২। মুরারিকে, মুরারিরে, ২দ মুরারিদিগকে, ৬। মুরারির, ৬দ মুরারিদিগের, মুরারিদের, ৭। মুরারিতে, ৭দ মুরারিদিগেতে। এই রূপ ভূপতি, যুবতি, ইত্যাদি হ্রস্ব ইকারান্ত শব্দরূপ হইবে।

১৭। সখি শব্দের ইকার স্থানে আ হয় বিভক্তি পরেতে, সম্বোধনে অ বর্জ্জে। যথা, ১। হে সখে, ১। সখা, ১দ সখারা, ২। সখাকে, সখারে, সখায়, ২দ সখাদিগকে, ৬। সখার, ৬দ সখাদিগের, সখাদের, ৭। সখাতে, সখায়, ৭দ সখাদিগেতে।

সলেতে অযুক্ত ইকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে জামাই, ১। জামাই, ১দ জামাইয়েরা, জামাইরা, ২। জামাইকে, জামাইয়েরে, জামাইয়ে, ২দ জামাই-

দিগকে, ৬। জামাইয়ের, জামাইর, ৬দ জামাইদিগের, জামাইদের, ৭। জামাইয়েতে, জামাইয়ে, ৭দ জামাই-দিগেতে। এই রূপ কানাই, বলাই, ভাই, দুই, ইত্যাদি শব্দরূপ হইবে।

উকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে প্রভো, ১। প্রভু, ১দ প্রভুরা, ২। প্রভুকে, প্রভুরে, ২দ প্রভুদিগকে, ৬। প্রভুর, ৬দ প্রভুদিগের, প্রভুদের, ৭। প্রভুতে, ৭দ প্রভুদিগেতে।

১। হে বন্ধো, ১। বন্ধু, ১দ বন্ধুরা, ২। বন্ধুকে, বন্ধুরে, ২দ বন্ধুদিগকে, ৬। বন্ধুর, ৬দ বন্ধুদিগের, বন্ধুদের, ৭। বন্ধুতে, ৭দ বন্ধুদিগেতে। এই রূপ বিষ্ণু, বায়ু, ইত্যাদি হ্রস্ব উকারান্ত শব্দরূপ হইবে।

ঈকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে নারি, ১। নারী, ১দ নারীরা, ২। নারীকে, নারীরে, ২দ নারীদিগকে, ৬। নারীর, ৬দ নারীদিগের, নারীদের, ৭। নারীতে, ৭দ নারীদিগেতে।

১। হে লক্ষ্মি, ১। লক্ষ্মী, ১দ লক্ষ্মীরা, ২। লক্ষ্মীকে, লক্ষ্মীরে, ২দ লক্ষ্মীদিগকে, ৬। লক্ষ্মীর, ৬দ লক্ষ্মীদিগের, লক্ষ্মীদের, ৭। লক্ষ্মীতে, ৭দ লক্ষ্মীদিগেতে। এই রূপ যুবতী, নদী, ইত্যাদি দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দরূপ হইবে।

ঊকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে বধু, ১। বধূ, ১দ বধূরা, ২। বধূকে, বধূরে, ২দ বধূদিগকে, ৬। বধূর, ৬দ বধূদিগের, বধূদের, ৭। বধূতে, ৭দ বধূদিগেতে। এই রূপ সমস্ত দীর্ঘ ঊকারান্ত শব্দ রূপ হইবে।

১৮। শব্দের অন্ত্য ঋকার স্থানে আ হয় বিভক্তি পরেতে, কিন্তু সম্বোধনে অ পরে অর্ হয়।

১৯। পদের অন্ত্য স র বিসর্গ হয় হলবর্ণ ও বর্ণাভাব পরেতে।

ঋকারান্ত শব্দরূপ, যথা,

১। হে পিতঃ, ১। পিতা, ১দ পিতারা, ২। পিতাকে, পিতারে, পিতায়, ২দ পিতাদিগকে, ৬। পিতার, ৬দ পিতাদিগের, পিতাদের, ৭। পিতাতে, পিতায়, ৭দ পিতাদিগেতে।

১। হে মাতঃ, ১। মাতা, ১দ মাতারা, ২। মাতাকে, মাতারে, মাতায়, ২দ মাতাদিগকে, ৬। মাতার, ৬দ মাতাদিগের, মাতাদের, ৭। মাতাতে, মাতায়, ৭দ মাতাদিগেতে। এই রূপ ভ্রাতৃ, জামাতৃ, ইত্যাদি ঋকারান্ত শব্দ রূপ হইবে।

২০। যুষ্মদ্, অস্মদ্, যদ্, তদ, এতদ্, অদস্, কিম্, এই সপ্ত শব্দ স্থানে অ পরেতে সম্ভ্রমার্থে তুমি, আমি, যিনি, তিনি, ইনি, উনি, কে, আদেশ হয়; এবং তুচ্ছার্থে তুই, মুই, যে, সে, এ, ও, কে, আদেশ হয় ক্রমেতে। এবং অন্য বিভক্তি পরেতে সম্ভ্রমার্থে তোমা, আমা, যাহা, তাহা, ইহা, উহা, কাহা, আদেশ হয়; এবং তুচ্ছার্থে তো, মো, যা, তা, এ, ও, কা, আদেশ হয় ক্রমেতে।

ক্রম, যথা,

	অ পরে আদেশ		অন্য পরে আদেশ	
	সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে
যুষ্মদ্	তুমি	তুই	তোমা	তো
অস্মদ্	আমি	মুই	আমা	মো
যদ্	যিনি	যে	যাহা	যা
তদ্	তিনি	সে	তাহা	তা
এতদ্	ইনি	এ	ইহা	এ
অদস্	উনি	ও	উহা	ও
কিম্	কে	কে	কাহা	কা

বিশেষ সম্ভ্রমার্থ বুঝাইতে যাহা আদি চতুঃশব্দের আদ্য হলবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু হয়।

২১। তোমা ও আমা শব্দের আকার স্থানে অকার হয় রা পরেতে।

যুষ্মদ্ শব্দরূপ, যথা,

১। তুমি, ১দ্ব তোমরা, ২। তোমাকে, তোমারে, তোমায়, ২দ্ব তোমাদিগকে, ৬। তোমার, ৬দ্ব তোমাদিগের, তোমাদের, ৭। তোমাতে, তোমায়, ৭দ্ব তোমাদিগেতে।

তুচ্ছার্থে, যথা, ১। তুই, ১দ্ব তোরা, ২। তোকে, তোরে,

তোয়, ২দ তোদিগকে, ৬। তোর, ৬দ তোদিগের, তোদের, ৭। তোতে, তোয়, ৭দ তোদিগেতে।

অস্মদ্ শব্দরূপ, যথা,

১। আমি, ১দ আমরা, ২। আমাকে, আমারে, আমায়, ২দ আমাদিগকে, ৬। আমার, ৬দ আমাদিগের, আমাদের, ৭। আমাতে, আমায়, ৭দ আমাদিগেতে।

তুচ্ছার্থে, যথা, ১। মুই, ১দ মোরা, ২। মোকে, মোরে, মোয়, ২দ মোদিগকে, ৬। মোর, ৬দ মোদিগের, মোদের, ৭। মোতে, মোয়, ৭দ মোদিগেতে।

যদ্ শব্দরূপ, যথা,

১। যিনি, ১দ যাহারা, ২। যাহাকে, যাহারে, যাহায়, ২দ যাহাদিগকে, ৬। যাহার, ৬দ যাহাদিগের, যাহাদের, ৭। যাহাতে, যাহায়, ৭দ যাহাদিগেতে।

বিশেষ সম্ভ্রমার্থে, যথা, ১। যিনি, ১দ যাঁহারা, ২। যাঁহাকে, যাঁহারে ইত্যাদি।

তুচ্ছার্থে, যথা, ১। যে, ১দ যারা, ২। যাকে, যারে, যায়, ২দ যাদিগকে, ৬। যার, ৬দ যাদিগের, যাদের, ৭। যাতে, যায়, ৭দ যাদিগেতে।

তদ্ শব্দরূপ, যথা,

১। তিনি, ১দ তাহারা, ২। তাহাকে, তাহারে, তাহায়, ২দ তাহাদিগকে, ৬। তাহার, ৬দ তাহাদিগের, তাহাদের, ৭। তাহাতে, তাহায়, ৭দ তাহাদিগেতে।

বিশেষ সম্ভ্রমার্থে, যথা, ১। তিনি, ১দ তাঁহারা, ২। তাঁহাকে, তাঁহারে, ইত্যাদি।

তুচ্ছার্থে, যথা, ১। সে, ১দ তারা, ২। তাকে, তারে, তায়, ২দ তাদিগকে, ৬। তার, ৬দ তাদিগের, তাদের, ৭। তাতে, তায়, ৭দ তাদিগেতে।

এতদ্ শব্দরূপ, যথা,

১। ইনি, ১দ ইহারা, ২। ইহাকে, ইহারে, ইহায়, ২দ ইহাদিগকে, ৬। ইহার, ৬দ ইহাদিগের, ইহাদের, ৭। ইহাতে, ইহায়, ৭দ ইহাদিগেতে।

বিশেষ সম্ভ্রমার্থে, যথা, ১। ইনি, ১দ ইহাঁরা, ২। ইহাঁকে, ইহাঁরে, ইত্যাদি।

তুচ্ছার্থে, যথা, ১। এ, ১দ এরা, ২। একে, এরে, ২দ এদিগকে, ৬। এর, ৬দ এদিগের, এদের, ৭। এতে, ৭দ এদিগেতে।

অদস্ শব্দরূপ, যথা,

১। উনি, ১দ উহারা, ২। উহাকে, উহারে, উহায়, ২দ উহাদিগকে, ৬। উহার, ৬দ উহাদিগের, উহাদের, ৭। উহাতে, উহায়, ৭দ উহাদিগেতে।

বিশেষ সম্ভ্রমার্থে, যথা, ১। উনি, ১দ উহাঁরা, ২। উহাঁকে, উহাঁরে, ইত্যাদি।

তুচ্ছার্থে, যথা, ১। ও, ১দ ওরা, ২। ওকে, ওরে, ওয়, ২দ ওদিগকে, ৬। ওর, ৬দ ওদিগের, ওদের, ৭। ওতে, ওয়, ৭দ ওদিগেতে।

কিম্ শব্দরূপ, যথা,

১। কে, ১দ কাহারা, ২। কাহাকে, কাহারে, কাহায়, ২দ কাহাদিগকে, ৬। কাহার, ৬দ কাহাদিগের, কাহাদের, ৭। কাহাতে, কাহায়, ৭দ কাহাদিগেতে।

তুচ্ছার্থে, যথা, ১। কে, ১দ্ব কারা, ২। কাকে, কারে, কায়, ২দ্ব কাদিগকে, ৬। কার, ৬দ্ব কাদিগের, কাদের, ৭। কাতে, কায়, ৭দ্ব কাদিগেতে।

২২। কিম্ শব্দ স্থানে কিস্ হয় র ও তে পরেতে বিকল্পে। যথা, ৬। কিসের, ৭। কিসে, কিসেতে।

২৩। যদ্, তদ্, এতদ্, অদস্ শব্দ স্থানে সম্ভ্রমার্থে যাহা, তাহা, ইহা, উহা, এবং তুচ্ছার্থে যা, তা, এ, ও, আদেশ হয় ক্রমেতে অ পরেতে ভবনক্রিয়াযোগে বিকল্পে। যথা, যাহা হয় তাহা হউক। ইহা করা হয় নাই। উহা লেখা গিয়াছে। যা হয় না তা কি বলা যায়? ইত্যাদি।

২৪। অৎ ভাগান্ত শব্দের অন্তের স্থানে আন্ হয় বিভক্তি পরেতে, কিন্তু সম্বোধনে অ পরেতে অন্ হয়, তাবৎ, মহৎ, জগৎ, আদি শব্দ বর্জ্জে।

জ্ঞানবৎ শব্দরূপ, যথা,

হে জ্ঞানবন্, ১। জ্ঞানবান্, ১দ্ব জ্ঞানবানেরা, ২। জ্ঞানবান্কে, জ্ঞানবানেরে, ২দ্ব জ্ঞানবান্দিগকে, ৬। জ্ঞানবানের, ৬দ্ব জ্ঞানবান্দিগের, জ্ঞানবান্দের, ৭। জ্ঞানবানেতে, জ্ঞানবানে, ৭দ্ব জ্ঞানবান্দিগেতে।

বুদ্ধিমৎ শব্দরূপ, যথা,

১। হে বুদ্ধিমন্, ১। বুদ্ধিমান্, ১দ্ব বুদ্ধিমানেরা, ২। বুদ্ধিমান্কে, বুদ্ধিমানেরে, ২। বুদ্ধিমান্দিগকে, ৬। বুদ্ধিমানের, ৬দ্ব বুদ্ধিমান্দিগের, বুদ্ধিমান্দের, ৭। বুদ্ধিমানেতে, বুদ্ধিমানে, ৭দ্ব বুদ্ধিমান্দিগেতে। এই রূপ শ্রীমৎ, মতিমৎ, ধনবৎ, বিদ্যাবৎ, ইত্যাদি শব্দরূপ হইবে।

২৫। মহৎ শব্দের অৎ স্থানে আন্ হয় কেবল অ পরেতে বিকল্পে, সম্বোধন বর্জ্জে।

মহৎ শব্দরূপ, যথা,

১। হে মহৎ, ১। মহান্, মহৎ, ১দ মহত্তেরা, ২। মহৎকে, মহত্তেরে, ২দ মহৎদিগকে, ৬। মহত্তের, ৬দ মহৎদিগের, মহৎদের, ৭। মহতে, মহত্তেতে, ৭দ মহৎদিগেতে। এই রূপ জগৎ, তাবৎ, ইত্যাদি শব্দরূপ হইবে।

২৬। অনন্ত শব্দের অন্ স্থানে আ হয় বিভক্তি পরে সম্বোধনে, অ এবং যুবন্শব্দের উত্তর দ ও দশন্ আদি শব্দ বর্জ্জে।

রাজন্ শব্দরূপ, যথা,

১। হে রাজন্, ১। রাজা, ১দ রাজারা, ২। রাজাকে, রাজারে, রাজায়, ২দ রাজাদিগকে, ৬। রাজার, ৬দ রাজা-দিগের, রাজাদের, ৭। রাজাতে, রাজায়, ৭দ রাজাদিগেতে।

২৭। অন্ত্য নকারের লোপ হয়, হলবর্ণ, ও তদ্ধিত প্রত্যয়, ও বর্ণাভাব পরেতে, আনের ন ও সম্বোধন বর্জ্জে।

যুবন্ শব্দরূপ, যথা,

১। হে যুবন্, ১। যুবা, ১দ যুবারা, ২। যুবাকে, যুবারে, যুবায়, ২দ যুবদিগকে, ৬। যুবার, ৬দ যুবদিগের, যুবদের, ৭। যুবাতে, যুবায়, ৭দ যুবদিগেতে।

২৮। ইনন্ত শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয় অ পরেতে, সম্বো-ধন বর্জ্জে।

জ্ঞানিন্ শব্দরূপ, যথা,

১। হে জ্ঞানিন্, ১। জ্ঞানী, ১দ জ্ঞানিরা, ২। জ্ঞানিকে,

জ্ঞানিরে, ২দ জ্ঞানিদিগকে, ৬। জ্ঞানির, ৬দ জ্ঞানিদিগের, জ্ঞানিদের, ৭। জ্ঞানিতে, ৭দ জ্ঞানিদিগেতে।

কর্ম্মকারিন্ শব্দরূপ, যথা,

১। হে কর্ম্মকারিন্, ১। কর্ম্মকারী, ১দ কর্ম্মকারিরা, ২। কর্ম্মকারিকে, কর্ম্মকারিরে, ২দ কর্ম্মকারিদিগকে, ৬। কর্ম্মকারির, ৬দ কর্ম্মকারিদিগের, কর্ম্মকারিদের, ৭। কর্ম্মকারিতে, ৭দ কর্ম্মকারিদিগেতে। এই রূপ দণ্ডধারিন্, কর্ম্মচারিন্, ধনিন্, পক্ষিন্, ইত্যাদি শব্দরূপ হইবে।

২৯। অসন্ত শব্দের স লোপ পায় বিভক্তি পরেতে, বয়স্ শব্দ বর্জ্জে।

মনস্ শব্দরূপ, যথা,

১। মন, ২। মনকে, মনেরে, ৬। মনের, ৭। মনে, মনেতে। ১। বয়স্, ২। বয়সকে, বয়সেরে, ৬। বয়সের, ৭ বয়সে, বয়সেতে এই রূপ হইবে।

৩০। বিদ্বস্ আদি অসন্ত শব্দের অসের স্থানে আন্ হয় বিভক্তি পরে, কিন্তু সম্বোধনে অ পরে অন্ হয়। যথা, হে বিদ্বন্, বিদ্বান্, বিদ্বানেরা, ইত্যাদি।

সমূহার্থবাচক শব্দের উত্তর বহুবচন হয় না। যথা, সকলে বলে, তাবৎকে ডাক, অনেকের কথা, ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরা বলে, তাবৎদিগকে ডাক, অনেকদের কথা, এমত বহুবচনান্ত প্রায় হয় না।

সমূহার্থবাচক শব্দরূপ, যথা,

১। অনেক, ২। অনেককে, অনেকেরে, ৬। অনেকের, ৭। অনেকে, অনেকেতে। ১। সকল, ২। সকলকে, সকলেরে, ৬। সকলের, ৭। সকলে, সকলেতে।

৩১। সমূহার্থ শব্দের সাহিত্য থাকিলে বহুবচন হয় না বিকল্পে। যথা, তাবৎ পণ্ডিত কিম্বা তাবৎ পণ্ডিতেরা বলেন। সকল লোক কিম্বা সকল লোকেরা জানে, ইত্যাদি। কিন্তু বহুবচন হওয়া অনেকের ব্যবস্থা নহে।

৩২। সংখ্যা শব্দের উত্তর প্রায় বহুবচন হয় না। যথা, ১। এক, ২। এককে, একেরে, ৬। একের, ৭। একেতে, একে। ১। দুই, ২। দুইকে, দুইয়েরে, দুইরে, ৬। দুইয়ের, দুইর, ৭। দুইয়েতে, দুইয়ে, দুইতে। ১। তিন, ২। তিনকে, তিনেরে, ৬। তিনের, ৭। তিনেতে, তিনে। ১। দশ, ২। দশকে, দশেরে, ৬। দশের, ৭। দশেতে, দশে, ইত্যাদি। ১। এগার, ২। এগারকে, এগাররে, ৬। এগারর, ৭। এগারতে। এই রূপ তের, পোনের, সতের, আঠার, শব্দের রূপ হইবে।

৩৩। ক্বচিৎ শব্দের উত্তর বিভক্তি স্থানে তস্ হয় বিকল্পে। যথা, প্রথমে কিম্বা প্রথমতঃ। বিশেষে কিম্বা বিশেষতঃ, ইত্যাদি।

৩৪। পুনর্, পুরস্, তিরস্, উচ্চৈস্, ভূয়স্, সায়ং, স্বয়ং, চির, অবশ্য, যথা, তথা, সম, নানা, পশ্চাৎ, পৃথক্, ইত্যাদি, স্বরাদিগণ; এবং বা, তু, হা, হে, অহে, অরে, ইত্যাদি, চাদিগণ; এবং প্র, পরা, অপ, সং, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ, এই সকল উপসর্গ; এবং চকার ইৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ; ও দ্বারা, হইতে, তবে, কেন, ইত্যাদি শব্দ অব্যয় হয়। অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়; যথা, পুনঃপুনঃ, ভূয়োভূয়ঃ, অহে, অরে, প্রতি, অতি, চন্দ্রবৎ, পর্ব্বতবৎ, একধা, দ্বিধা, যদা, তদা, করিয়া, করিতে, ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়।

সাধু ভাষাতে স্ত্রীত্ব কথন।

১। অকারান্ত শব্দের উত্তর আ হয় স্ত্রীলিঙ্গে। যথা, উত্তমা, অধমা, নবীনা, প্রবীণা, বৃদ্ধা, কৃশা, দীর্ঘা, ক্ষীণা, দীনা, ভীতা, বৈশ্যা, ইত্যাদি।

২। অকার স্থানে ই হয় আযুক্ত ক পরেতে। যথা, কারিকা, গায়িকা, নায়িকা, পাচিকা, পালিকা, প্রচারিকা, বালিকা, ইত্যাদি।

৩। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে, বৈশ্যশব্দ বর্জ্জে। যথা, দেব জাতির পত্নী দেবী, মানুষ জাতির পত্নী মানুষী, ব্রাহ্মণ জাতির পত্নী ব্রাহ্মণী, কিন্নর জাতির পত্নী কিন্নরী। এই রূপ সিংহী, ব্যাঘ্রী, জম্বুকী, ছাগী, মেষী, মহিষী, বানরী, মৃগী, হংসী, মৎস্যী, ইত্যাদি। এই সকল স্থানে শব্দের ৬ লক্ষণদ্বারা অকারের লোপ হইল।

৪। অঙ্গবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে বহুব্রীহি সমাসে। যথা, সুকেশী, মৃগনয়নী, বিম্বোষ্ঠী, ক্ষীণোদরী, ক্ষীণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, ইত্যাদি।

৫। বান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে। যথা, ভগবতী, জ্ঞানবতী, পুত্রবতী, শ্রীমতী, বুদ্ধিমতী, সরস্বতী, ইত্যাদি।

৬। নান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে।

৭। যুবন্ শব্দের ন স্থানে ত হয় ঈ পরেতে।

৮। রাজন্ শব্দের অন্ত্য অকার লোপ পায় ঈ পরে। যথা, যুবতী, রাজ্ঞী, কারিণী, ধারিণী, নাশিনী, হারিণী,

গামিনী, বারিণী, বাদিনী, গর্ব্বিণী, গর্ব্বিণী, মানিনী, কামিনী, ইত্যাদি।

৯। ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়, স্ত্রীলিঙ্গে, মাতৃ আদি শব্দ বর্জ্জে। যথা, কর্ত্রী. দাত্রী, ধাত্রী, ছেত্রী. হন্ত্রী, ইত্যাদি।

১০। টকার ইৎ প্রত্যয়ান্ত ও নদ আদি শব্দের উত্তর ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে। যথা, বৈষ্ণবী, শাক্তেয়ী, মাহেশী, পৌত্রী, নদী, ইত্যাদি।

১১। ব্রহ্ম, রুদ্র. ভব. সর্ব্ব. মৃড়, ইন্দ্র, বরুণ, মাতুল. উপাধ্যায়, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, সূর্য্য, আচার্য্য, এই সকল শব্দের অন্ত্যবর্ণ স্থানে আনী হয় স্ত্রীলিঙ্গে।

১২। রকার ষকার ঋবর্ণের উত্তর পদ মধ্যস্থিত নকারের স্থানে ণ হয়; স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ. হ, য, ব, ব্যবধানেও হয়; কিন্তু দেশীয় ভাষাতে ন স্থানে ণ হওয়া ব্যবহার নাই; যথা, ব্রহ্মার পত্নী ব্রহ্মাণী; রুদ্রের পত্নী রুদ্রাণী; ভবের পত্নী ভবানী; সর্ব্বের পত্নী সর্ব্বাণী; মৃড়ের পত্নী মৃড়ানী; ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী; বরুণের পত্নী বরুণানী; মাতুলের পত্নী মাতুলানী; উপাধ্যায়ের পত্নী উপাধ্যায়ানী; ক্ষত্রিয়ের পত্নী ক্ষত্রিয়াণী; শূদ্রের পত্নী শূদ্রাণী; সূর্য্যের পত্নী সূর্য্যাণী; আচার্য্যের পত্নী আচার্য্যানী। এই রূপ সর্ব্বত্র নকার স্থানে ণকার হইবে; কিন্তু কতকগুলিন শব্দেতে স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ণকার আছে, তাহা কোন লক্ষণদ্বারা হয় না; অতএব সেই সমস্ত শব্দ পৃথক্ করিয়া লেখা উচিত। সংস্কৃত ভাষাতে পদ্যদ্বারা যে সমস্ত শব্দ সংগৃহীত আছে তাহাই অবিকল লিখিতেছি।

ণকারভেদ, যথা,

স্থাণু বীণা গুণঃ কোণো লবণং পণ ইত্যপি।
বাণী মণিঃ ফাণিতঞ্চ গোণো বেণুঃ ফণা কণঃ।
অণুঃ কণিঃ কৃণঃ শোণঃ কল্যাণং গণ টঙ্কণং।
বাণো বেণী কঙ্কণঞ্চ মৎকুণো নিপুণো বণিক্।
কোঙ্কণো বিপণিঃ পাণিঃ কোণপঃ পণবো হঙ্গণং।
মাণবকঃ শোণিতঞ্চ স্থৌণেয়ং কিণিহী কুণিঃ।
ঘোণা কফোণি র্বেণশ্চ কিঙ্কিণী চণকোঽপিচ।
বাণিনী চিক্কণো মাণো মাণিক্যং পক্কণোঽপিচ।
গণী বাণাচ লাবণ্যং নিক্কাণঃ শাণ ইত্যপি।
উল্বণং পুণ্যসিংহাণে চাম্ললোণী ফণিজ্ঝকঃ।
তূণীতূণীরহূণাশ্চ মৌণপিণ্যাককাণয়ঃ।
গুণঃ স্থূণা চ কণিশং কিণ্বং বাতিঙ্গণং তথা।
অণকো ভণধাতুশ্চ কিণঃ স্থূণী ঘুণোঽপিচ।
পণৎকোঽপি ব্যণৎকারো নাম শব্দ বিশেষয়োঃ।
ইতি ণকার ভেদঃ সমাপ্তঃ।

ভাবান্তে স্ত্রীত্ব, যথা,

১। শব্দের উত্তর নী হয় স্ত্রীলিঙ্গে জাতি বুঝাইতে; যথা, কামারের স্ত্রী কামারনী; কুমারের স্ত্রী কুমারনী; নাপিতের স্ত্রী নাপিতনী; তিয়োরের স্ত্রী তিয়োরনী; চাঁড়ালের স্ত্রী চাঁড়ালনী। ময়রার স্ত্রী ময়রানী; সেকরার স্ত্রী সেকরানী; ধোবার স্ত্রী ধোবানী; তাঁতির স্ত্রী তাঁতিনী; নাপ্তির

স্ত্রী নাপ্তিনী; যুগির স্ত্রী যুগিনী; বাগ্দির স্ত্রী বাগ্দিনী। জেলের স্ত্রী জেলেনী; বেদের স্ত্রী বেদেনী, ইত্যাদি হইবে।

২। সংযোগের অন্ত্য অকার স্থানে, এবং গোয়ালা, বাঘ, সাপ, আদি শব্দের অবর্ণের স্থানে, ই হয় নী পরেতে; যথা, বৈদ্যের স্ত্রী বৈদ্যিনী; কায়স্থের স্ত্রী কায়স্থিনী; কৈবর্ত্তের স্ত্রী কৈবর্ত্তিনী; গোয়ালার স্ত্রী গোয়ালিনী; বাঘের স্ত্রী বাঘিনী; সাপের স্ত্রী সাপিনী, ইত্যাদি। চাকর ও মেথর আদি শব্দের অন্ত্য অ স্থানে আ হয় নী পরেতে; যথা, চাকরের স্ত্রী চাকরানী; মেথরের স্ত্রী মেথরানী।

৩। নান্ত শব্দ, এবং ঘোড়া, ভেড়া, পাঁঠা, শেয়াল, বিরাল, কুকুর, শূকর, ইত্যাদি শব্দের উত্তর, ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে জাতি বুঝাইতে; যথা, বামনের স্ত্রী বামনী; মোছলমানের স্ত্রী মোছলমানী; পাঠানের স্ত্রী পাঠানী; ঘোড়ার স্ত্রী ঘোড়ী; ভেড়ার স্ত্রী ভেড়ী; পাঁঠার স্ত্রী পাঁঠী; শেয়ালের স্ত্রী শেয়ালী; বিরালের স্ত্রী বিরালী; কুকুরের স্ত্রী কুকুরী; শূকরের স্ত্রী শূকরী, ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রত্যয়দ্বারা শব্দের অর্থান্তর করণ।

সাধু ভাষায় তদ্ধিত কথন।

১। শব্দের উত্তর ষ্ণেয়, ষ্ণি, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ষ্ণীয়, ষ্ণ, এই সকল প্রত্যয় হয় অপত্য অর্থ বুঝাইতে, এবং এই সকল প্রত্যয় পরেতে শব্দের আদিস্থিত স্বরের বৃদ্ধি হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গে

ট্য প্রত্যয় হওনের কারণ এই সকল প্রত্যয়ের টকারের লোপ হয়। যথা, অত্রির সন্তান এই অর্থে আত্রেয়; সুমিত্রার সন্তান এই অর্থে সৌমিত্রেয়; যুবতির সন্তান এই অর্থে যৌবতেয়; অত্রি শব্দ ও সুমিত্রা শব্দ ও যুবতি শব্দ, ইহাদের উত্তর টেয় করিয়া আদি স্বরের বৃদ্ধি এবং শব্দের ৬ লক্ষণদ্বারা অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ করিলে পদসিদ্ধ হয়। উড়ুলোমার সন্তান এই অর্থে ঔড়ুলোমি; অগ্নিশর্ম্মার সন্তান এই অর্থে আগ্নিশর্ম্মি; কৃষ্ণের সন্তান এই অর্থে কার্ষ্ণি; উড়ুলোমন্ শব্দ ও অগ্নিশর্ম্মণ্ শব্দ ও কৃষ্ণ শব্দ, ইহাদের উত্তর টি করিয়া আদি স্বরের বৃদ্ধি ও শব্দের ২৭ লক্ষণদ্বারা ন লোপ ও শব্দের ৬ লক্ষণদ্বারা অবর্ণের লোপ করিলে পদসিদ্ধ হয়। জমদগ্নির সন্তান এই অর্থে জামদগ্ন্য; গর্গের সন্তান এই অর্থে গার্গ্য; পুলস্ত্যের সন্তান এই অর্থে পৌলস্ত্য; এই সকল পদ ট্য প্রত্যয়দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সিদ্ধ হয়।

২। উকারের স্থানে অব্ হয় তদ্ধিত প্রত্যয়ের স্বরবর্ণ পরে। যথা, পাণ্ডুর সন্তান এই অর্থে পাণ্ডব; যদুর সন্তান এই অর্থে যাদব; রঘুর সন্তান এই অর্থে রাঘব। পাণ্ডু ও যদু ও রঘু এই সকল শব্দের উত্তর ট প্রত্যয় করিয়া আদি স্বরের বৃদ্ধি ও উকার স্থানে অব্ করিলে পদসিদ্ধ হয়।

৩। শব্দের উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় হয় বিকারার্থে ও ভাবার্থে ও ইদমর্থে ও স্বার্থে।

বিকারার্থে, যথা,

হেমের বিকার এই অর্থে হৈম; রজতের বিকার এই অর্থে রাজত। হেম ও রজত শব্দের উত্তর ট প্রত্যয়

করিয়া আদি স্বরের বৃদ্ধি ও অন্ত্য অবর্ণের লোপ করিলে হৈম ও রাজত হয়, ইত্যাদি।

ভাবার্থে, যথা,

ধীরের ভাব এই অর্থে ধৈর্য্য; স্থিরের ভাব এই অর্থে স্থৈর্য্য; মৎসরের ভাব এই অর্থে মাৎসর্য্য। ধীর ও স্থির ও মৎসর, এই সকল শব্দের উত্তর ট্য করিয়া আদি স্বরের বৃদ্ধি ও য পরে অবর্ণের লোপ করিলে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ও মাৎসর্য্য সিদ্ধ হয়। এই রূপ গুরুর ভাব এই অর্থে গৌরব; সুজনের ভাব এই অর্থে সৌজন্য; সুহৃদের ভাব এই অর্থে সৌহৃদ্য, ইত্যাদি।

ইদমর্থে, যথা,

বিষ্ণুর ইনি এই অর্থে বৈষ্ণব; শিবের ইনি এই অর্থে শৈব; শক্তির ইনি এই অর্থে শাক্ত কিম্বা শাক্তেয়।

৪। যুষ্মদ্, অস্মদ্, যদ্, তদ্, এতদ্, এই সকল শব্দের স্থানে ত্বৎ, মৎ, যৎ, তৎ, এতৎ, এই সকল আদেশ হয় ক্রমে তদ্ধিত প্রত্যয় পরে ও সমাসে; যথা, তোমার এইটি, এই অর্থে ত্বদীয়; আমার এইটি, এই অর্থে মদীয়; তাহার এইটি, এই অর্থে তদীয়; রাজার এইটি, এই অর্থে রাজ্য, ইত্যাদি।

স্বার্থে, যথা,

পরমেশ্বরই ইনি, এই অর্থে পারমেশ্বর; বহুলই এই, এই অর্থে বাহুল্য, ইত্যাদি।

৫। কারকের উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় হয় কর্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মণিবাচ্যে; যথা, বেদ জানে যে, এই অর্থে বৈদিক;

তর্ক জানে যে, এই অর্থে তার্কিক; স্মৃতি জানে যে, এই অর্থে স্মার্ত্ত; ইত্যাদি। কায়ের দ্বারা যাহা হয়, এই অর্থে কায়িক; বাচের দ্বারা অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা যাহা হয়, এই অর্থে বাচিক; মনের দ্বারা যাহা হয়, এই অর্থে মানসিক; ইত্যাদি। পৃথিবীহইতে যাহা হয় সে পার্থিব; বেদহইতে যে হয় সে বৈদ্য; ইত্যাদি। ইহকালে যাহা হয় সে ঐহিক; পরলোকে যাহা হয় সে পারলৌকিক; গ্রামে যাহা হয় সে গ্রাম্য, ইত্যাদি।

৬। শব্দের উত্তর ত্ব ও তা হয় ভাবার্থে। যথা,

মনুষ্যের ভাব, এই অর্থে মনুষ্যত্ব; বীরের ভাব, এই অর্থে বীরত্ব; মহত্তের ভাব, এই অর্থে মহত্ত্ব, ইত্যাদি। দীনের ভাব, এই অর্থে দীনতা; মিত্রের ভাব, এই অর্থে মিত্রতা; শত্রুর ভাব, এই অর্থে শত্রুতা; ইত্যাদি।

৭। গুণবাচক শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ স্থানে ইমন্ হয় ভাবার্থে; যথা, মহত্তের ভাব, এই অর্থে মহিমা; গুরুর ভাব, এই অর্থে গরিমা; লঘুর ভাব, এই অর্থে লঘিমা; ইত্যাদি।

৮। শব্দের উত্তর তা হয় সমূহার্থে; যথা, জনের সমূহ, এই অর্থে জনতা; বন্ধুর সমূহ, এই অর্থে বন্ধুতা, ইত্যাদি।

৯। শব্দের উত্তর চ্বৎ হয় সাদৃশ্যার্থে। চ্বতের চ লোপ পায় অব্যয় হয়; যথা, চন্দ্রের ন্যায়, এই অর্থে চন্দ্রবৎ; পশুর ন্যায়, এই অর্থে পশুবৎ; আত্মার ন্যায়, এই অর্থে আত্মবৎ; পুত্রের ন্যায়, এই অর্থে পুত্রবৎ, ইত্যাদি।

১০। শব্দের উত্তর তর ও তম হয় দ্বি বহুর মধ্যে একের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে; যথা, দুইয়ের মধ্যে ইনি অতিশয় বিজ্ঞ, এই অর্থে বিজ্ঞতর, অনেকের মধ্যে ইনি অতি-

শয় বিজ্ঞ, এই অর্থে বিজ্ঞতম; অনেকের মধ্যে ইনি অতিশয় মূর্খ, এই অর্থে মূর্খতম; অনেকের মধ্যে ইনি অতি মান্য, এই অর্থে মান্যতম, ইত্যাদি।

১১। শব্দের উত্তর ময়ট্ হয় তদাত্মকার্থে, অর্থাৎ সেই আত্মা যাহার এই অর্থে। ময়টের ট লোপ পায় স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়; যথা, চিৎ আত্মা যাহার, এই অর্থে চিন্ময়, অর্থাৎ পরমেশ্বর। মৃৎ আত্মা যাহার, এই অর্থে মৃন্ময়, অর্থাৎ ঘট। জল আত্মা যে স্ত্রীর, এই অর্থে জলময়ী, অর্থাৎ গঙ্গা, ইত্যাদি।

১২। অবর্ণ স্থানে ঈ হয় ভূত ও কৃত শব্দ পরেতে অভূত তদ্ভাব বুঝাইতে, অর্থাৎ যাহা ছিল না তাহার বর্ত্তমানতা বুঝাইতে; যথা, যে দ্রব ছিল না সে দ্রব হইয়াছে, এই অর্থে দ্রবীভূত। যে বশ ছিল না সে বশ হইয়াছে, এই অর্থে বশীভূত। যে ঘন ছিল না সে ঘন হইয়াছে, এই অর্থে ঘনীভূত। যে পবিত্র ছিল না তাহাকে পবিত্র করিয়াছে, এই অর্থে পবিত্রীকৃত। যে দৃঢ় ছিল না তাহাকে দৃঢ় করিয়াছে, এই অর্থে দৃঢ়ীকৃত। যে বশ ছিল না তাহাকে বশ করিয়াছে, এই অর্থে বশীকৃত, ইত্যাদি।

১৩। শব্দের উত্তর মৎ হয় বিদ্যমান অর্থে; যথা, শ্রী আছে যাহার, এই অর্থে শ্রীমান্। বুদ্ধি আছে যাহার, এই অর্থে বুদ্ধিমান্। হনু অর্থাৎ প্রশস্ত হনু আছে যাহার, এই অর্থে হনুমান্, ইত্যাদি।

১৪। যে শব্দের অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে ম কিম্বা অবর্ণ থাকে এমন শব্দ, ও ণ, ন, ভিন্ন পঞ্চবর্গের যে কোন বর্ণ অন্তে থাকে এমন শব্দ ও অবর্ণান্ত শব্দ, ইহাদের উত্তর বৎ হয় বিদ্যমান অর্থে; যথা, লক্ষ্মী আছে যাহার, এই অর্থে

লক্ষ্মীবান্। যশস্ শব্দ, যশ আছে যাহার,এই অর্থে যশস্বান্। জ্ঞান আছে যাহার, এই অর্থে জ্ঞানবান্। ধন আছে যাহার, এই অর্থে ধনবান্। বিদ্যা আছে যাহার, এই অর্থে বিদ্যাবান্। দয়া আছে যাহার, এই অর্থে দয়াবান্, ইত্যাদি।

১৫। স্রক্, মেধা, মায়া, অসন্ত শব্দের উত্তর বিন্ হয় ঐ অর্থে; যথা, স্রক্ অর্থাৎ মালা আছে যাহার, এই অর্থে স্রগ্বী। মেধা আছে যাহার, এই অর্থে মেধাবী। মায়া আছে যাহার, সে মায়াবী। যশ আছে যাহার, সে যশস্বী। তেজ আছে যাহার, সে তেজস্বী, ইত্যাদি।

১৬। অনেক স্বরবিশিষ্ট অবর্ণান্ত শব্দের উত্তর ইন্ হয় ঐ অর্থে বিকল্পে; যথা, জ্ঞান আছে যাহার, এই অর্থে জ্ঞানী। মান আছে যাহার, এই অর্থে মানী। সুখ আছে যাহার, এই অর্থে সুখী। দুঃখ আছে যাহার, এই অর্থে দুঃখী। শিখা আছে যাহার, এই অর্থে শিখী, ইত্যাদি।

১৭। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ধাচ্ হয় প্রকারার্থে। চ লোপ পায় অব্যয় হয়। যথা, এক প্রকার, এই অর্থে একধা। দ্বিপ্রকার, এই অর্থে দ্বিধা। ত্রিপ্রকার, এই অর্থে ত্রিধা। চতুঃপ্রকার, এই অর্থে চতুর্ধা। পঞ্চপ্রকার, এই অর্থে পঞ্চধা। ষট্প্রকার, এই অর্থে ষড্ধা। সপ্তপ্রকার, এই অর্থে সপ্তধা। অষ্টপ্রকার, এই অর্থে অষ্টধা। নবপ্রকার, এই অর্থে নবধা। দশ প্রকার, এই অর্থে দশধা; ইত্যাদি। এবং বহুপ্রকার, এই অর্থে বহুধা। অনেক প্রকার, এই অর্থে অনেকধা, ইত্যাদি।

১৮। দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর অয়ট্ হয় অবয়ব অর্থে। ট লোপ পায়। যথা, দ্বি অবয়ব, এই অর্থে দ্বয়। ত্রি

অবয়ব, এই অর্থে ত্রয়। শব্দের ৬ লক্ষণদ্বারা ইবর্ণ লোপ হইল।

১৯। চতুর্ শব্দের উত্তর তয়ট্ হয় ঐ অর্থে। তয়টের ট লোপ হয় ই পায়।

২০। কবর্গ, ইকারাদি স্বরবর্ণ, য র ল ব হ, এই সকল বর্ণের পর পদের মধ্যস্থিত যে কৃত স তাহার স্থানে ষ হয়। অনুস্বর বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও হয়। যথা, চতুর্ অবয়ব, এই অর্থে চতুষ্টয়।

২১। দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই দুইটি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয় পূরণার্থে।

২২। চতুর্ ও ষষ্ শব্দের উত্তর থট্ হয় পূরণার্থে। ট লোপ হয় ই পায়। যথা, চতুর্ পূরণ, এই অর্থে চতুর্থ। ছয়ের পূরণ, এই অর্থে ষষ্ঠ। চতুর্ পূরণ আছে যে তিথিতে সে চতুর্থী। ছয়ের পূরণ আছে যে তিথিতে সে ষষ্ঠী।

২৩। নান্ত সংখ্যাশব্দের উত্তর মট হয় ঐ অর্থে, কিন্তু সংখ্যাপদ পূর্ব্বে থাকিলে হয় না। মটের ট লোপ পায়। যথা, পঞ্চের পূরণ, এই অর্থে পঞ্চম। সপ্তের পূরণ, এই অর্থে সপ্তম। অষ্টের পূরণ, এই অর্থে অষ্টম। নবের পূরণ, এই অর্থে নবম। দশের পূরণ, এই অর্থে দশম। সংখ্যাপদ পূর্ব্বে থাকিলে কেমন হয়; যথা, এক অধিক দশের পূরণ, এই অর্থে একাদশ। এই রূপ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, ইত্যাদি।

২৪। বর্ণের উত্তর কার হয় স্বার্থে; যথা, অ, এই অর্থে অকার। ই, এই অর্থে ইকার। ক, এই অর্থে ককার। খ, এই অর্থে খকার। গ, এই অর্থে গকার, ইত্যাদি।

২৫। যদ্ তদ্ এতদ্ শব্দের উত্তর আবৎ হয় পরিমাণার্থে। আবৎ পরে দ লোপ পায়। যথা, যে পরিমাণ, এই অর্থে যাবৎ। সেই পরিমাণ, এই অর্থে তাবৎ। এই পরিমাণ, এই অর্থে এতাবৎ।

২৬। সর্ব্ব যদ্ তদ্ শব্দের উত্তর কালার্থে দা, ও অধিকরণার্থে ত্র, ও প্রকারার্থে থাচ্ হয়; এবং এই সকল প্রত্যয় পরেতে দ লোপ পায়।

কালার্থে, যথা,

সর্ব্বকালে, এই অর্থে সর্ব্বদা। যেকালে, এই অর্থে যদা। সেই কালে, এই অর্থে তদা।

অধিকরণার্থে, যথা,

সর্ব্বস্থানে, এই অর্থে সর্ব্বত্র। যে স্থানে, এই অর্থে যত্র। সেই স্থানে এই অর্থে তত্র।

প্রকারার্থে, যথা,

সর্ব্বপ্রকার, এই অর্থে সর্ব্বথা। যে প্রকার, এই অর্থে যথা। সেই প্রকার, এই অর্থে তথা।

২৭। নিপাতনে অর্থাৎ বিনালক্ষণে পদ সিদ্ধি। যথা, সর্ব্বকালে, এই অর্থে সদা। কোন্ স্থানে, এই অর্থে কুত্র। কোন্ কালে, এই অর্থে কদা। এই স্থানে, এই অর্থে অত্র। এখন, এই অর্থে অধুনা ও ইদানীং। পশ্চিম, এই অর্থে পশ্চাৎ। ঊর্দ্ধ, এই অর্থে উপরি। ইহাহইতে, এই অর্থে অতঃ। পরদিবস, এই অর্থে পরেদ্যবি। সমান দিবস, এই অর্থে সদ্যঃ। এই দিবস, এই অর্থে অদ্য। এই সকল শব্দ অব্যয় হয়।

ভাষাতে তদ্ধিত।

প্রত্যয়দ্বারা শব্দের অর্থান্তর করণ।

১। মোট আদি শব্দের কারকের উত্তর ঈয়া হয় কর্তৃবাচ্যে।

২। ঈয়া স্থানে এ হয় বিকল্পে; এবং এ পরে থাকিলে অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব অকার স্থানে উ হয়; এবং শব্দের আদিতে স্থিত অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব যে আকার তাহার স্থানে একার, এবং যে ওকার তাহার স্থানে উকার হয়।

কর্ম্মের উত্তর, যথা,

মোট বহে যে, সে মোটীয়া কিম্বা মুটে; চাকরি করে যে, সে চাকরীয়া কিম্বা চাকুরে, ইত্যাদি।

করণের উত্তর, যথা,

পাতরের দ্বারা যাহা হয়, সে পাতরীয়া কিম্বা পাতুরে, অর্থাৎ ঘর আদি; মাটির দ্বারা যাহা হয়, সে মাটীয়া কিম্বা মেটে, অর্থাৎ কলসাদি।

অপাদানের উত্তর, যথা,

গোবরহইতে হয় যে, সে গোবরীয়া কিম্বা গুবুরে, অর্থাৎ পোকা বিশেষ; পাতরহইতে যাহা হয়, সে পাতরীয়া কিম্বা পাতুরে, অর্থাৎ চূণ আদি।

অধিকরণের উত্তর, যথা,

পর্ব্বতে হয় যে, সে পর্ব্বতীয়া কিম্বা পর্ব্বুতে, অর্থাৎ পশু আদি; নগরে থাকে যে, সে নগরীয়া কিম্বা নগুরে;

অর্থাৎ মনুষ্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল স্থানে শব্দের ৬ লক্ষণদ্বারা অবর্ণ ইবর্ণের লোপ হইল।

৩। গাঁ আদি আকারান্ত শব্দের উত্তর য় হয় ঈয়া পরে। যথা, পাড়াগাঁতে থাকে যে, সে পাড়াগাঁয়ীয়া কিম্বা পাড়াগেঁয়ে; নাতে থাকে যে, সে নায়ীয়া কিম্বা নেয়ে, ইত্যাদি।

৪। কাপড় আদি শব্দের উত্তর ঈয়া হয় ব্যবসায় আদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে। যথা, কাপড়ের ব্যবসায় করে যে, সে কাপড়ীয়া কিম্বা কাপুড়ে; পটলের ব্যবসায় করে যে, সে পটলীয়া কিম্বা পটুলে, ইত্যাদি।

৫। সাপ আদি শব্দের উত্তর ড় হয় ঈয়া পরেতে। যথা, সাপের ব্যবসায় করে যে, সে সাপড়ীয়া কিম্বা সাপুড়ে; ভূতের ব্যবসায় করে যে, সে ভূতড়ীয়া কিম্বা ভূতুড়ে; ঘাসের ব্যবসায় করে যে, সে ঘাসড়ীয়া কিম্বা ঘাসুড়ে; ভাতের অর্থাৎ পরের ভাতের দ্বারা বাচে যে, সে ভাতড়ীয়া কিম্বা ভাতুড়ে, ইত্যাদি।

৬। কাঠ আদি শব্দের উত্তর র হয় ঈয়া পরেতে। যথা, কাঠের ব্যবসায় করে যে, সে কাঠরীয়া কিম্বা কাঠুরে; হাটে ব্যবসায় করে যে, সে হাটরীয়া কিম্বা হাটুরে, ইত্যাদি।

৭। কাঁকরাদি শব্দের উত্তর ঈয়া হয় বিশিষ্টার্থে। যথা, কাঁকর বিশিষ্ট যে, সে কাঁকরীয়া কিম্বা কাঁকুরে, অর্থাৎ তণ্ডুলাদি।

৮। ভাড়া আদি শব্দের উত্তর ট হয় ঈয়া পরেতে। যথা, ভাড়া বিশিষ্ট যে, সে ভাড়াটীয়া কিম্বা ভাড়াটে, অর্থাৎ

ঘর আদি; ভাঙ্গা বিশিষ্ট যে সে ভাঙ্গাটীয়া কিম্বা ভাঙ্গাটে, অর্থাৎ তণ্ডুলাদি।

৯। পট আদি শব্দের কারকের উত্তর উয়া হয় কর্তৃবাচ্যে।

১০। উয়া স্থানে ও হয় বিকল্পে; এবং ও পরে থাকিলে শব্দের আদিতে স্থিত অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব যে আকার তাহার স্থানে একার, এবং যে ওকার তাহার স্থানে উকার হয়।

কর্ম্মের উত্তর, যথা,

পট লেখে যে সে পটুয়া কিম্বা পটো।

করণের উত্তর, যথা,

কাঠের দ্বারা যাহা হয়, সে কাঠুয়া কিম্বা কেঠো; খড়ের দ্বারা যাহা হয়, সে খড়ুয়া কিম্বা খড়ো, অর্থাৎ ঘর আদি।

অপাদানের উত্তর, যথা,

ধানহইতে যাহা হয়, সে ধানুয়া কিম্বা ধেনো, অর্থাৎ মদিরাদি; পাঁকহইতে হয় যে, সে পাঁকুয়া কিম্বা পেঁকো, অর্থাৎ মৎস্যাদি।

অধিকরণের উত্তর, যথা,

বনে থাকে যে, সে বনুয়া কিম্বা বনো, অর্থাৎ পশু আদি; গাছে থাকে যে, সে গাছুয়া কিম্বা গেছো, অর্থাৎ ইন্দুর আদি।

১১। জল আদি শব্দের উত্তর উয়া হয়, বিশিষ্টার্থে। যথা, জল বিশিষ্ট যে, সে জলুয়া কিম্বা জলো, অর্থাৎ দুগ্ধাদি; গোঁপ বিশিষ্ট যে, সে গোঁপুয়া কিম্বা গুঁপো, ইত্যাদি।

১২। ধান আদি শব্দের উত্তর উয়া হয়, অধিকরণ

বাচ্যে। যথা, ধান হয় যাহাতে, সে ধানুয়া কিম্বা ধেনো, অর্থাৎ ভূমি; শোণ হয় যাহাতে সে শোণুয়া কিম্বা শুণো, অর্থাৎ ভূমি; খড় হয় যাহাতে, সে খড়ুয়া কিম্বা খড়ো, অর্থাৎ ভূমি, ইত্যাদি।

১৩। মাছ আদি শব্দের উত্তর উয়া হয় ব্যবসায়াদি অর্থে কর্তৃবাচ্যে। যথা, মাছের ব্যবসায় করে যে, সে মাছুয়া কিম্বা মেছো; আঁবের ব্যবসায় করে যে, সে আঁবুয়া কিম্বা এঁবো; গাবের ব্যবসায় করে যে, সে গাবুয়া কিম্বা গেবো; খড়ের ব্যবসায় করে যে, সে খড়ুয়া কিম্বা খড়ো, ইত্যাদি।

১৪। ধান আদি শব্দের উত্তর ঈন হয় বিদ্যমান অর্থে। যথা, ধান আছে যাহাতে, সে ধানী, অর্থাৎ চাল্; চাস আছে যাহার, সে চাসী; দোকান আছে যাহার, সে দোকানী, ইত্যাদি।

১৫। দেশবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ, আকারান্ত শব্দের উত্তর ই হয়, জননার্থে এবং স্থিতি অর্থে। যথা, হিন্দুস্থানে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে হিন্দুস্থানী; বিলাতে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে বিলাতী; মান্দ্রাজে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে মান্দ্রাজী; কাশ্মীরে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে কাশ্মীরী; জাহাজে যে থাকে, এই অর্থে জাহাজী; যাহা দেশে হয়, এই অর্থে দেশী, ইত্যাদি। পাটনাতে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে পাটনাই; ঢাকাতে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে ঢাকাই; কলিকাতাতে যে হয়, সে কলিকাতাই, ইত্যাদি।

১৬। পুর ও নগর বাচক শব্দের উত্তর ঈ স্থানে এ হয় বিকল্পে। যথা, গাজিপুরেতে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে গাজিপুরে কিম্বা গাজিপুরী; ভাগলপুরেতে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে ভাগলপুরে কিম্বা ভাগলপুরী; বিষ্ণুপুরেতে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে বিষ্ণুপুরে কিম্বা বিষ্ণুপুরী; কৃষ্ণনগরেতে যে জন্মে কিম্বা থাকে, এই অর্থে কৃষ্ণনগরে কিম্বা কৃষ্ণনগরী, ইত্যাদি।

১৭। শব্দের উত্তর আল হয় বিদ্যমান অর্থে। যথা, যাহার মাস অর্থাৎ অধিক মাস আছে, এই অর্থে মাসাল; যাহার শাঁস আছে, এই অর্থে শাসাল; যাহার রাগ আছে, এই অর্থে রাগাল; যাহার তেজ আছে, এই অর্থে তেজাল; যাহার ঝাঁজ আছে, এই অর্থে ঝাঁজাল, ইত্যাদি।

১৮। পেট আদি শব্দের উত্তর উক হয় বিদ্যমান অর্থে। যথা, যাহার পেট অর্থাৎ প্রশস্ত পেট আছে, সে পেটুক; যাহার লাজ আছে, সে লাজুক; যাহার কাম আছে, সে কামুক, ইত্যাদি।

১৯। শব্দের উত্তর আমি হয় তদ্ধর্ম্ম বুঝাইতে। যথা, দুষ্টের ধর্ম্ম, এই অর্থে দুষ্টামি; নষ্টের ধর্ম্ম, এই অর্থে নষ্টামি; পাগলের ধর্ম্ম, এই অর্থে পাগলামি; ছেল্যার ধর্ম্ম, এই অর্থে ছেল্যামি; মাতালের ধর্ম্ম, এই অর্থে মাতলামি; বানরের ধর্ম্ম, এই অর্থে বানরামি, ইত্যাদি।

২০। ঘর শব্দের উত্তর আমি হয় নির্ম্মাণার্থে কর্তৃবাচ্যে। যথা, যে ঘর নির্ম্মাণ করে, এই অর্থে ঘরামি।

২১। শব্দের উত্তর টা ও টি হয় স্বার্থে; এবং খান খানা খানি হয় পাতলা প্রশস্ত দ্রব্য বুঝাইতে। কিন্তু প্রথমার

এক বচনান্ত পদের উত্তরেও হয়। যথা, ঘোড়াটা, ভেড়াটা; টাকাটি, পয়সাটি; এটা, ওটা, সেটা; এটি, ওটি, সেটি, ইত্যাদি। নৌকাখান, কাপড়খান; থালাখানা, তক্তাখানা, ইত্যাদি।

২২। কিম্, যদ্, তদ্, শব্দের আদ্যস্বরাদি বর্ণ স্থানে পরিমাণার্থে অত, ও সাদৃশ্যার্থে এমন কিম্বা এমৎ, ও কালার্থে অখন হয়। যথা, কি পরিমাণ, এই অর্থে কত; যে পরিমাণ, এই অর্থে যত; সেই পরিমাণ, এই অর্থে তত। কাহার ন্যায়, এই অর্থে কেমন; যাহার ন্যায়, এই অর্থে যেমন; তাহার ন্যায়, এই অর্থে তেমন। এই রূপ যেমৎ তেমৎ হইবে। কোন্ কালে, এই অর্থে কখন; যে কালে, এই অর্থে যখন; সেই কালে, এই অর্থে তখন।

২৩। কিম্, যদ্, তদ্, শব্দের আদ্যস্বরাদি বর্ণ স্থানে অবে হয় দিন বুঝাইতে, যথা, কোন্ দিনে, এই অর্থে কবে; যে দিনে, এই অর্থে যবে; সেই দিনে, এই অর্থে তবে।

২৪। শব্দের উত্তর ষষ্ঠী স্থানে কার হয়। যথা, যবেকার কর্ম্ম তবে করিতে হয়; যখনকার কর্ম্ম তখন করিতে হয়; সেখানকার সমাচার পাইলাম; পূর্ব্বকার লোক আসিয়াছিল; সকলকার অন্বেষণ করি, ইত্যাদি।

২৫। কিম্ শব্দ স্থানে কোন্ আদেশ হয় অনেকের মধ্যে একের জিজ্ঞাসার্থে। যথা, ইহাদের মধ্যে কাহাকে ডাকিতেছ? এই অর্থে কোন্ মানুষকে ডাকিতেছ? এই সকলের মধ্যে কি কাপড় চাহ? এই অর্থে কোন্ কাপড় চাহ; মাসের কিম্বা বৎসরের মধ্যে কি দিনে যাইবা? এই অর্থে কোন্ দিনে যাইবা? ইত্যাদি।

২৬। কিম্ শব্দ স্থানে কেহ্ হয় অনেকের মধ্যে এক জনকে বুঝাইতে। যথা, তাহাদের মধ্যহইতে কেহ, অর্থাৎ কোনো এক জন, আসিবে ; ও সেখানকার কেহ, অর্থাৎ কোনো লোক, আইল না, ইত্যাদি।

২৭। কিম্ শব্দের স্থানে কি হয় জিজ্ঞাসার্থে ও আশ্চর্য্যার্থে। যথা, তুমি কোন্ বস্তু চাহ? এই অর্থে কি চাহ? তুমি কোন্ কথা কহিতেছ? অর্থাৎ কি কহিতেছ? ইত্যাদি। হায় হায়, তাহার কি বুদ্ধি! অর্থাৎ আশ্চর্য্য বুদ্ধি। আহা, তাঁহার কি বা দয়া! অর্থাৎ আশ্চর্য্য দয়া, ইত্যাদি।

২৮। নিপাতনে অর্থাৎ বিনা লক্ষণে সিদ্ধপদ। যথা, কোন্ স্থানে? এই অর্থে কোথা? এই স্থানে, এই অর্থে হেথা। এই পরিমাণ, এই অর্থে এত। ইহার ন্যায়, এই অর্থে এমন কিম্বা এমৎ। এই কালে, এই অর্থে এখন। কি হেতুক, এই অর্থে কেন। যে হেতুক, এই অর্থে যেন। এমত, এই অর্থে হেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমাস কথন।

১। দ্বিপদ ও বহুপদের যে একীকরণ তাহার সমাস সংজ্ঞা হয়, কিন্তু পরস্পর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সমাস হয় না।

২। এই সমাস দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ ও দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব, এই ষট্ প্রকারে বিভক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়।

৩। প্রত্যেক প্রধান পদের যে একীকরণ, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস॥ ১॥

৪। সমাস স্থিত দ্বিপদ বহুপদের অন্য পদার্থকে বোধ করায় যে সমাস, তাহার নাম বহুব্রীহি॥ ২॥

৫। একার্থ বিশেষ্য বিশেষণ পদের যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয়॥ ৩॥

৬। দ্বিতীয়া আদি বিভক্ত্যন্ত পূর্ব্ব পদের যে সমাস, তাহার নাম তৎপুরুষ॥ ৪॥

৭। সংখ্যা পূর্ব্ব পদের যে সমাস, তাহার নাম দ্বিগু॥ ৫॥

৮। অব্যয় পূর্ব্ব পদের যে সমাস, তাহার নাম অব্যয়ীভাব॥ ৬॥

দ্বন্দ্ব সমাস, যথা,

দ্বন্দ্ব সমাস সাধুভাষাতে ও ভাষাতে এক রূপ সিদ্ধ হইবে।

৯। দ্বন্দ্ব সমাস ইতরেতর ও সমাহার ও একশেষ, এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়।

১০। বহুপদের উত্তর যে বহুবচন হয়, তাহার নাম ইতরেতর দ্বন্দ্ব।

১১। বহুপদের উত্তর যে একবচন হয়, তাহার নাম সমাহার দ্বন্দ্ব।

১২। যে সমাসে প্রধান পদ বর্ত্তমান থাকে, অপর পদ সকলের লোপ হয়, তাহার নাম একশেষ দ্বন্দ্ব।

১৩। সমাসে স্থিত বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে অৎভাগান্ত ও অসন্ত ও অনন্ত আদি শব্দের বিভক্তি পরে যে কার্য্য, তাহার অন্যথা হয় না।

প্রথম উভয়ের উদাহরণ, যথা,

আত্মীয় ও বন্ধু, এই দুই পদে ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস করিলে আত্মীয়বন্ধুরা হয়। এবং সমাহার দ্বন্দ্ব করিলে আত্মীয়বন্ধু হয়। এবং আত্মীয় ও বন্ধু ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ইহাদিগকে, এই সমাসে আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতিকুটুম্বদিগকে হয়। সমাহারে, আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতিকুটুম্বকে হয়। এবং আত্মীয় ও বন্ধু ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ইহাদের, এই সমাসে আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতিকুটুম্বদের হয়। সমাহারে, আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতিকুটুম্বের হয়, ইত্যাদি। শত্রুরা ও মিত্রেরা ও অপরেরা, এই রূপ প্রত্যেক বহুবচনান্ত পদের দ্বন্দ্ব সমাসে শত্রুমিত্রাপরেরা হয়; কিন্তু শত্রুমিত্রাপর এমত সমাহার দ্বন্দ্ব হয় না।

একশেষ দ্বন্দ্ব, যথা,

আমি ও তুমি ও তিনি, এই সমাসে আমরা হয়। তুমি ও রামকৃষ্ণ ও রামহরি, এই সমাসে তোমরা হয়। এবং তিনি ও রামহরি ও রামজয়, এই সমাসে তাহারা হয়। এবং শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ ও বলরাম, এই সমাসে শ্যামচাঁদেরা হয়। এই রূপ একশেষ সমাসে অপর পদের লোপ হয়, এবং প্রধান পদের উত্তর বহুবচন হইয়া স্বগণকে বোধ করায়।

১৪। এই দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের মধ্যে মধ্যে পৃথক পদবোধক ও, এবং, কিম্বা, শব্দ কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা, রাম ও কৃষ্ণ ও হরিরা আসিতেছেন; পিতা এবং মাতা এবং রাজা এবং জ্ঞানবান্‌দিগকে মান্য

কর; এবং তোমার কন্যা কিম্বা পুত্র কিম্বা ভ্রাতাকে আসিতে বল, ইত্যাদি।

সাধু ভাষাতে বহুব্রীহি সমাস।

যে সমাসস্থিত দ্বিপদ বহুপদের অন্য পদার্থকে বোধ করায়, তাহার নাম বহুব্রীহি সমাস। যথা, শ্যাম অর্থাৎ শ্যামবর্ণ অঙ্গ যাহার, সে শ্যামাঙ্গ। দেখ, শ্যামপদ ও অঙ্গপদের অর্থকে না বুঝাইয়া শ্যামাঙ্গ ব্যক্তিকে বুঝাইল। উভয় পদকে একত্র করিয়া অকারের সহিত অকারের দীর্ঘ করিলে শ্যামাঙ্গ হয়। এই রূপ অল্প বুদ্ধি যাহার, সে অল্পবুদ্ধি; খড়্গ হস্তে যাহার, সে খড়্গহস্ত; পীতবর্ণ অম্বর যাহার, সে পীতাম্বর; লম্ব উদর যাহার, সে লম্বোদর; দীর্ঘ অঙ্গ যাহার, সে দীর্ঘাঙ্গ, ইত্যাদি।

(১।) না শব্দের স্থানে অ হয় হলবর্ণ পরে, এবং অন্ হয় স্বরবর্ণ পরে সমাসে। যথা, নাই জ্ঞান যাহার, সে অজ্ঞান; নাই বোধ যাহার, সে অবোধ; নাই ধৈর্য্য যাহার, সে অধৈর্য্য। এই রূপ হলবর্ণ পরেতে সর্ব্বত্র না শব্দের স্থানে অ হইবে, ইত্যাদি। নাই অন্ত যাহার, সে অনন্ত; নাই আদি যাহার, সে অনাদি; নাই উত্তর যাহার, সে অনুত্তর। এই রূপ সর্ব্বত্র স্বরবর্ণ পরেতে না স্থানে অন্ হইবে, ইত্যাদি।

(২।) মহৎ শব্দের ত স্থানে আ হয় একার্থ শব্দ পরেতে, এবং জাতীয়াদি শব্দ পরেতে ত স্থানে তী হয়; যথা, মহৎ বল যাহার সে মহাবল; মহৎ বাহু যাহার সে মহাবাহু; মহৎ আত্মা যাহার সে মহাত্মা, ইত্যাদি।

(৩।) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গের ন্যায় হয় একার্থ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরেতে সমাসে। কিন্তু কা অন্ত শব্দ ও স্বাঙ্গেকৃত ঈ অন্ত শব্দ ইত্যাদি বর্জে।

(৪।) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যদি পুংলিঙ্গকে বুঝায়, তবে তাহার অন্ত্য স্বর হ্রস্ব হয়; এবং গো শব্দের ওকার স্থানে উকার হয় ঈয়স্ অন্ত শব্দ বর্জে; যথা, উত্তমা ভার্য্যা যাহার সে উত্তমভার্য্য; কালা তনু যাহার সে কালতনু; মহতী মায়া যাহার সে মহামায়, ইত্যাদি। রসিকা ভার্য্যা যাহার সে রসিকাভার্য্য; বালিকা ভার্য্যা যাহার সে বালিকাভার্য্য; কা অন্ত প্রযুক্ত ইহারা পুংলিঙ্গের ন্যায় হয় না, ইত্যাদি।

(৫।) সহিত শব্দ স্থানে স হয় বহুব্রীহি সমাসে; যথা, অহঙ্কারের সহিত যে সে সাহঙ্কার; ভৃত্যের সহিত যে সে সভৃত্য; মাংসের সহিত যে সে সমাংস, ইত্যাদি।

(৬।) নাভি শব্দের উত্তর অ হয় নাম বুঝাইতে বহুব্রীহি সমাসে; যথা, পদ্মের ন্যায় নাভি যাহার সে পদ্মনাভ। শব্দের ৬ লক্ষণদ্বারা ইকারের লোপ হইল।

(৭।) ক্বচিৎ বহুব্রীহি সমাসের উত্তর ক হয়; যথা, নমস্কার পূর্ব্বে যাহার, এই সমাসে নমস্কারপূর্ব্বক, অর্থাৎ নিবেদন, ইত্যাদি।

(৮।) বহুব্রীহি সমাসের উত্তর ই হয় ব্যতিহার অর্থে, এবং পূর্ব্ব পদের অন্ত্য স্বরবর্ণের স্থানে আ হয়।

পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়া করণের নাম ব্যতিহার; যথা, পরস্পর কেশ ধরিয়া যে যুদ্ধ সে কেশাকেশি; পরস্পর দণ্ডদ্বারা যে যুদ্ধ সে দণ্ডাদণ্ডি; পরস্পর মুষ্টিদ্বারা যে যুদ্ধ সে মুষ্টামুষ্টি, ইত্যাদি।

ভাষাতে বহুব্রীহি সমাস।

সমাস স্থিত দ্বিপদ বহুপদের অন্য পদার্থকে বোধ করায় যে সমাস, তাহার নাম বহুব্রীহি।

ভাষাতে বহুব্রীহি সমাস করিলে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ প্রায় পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে থাকে।

করণ বোধক বহুব্রীহি, যথা.

জল তোলা হয় যাহার দ্বারা, সে জলতোলা, অর্থাৎ কল আদি; পুতি লেখা হয় যাহার দ্বারা, সে পুতিলেখা, অর্থাৎ কলম; কলম কাটা হয় যাহার দ্বারা, সে কলম-কাটা, অর্থাৎ ছুরি; ইন্দুর মারা হয় যাহার দ্বারা, সে ইন্দুরমারা, অর্থাৎ কল আদি; লোহা পিটান হয় যাহার দ্বারা. সে লোহাপিটান, অর্থাৎ হাতুড়ি আদি। দেখ, সমাসস্থিত উভয় পদের অর্থকে না বুঝাইয়া অতিরিক্ত করণকে বুঝাইল।

অপাদন বোধক বহুব্রীহি, যথা,

জল পড়ে যাহাহইতে সে জলপড়া, অর্থাৎ কলসাদি; তৈল চোঁয় অর্থাৎ ক্ষরে যাহাহইতে সে তৈলচোঁয়া, অর্থাৎ হাঁড়ি আদি; ননী তোলা হইয়াছে যাহাহইতে সে ননীতোলা, অর্থাৎ দধি আদি; বালি তোলা হয় যাহা-হইতে সে বালিতোলা, অর্থাৎ গর্ত্ত আদি. ইত্যাদি। দেখ, সমাসস্থিত উভয় পদের অর্থকে না বুঝাইয়া অতিরিক্ত অপাদানকে বুঝাইল।

অধিকরণ বোধক বহুব্রীহি, যথা,

জল চলে যাহাতে সে জলচলা, অর্থাৎ প্রণালী আদি;

জল বসে যাহাতে সে জলবসা, অর্থাৎ ছাত আদি; পুঁতি রাখা হয় যাহাতে সে পুঁতিরাখা, অর্থাৎ চালি আদি; ঔষধ মাড়া হয় যাহাতে সে ঔষধমাড়া, অর্থাৎ খল আদি, ইত্যাদি। দেখ, সমাসস্থিত উভয় পদের অর্থকে না বুঝাইয়া অতিরিক্ত অধিকরণকে বুঝাইল।

সম্বন্ধ বোধক বহুব্রীহি, যথা,

বেঁকা গাল যাহার সে গালবেঁকা; কাটা হাত যাহার সে হাতকাটা, ইত্যাদি।

১। সমাসস্থিত তিন ও চারি শব্দ স্থানেতে তে ও চৌ আদেশ হয় ক্রমেতে।

২। অন্ত্য পদের অন্ত্য উকার স্থানে ওকার হয় বহুব্রীহি সমাসে; যথা, তিন চক্ষু যাহার সে তেচক্ষো, অর্থাৎ মৎস্য বিশেষ; তিন মাথা যাহার সে তেমাথা; চারি মাথা যাহার সে চৌমাথা, অর্থাৎ পথাদি, ইত্যাদি।

৩। চুল আদি শব্দের উত্তর আ হয় বহুব্রীহি সমাসে; যথা, খাট চুল যাহার সে খাটচুলা; তিন কোণ যাহার সে তেকোণা; চারি কোণ যাহার সে চৌকোণা; তিন শির যাহার সে তেশিরা, ইত্যাদি।

সাদৃশ্যার্থে, যথা,

বাঘের ন্যায় মুখ যাহার সে বাঘমুখ; বিরালের ন্যায় চক্ষু যাহার সে বিরালচক্ষো; গজের ন্যায় দাঁত আছে যাহার সে গজদাঁতুয়া কিম্বা গজদেঁতো; নাদার ন্যায় পেট যাহার সে নাদাপেটা, ইত্যাদি।

ব্যতিহার অর্থ বুঝাইতে ভাষাতেও সাধু ভাষার ন্যায়

সমাস ও পদসিদ্ধি হইবে; যথা, পরস্পর চুল ধরিয়া যে যুদ্ধ সে চুলাচুলি; পরস্পর লাটির দ্বারা যে যুদ্ধ সে লাটালাটি; পরস্পর কিলের দ্বারা যে যুদ্ধ সে কিলাকিলি; পরস্পর লাথির দ্বারা যে যুদ্ধ সে লাথালাথি; পরস্পর গালির দ্বারা যে যুদ্ধ সে গালাগালি; পরস্পর কাণে কাণে যে কথন সে কাণাকাণি, ইত্যাদি।

সাধু ভাষাতে কর্ম্মধারয় সমাস, যথা।

বিশেষ্য বিশেষণ পদের যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয়।

যে পরম সে আত্মা, এই সমাসে পরমাত্মা। দেখ বিশেষ্য পদ যে আত্মা, পরম পদ তাহার বিশেষণ হইল, এ কারণ সমাস হইয়া পরমাত্মা হইল। এই রূপ, যে মহৎ সে জন, এই সমাসে মহাজন হয়। সাধুভাষার বহুব্রীহি সমাসের ২ লক্ষণের দ্বারা মহৎ শব্দের ত স্থানে আ হইল। যে সৎ সে লোক, এই সমাসে সল্লোক হয়। হল সন্ধির ১ লক্ষণদ্বারা ত স্থানে ল হইল। এই রূপ, জ্ঞানিমনুষ্য ও ধনিলোক ও মানিলোক, ইত্যাদি। যে বিদ্যা, এই সমাসে যদ্বিদ্যা; যে উদ্দেশ, এই সমাসে যদুদ্দেশ; যে রূপ, এই সমাসে যদ্রূপ, ইত্যাদি। সে নগর, এই সমাসে তন্নগর; সে ধন, এই সমাসে তদ্ধন; সে রূপ, এই সমাসে তদ্রূপ, ইত্যাদি। এ দেশ, এই সমাসে এতদ্দেশ; এ নগর, এই সমাসে এতন্নগর; এ জগৎ, এই সমাসে এতজ্জগৎ, ইত্যাদি।

১। সখি ও রাজন্ ও অহন্ শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের স্থানে অ হয় কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসে; যথা, যে প্রিয় সে সখা, এই সমাসে সখি শব্দের ইকার স্থানে অ করিলে

প্রিয়সখ হয়; যে মহৎ সে রাজা, এই সমাসে রাজন শব্দের অনের স্থানে অ, ও বহুব্রীহির ২ লক্ষণদ্বারা মহৎ শব্দের ত স্থানে আ করিলে মহারাজ হয়। যে এক সে অহন অর্থাৎ দিন, এই সমাসে অহন শব্দের অনের স্থানে অ, এবং সন্ধির ১ লক্ষণদ্বারা অহ্ শব্দের অকারের সহিত এক শব্দের অকার দীর্ঘ করিলে একাহ হয়।

২। এক শব্দের অ স্থানে আ হয় দশ শব্দ পরে; যথা, যে এক অধিক সে দশ, এই সমাসে একাদশ।

৩। দ্ব্যধিক ও ত্র্যধিক ও অষ্টাধিক শব্দের স্থানে দ্বা, ত্রয়স্, অষ্টা আদেশ হয় ক্রমেতে দশ ও বিংশতি ও ত্রিংশৎ শব্দ পরে নিত্য, এবং চত্বারিংশৎ ও পঞ্চাশৎ ও ষষ্টি ও সপ্ততি ও নবতি পরে বিকল্পে; যথা, যে দ্বি অধিক সে দশ, এই সমাসে দ্ব্যধিক শব্দ স্থানে দ্বা আদেশ করিলে দ্বাদশ হয়। যে ত্রি অধিক সে দশ, এই সমাসে ত্র্যধিক স্থানে ত্রয়স্ আদেশ করিয়া স স্থানে বিসর্গ, ও বিসর্গ স্থানে উ, ও অবর্ণের সহিত উকারের গুণ করিলে ত্রয়োদশ হয়। যে চতুরধিক সে দশ, এই সমাসে চতুর্দ্দশ হয়। এই রূপ পঞ্চ অধিক যে দশ সে পঞ্চদশ; ষট্ অধিক যে দশ সে ষড়্দশ; সপ্ত অধিক যে দশ সে সপ্তদশ; অষ্ট অধিক যে দশ সে অষ্টাদশ। এখানে দশ শব্দ পরে অষ্টাধিক স্থানে অষ্টা আদেশ হইল। এক ঊন যে বিংশতি সে একোনবিংশতি।

এক অধিক যে বিংশতি সে একবিংশতি; দ্বি অধিক যে বিংশতি সে দ্বাবিংশতি; ত্রি অধিক যে বিংশতি সে ত্রয়োবিংশতি; চতুরধিক যে বিংশতি সে চতুর্ব্বিংশতি;

পঞ্চ অধিক যে বিংশতি সে পঞ্চবিংশতি; ষট্ অধিক যে বিংশতি সে ষড়্বিংশতি; সপ্ত অধিক যে বিংশতি সে সপ্তবিংশতি; অষ্ট অধিক যে বিংশতি সে অষ্টাবিংশতি। এক ঊন যে ত্রিংশৎ সে একোনত্রিংশৎ।

এই রূপ একত্রিংশৎ, দ্বাত্রিংশৎ, ত্রয়স্ত্রিংশৎ, চতুস্ত্রিংশৎ, পঞ্চত্রিংশৎ, ষটত্রিংশৎ, সপ্তত্রিংশৎ, অষ্টাত্রিংশৎ, একোনচত্বারিংশৎ। চত্বারিংশৎ, একচত্বারিংশৎ, দ্বাচত্বারিংশৎ কিম্বা দ্বিচত্বারিংশৎ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ কিম্বা ত্রিচত্বারিংশৎ, চতুশ্চত্বারিংশৎ, পঞ্চচত্বারিংশৎ, ষট্চত্বারিংশৎ, সপ্তচত্বারিংশৎ, অষ্টাচত্বারিংশৎ কিম্বা অষ্টচত্বারিংশৎ, একোনপঞ্চাশৎ। পঞ্চাশৎ, একপঞ্চাশৎ, দ্বাপঞ্চাশৎ কিম্বা দ্বিপঞ্চাশৎ, ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ কিম্বা ত্রিপঞ্চাশৎ, চতুঃপঞ্চাশৎ, পঞ্চপঞ্চাশৎ, ষট্পঞ্চাশৎ, সপ্তপঞ্চাশৎ, অষ্টাপঞ্চাশৎ কিম্বা অষ্টপঞ্চাশৎ, একোনষষ্টি। ষষ্টি, একষষ্টি, দ্বাষষ্টি কিম্বা দ্বিষষ্টি, ত্রয়ঃষষ্টি কিম্বা ত্রিষষ্টি, চতুঃষষ্টি, পঞ্চষষ্টি, ষট্ষষ্টি, সপ্তষষ্টি, অষ্টাষষ্টি কিম্বা অষ্টষষ্টি, একোনসপ্ততি। সপ্ততি, একসপ্ততি, দ্বাসপ্ততি কিম্বা দ্বিসপ্ততি, ত্রয়ঃসপ্ততি কিম্বা ত্রিসপ্ততি, চতুঃসপ্ততি, পঞ্চসপ্ততি, ষট্সপ্ততি, সপ্তসপ্ততি, অষ্টাসপ্ততি কিম্বা অষ্টসপ্ততি, একোনাশীতি। অশীতি, একাশীতি, দ্ব্যশীতি, ত্র্যশীতি চতুরশীতি, পঞ্চাশীতি, ষড়শীতি, সপ্তাশীতি, অষ্টাশীতি, একোননবতি। নবতি, একনবতি, দ্বানবতি কিম্বা দ্বিনবতি, ত্রয়োনবতি কিম্বা ত্রিনবতি, চতুর্নবতি, পঞ্চনবতি, ষন্নবতি, অষ্টানবতি কিম্বা অষ্টনবতি, একোনশত।

ভাষাতে কর্ম্মধারয় সমাস, যথা,

যে বড় সে মানুষ, এই সমাসে বড়মানুষ; যে ছোট সে লোক, এই সমাসে ছোটলোক; যে মোটা সে গাছ, এই সমাসে মোটাগাছ; যে সরু সে কলম, এই সমাসে সরু-কলম; যে শাদা সে কাগজ, এই সমাসে শাদাকাগজ; যে কাল সে কাপড়, এই সমাসে কালকাপড়, ইত্যাদি।

সাধুভাষাতে তৎপুরুষ সমাস।

দ্বিতীয়া আদি বিভক্ত্যন্ত পূর্ব্ব পদের যে সমাস, তাহার নাম তৎপুরুষ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, যথা,

গঙ্গাকে ধরে যে, এই সমাসে গঙ্গাধর; জলকে ধরে যে, এই সমাসে জলধর; হলকে ধরে যে এই সমাসে হল-ধর। এই রূপ তুষ্টি করে যে, সে তুষ্টিকর; পুষ্টি করে যে, সে পুষ্টিকর; দিবা করে যে, সে দিবাকর; নিশা করে যে, সে নিশাকর, ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

কর্তৃ ষষ্ঠী, যথা,

আমার কৃত, এই সমাসে মৎকৃত; তাহার ভুক্ত, এই সমাসে তদ্ভুক্ত; ঈশ্বরের দত্ত, এই সমাসে ঈশ্বরদত্ত, ইত্যাদি।

করণে, যথা,

১। সমাসে স্থিত দ্বারা ও হইতে শব্দের লোপ হয়,

যথা, লাঙ্গলের দ্বারা আকৃষ্ট, এই সমাসে লাঙ্গলাকৃষ্ট; হস্তের দ্বারা ধৃত, এই সমাসে হস্তধৃত; জ্বরের দ্বারা পীড়িত, এই সমাসে জ্বরপীড়িত, ইত্যাদি।

অপাদানে, যথা,

ব্যাঘ্রদের হইতে ভীত, এই সমাসে ব্যাঘ্রভীত; পদহইতে চ্যুত, এই সমাসে পদচ্যুত; স্থানহইতে ভ্রষ্ট, এই সমাসে স্থানভ্রষ্ট; ভূমিহইতে জাত, এই সমাসে ভূমিজাত, ইত্যাদি।

সম্বন্ধে, যথা,

আমার গৃহ, এই সমাসে মদ্‌গৃহ; তোমার ইচ্ছা, এই সমাসে ত্বদিচ্ছা; তাহার বুদ্ধি, এই সমাসে তদ্বুদ্ধি। এই তিন স্থানে সাধুভাষার তদ্ধিতের ৪ লক্ষণদ্বারা অস্মদ্ শব্দ স্থানে মৎ, ও যুষ্মদ্ শব্দ স্থানে ত্বৎ, ও তদ্ শব্দ স্থানে তৎ, আদেশ হইল; এবং হল সন্ধির ২ লক্ষণদ্বারা ত স্থানে দ হইল। এই রূপ ভগবানের প্রশংসা, এই সমাসে ভগবৎপ্রশংসা; সূর্য্যের কিরণ, এই সমাসে সূর্য্যকিরণ; পিতার গৃহ, এই সমাসে পিতৃগৃহ, ইত্যাদি।

রাজন শব্দ। রাজার কর, এই সমাসে রাজকর; ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় আনন্দ, এই সমাসে ব্রহ্মানন্দ; যুবার শরীর, এই সমাসে যুবশরীর, ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ।

করণে, যথা,

হস্তে লিখিত, এই সমাসে হস্তলিখিত; অজ্ঞানে কৃত এই সমাসে অজ্ঞানকৃত; কর্ণেতে শ্রুত, এই সমাসে কর্ণশ্রুত, ইত্যাদি।

অধিকরণে, যথা,

গৃহেতে স্থিত, এই সমাসে গৃহস্থিত ; আসনে উপবিষ্ট, এই সমাসে আসনোপবিষ্ট ; ক্রীড়াতে অর্থাৎ ক্রীড়া বিষয়ে নিপুণ, এই সমাসে ক্রীড়ানিপুণ, ইত্যাদি।

ভাষাতে তৎপুরুষ সমাস।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, যথা,

ছাতি ধরে যে, এই সমাসে ছাতিধরা ; ফুল তোলে যে, এই সমাসে ফুলতোলা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ; পাখি মারে যে, এই সমাসে পাখিমারা, অর্থাৎ শিকারী। এই রূপ কাপড় কাচে যে, সে কাপড়কাচা, অর্থাৎ ধোবা ; তিলক কাটে যে, সে তিলককাটা ; খাঁড়া ধরে যে, সে খাঁড়াধরা, ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

কর্তৃষষ্ঠী যথা,

ফড়িঙ্গের চোষা, এই সমাসে ফড়িঙ্গচোষা, অর্থাৎ ধান্যাদি ; ইঁদুরের কাটা, এই সমাসে ইঁদুরকাটা, অর্থাৎ বস্ত্রাদি ; যবনের ছোঁয়া, এই সমাসে যবনছোঁয়া, অর্থাৎ জলাদি।

কর্ম্মে ষষ্ঠী, যথা,

শাস্ত্রের পড়া, এই সমাসে শাস্ত্রপড়া ; প্রতিমার গড়ন, এই সমাসে প্রতিমাগড়ন ; প্রতিমার দর্শন, এই সমাসে প্রতিমাদর্শন, ইত্যাদি।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী, যথা,

ধর্ম্মের ষাঁড়, এই সমাসে ধর্ম্মষাঁড়; গাছের তলা, এই সমাসে গাছতলা; পুখুরের পাড়, এই সমাসে পুখুরপাড়, ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ।

করণে, যথা,

হাতে অর্থাৎ হাতের দ্বারা মাথা, এই সমাসে হাতমাথা, অর্থাৎ তামাকু; করাতে অর্থাৎ করাতের দ্বারা চেরা, এই সমাসে করাতচেরা, অর্থাৎ তক্তা; ঝড়েতে অর্থাৎ ঝড়ের দ্বারা পড়া, এই সমাসে ঝড়পড়া, অর্থাৎ আম্রাদি; দড়িতে অর্থাৎ দড়ির দ্বারা বাঁধা, এই সমাসে দড়িবাঁধা, অর্থাৎ বেড়া আদি, ইত্যাদি।

অধিকরণে, যথা,

গাছেতে পাকা, এই সমাসে গাছপাকা; জলেতে পচা, এই সমাসে জলপচা; শয্যাতে মুতা, এই সমাসে শয্যামুতা; ঘরেতে পাতা, এই সমাসে ঘরপাতা, অর্থাৎ দধি; মাঠেতে চরা, এই সমাসে মাঠচরা, অর্থাৎ পশু, ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাস, যথা।

সংখ্যা পূর্ব্বপদের যে সমাস, তাহার নাম দ্বিগু।

সংস্কৃত ভাষাতে এই দ্বিগু সমাস অনেক প্রকার হয়; কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে কেবল সমাহার দ্বিগু ও তদ্ধিতার্থ দ্বিগুর কএকটা পদমাত্র চলিত দেখিতেছি।

সমাহার দ্বিগু, যথা,

তিন মাথার সমাহার, অর্থাৎ মেলন আছে যে স্থানে, এই সমাসে তেমাথা, অর্থাৎ পথ। তিন মহনার মেলন আছে যে স্থানে, এই সমাসে তেমহনা, ইত্যাদি।

সংখ্যাপদ পূর্ব্বে রাখিয়া তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থেতে যে সমাস হয়, তাহার নাম তদ্ধিতার্থ দ্বিগু; যথা, চল্লিশ হাত পরিমাণ যাহার, এই সমাসে চল্লিশহাত, অর্থাৎ থান আদি; দশ মোন পরিমাণ যাহার, এই সমাসে দশমোন, অর্থাৎ পাথর আদি; এক ঘটি পরিমাণ যাহার, এই সমাসে একঘটি, অর্থাৎ জল আদি; এক কুপা পরিমাণ যাহার, এই সমাসে এককুপা, অর্থাৎ তৈল আদি, ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস, যথা।

পরের অব্যয় পদ পূর্ব্বে যায় সমাসে; যথা, দিনের দিনের প্রতি, এই সমাসে প্রতিদিন; মাসের মাসের প্রতি, এই সমাসে প্রতিমাস; বৎসরের বৎসরের প্রতি, এই সমাসে প্রতিবৎসর; ক্ষণের ক্ষণের অনু, এই সমাসে অনুক্ষণ, ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্রিয়াপদের অর্থ জ্ঞাপনার্থে গণ অর্থাৎ অগ্রে ধাতু পশ্চাৎ ধাতুর অর্থ লিখিত হয়। বামভাগস্থিত এই প্রত্যেক ধাতুর উত্তর বক্তব্য প্রত্যেক বিভক্তি প্রয়োগ করিলেই প্রত্যেক ক্রিয়াপদ সিদ্ধ হয়।

এই সমস্ত ধাতুর মধ্যে যে যে ধাতুর পশ্চাতে পুষ্পাকৃতির চিহ্ন আছে সে সকল অকর্ম্মক, তদ্ভিন্ন সকল সকর্ম্মক হয়।

ধাতু	ধাতুর অর্থ	ধাতু	ধাতুর অর্থ
আওড়া,	পঠন, আবৃত্তি করণ।	*উপ,	লুপ্ত হওন।
*আওরা,	টাটাওন।	উলট,	ফিরাওন।
*আঁক,	ঈষৎদগ্ধ হওন।	উল,	নামন।
আঁকড়,	জড়াওন।	উস্কা,	উজ্জ্বল করণ।
আঁচ,	অনুমান করণ।	এগ্র,	অগ্র গমন।
আঁচড,	নখাদিদ্বারা বিদীর্ণ ক।	*ককা,	বালকাদির উচ্চ রো-[দন।
আঁট,	দৃঢ় করণ, কুলান হ	কচল,	রগড়ন।
*আঁৎকা,	চমকন্।	*কম,	ন্যূন হওন।
আঁৎরার,	উদরশিথিল করণ।	কর,	করণ।
আগল,	আটকাওন্, রক্ষা ক।	কস,	শক্ত করণ।
আছড়,	নিক্ষেপ করণ।	কহ,	কথন।
আজড়,	পাত্র শূন্য করণ।	*কাঁদ,	রোদন।
আটক,	আগলন।	*কাঁপ,	কম্পন।
আড,	ছাড়ন।	কাট,	ছেদন।
আন,	আনয়ন।	কাড়,	বলেতে গ্রহণ।
আফস,	তর্জ্জন।	*কান্দ,	রোদন।
আরাধ,	ভজন।	কামড,	দংশন।
আস,	আগমন।	*কাস,	কাসন।
উগর,	বমন।	কিন,	ক্রয় করণ। [বিক্রয় ক
উঞ্চা,	আঘাতার্থে তুলন্।	কুঁদ,	অস্ত্রদ্বারা সরল করণ,
উজা,	স্রোতের বিপরীত গ-[মন।	কুচা,	খণ্ড খণ্ড করণ।
উটকা,	অন্বেষণ।	কুট,	থেতলন্।
উঠ,	উত্থান।	কুড়া,	সংগ্রহ করণ।
*উড়,	উড্ডয়ন।	*কুপ,	ক্রোধ করণ।
উতর,	উপস্থিত হওন।	*কুলা,	আঁটন।
*উথল,	উপচন।	কোপা,	কোপ মারণ।
*উপচ,	উথলন।	*ক্ষর,	ক্ষরণ।

ধাতু	ধাতুর অর্থ	ধাতু	ধাতুর অর্থ
*ক্ষেপ,	ক্ষিপ্তবৎ হওন।	গুছা,	স্বস্থানে স্থাপন।
খণ্ড,	অন্যথা করণ।	গুটা,	জড়াওন।
*খর,	আঁকন।	গুল,	জলে মিশ্রিত করণ।
*খস,	খুলন।	গ্রাস,	গিলন।
খা,	ভোজন করণ।	ঘট,	উপস্থিত হওন।
*খাট,	শ্রম করণ।	ঘষ,	ঘর্ষণ করণ।
খুঁচ,	বেধন।	ঘির,	বেষ্টন করণ।
খুঁজ,	অন্বেষণ করণ।	ঘুচ,	অন্যথাভূত হওন।
খুঁট,	নখাদিদ্বারা ছিঁড়ন।	ঘুনা,	নিকটস্থ হওন।
খুঁড়,	খুদন।	ঘুমা,	নিদ্রা যাওন।
খুঁদ,	খুড়ন	ঘুর,	চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ।
খুল,	খসন, খসাওন।	ঘষ,	শাক্রার্থে গ্রহণ।
খেদা,	দূর করণ।	ঘেষ,	ঠেষন।
*খেল,	ক্রীড়া করণ।	ঘেঙ্গা,	গণাওন।
গণা,	পুনঃ২ কহন, কিম্বা	চট্কা,	মাখন।
গচা,	গচ্ছিত করণ ⌊চাহন।	চড়,	আরোহণ করণ।
*গজা,	অঙ্কুরিত হওন।	*চমক,	আংকাওন।
গড়,	নির্ম্মাণ করণ।	চর,	ছাগাদির বেড়াইয়াভক্ষণ
গণ,	সংখ্যা করণ।	চল,	গমন। ⌊ভক্ষণ।
*গর্জ্জ,	গর্জ্জন।	*চলকা,	হেলনদ্বারা দ্রব দ্রব্যের উৎখলন।
*গল,	দ্রবীভূত হওন।		
গা,	গীত করণ।	চস,	ভূমিতে লাঙ্গলাদি দেও
গাঁজ,	পচাইয়া ফেণীভূত ক	চা,	যাচ্ঞা ও নিরীক্ষণ ক।
গাঁথ,	গুম্ফন।	চাঁচ,	ছুলন।
গাড়,	পুতন।	চাক,	রসাস্বাদন করণ।
গাদ,	ঠাসন।	চাখ,	রসাস্বাদন করণ।
গাবা,	ফুলাওন।	*চাগ,	গুরু দ্রব্যের উত্থান।
গাল,	অগ্নিদ্বারা দ্রবকরণ।	চাট,	জিহ্বাদ্বারা লেহন।
গিল,	গ্রাস করণ।	চাপ,	ঠাসন।
গুঁজ,	খুসিয়া রাখন।	চাল,	সরাওন।

ধাতু	ধাতুর অর্থ
চাহ,	বাঞ্ছা ও নিরীক্ষণ ক।
চিন,	অবয়বদ্বারা জ্ঞাত হ।
*চিন্ত,	ভাবনা করণ।
চিবা,	চর্বণ করণ।
চিয়া,	নিদ্রাভঙ্গ করণ। [ক।
চির,	বিদীর্ণ হ, কিম্বা বিদীর্ণ
*চুঁ,	ছিদ্রদ্বারা জল দির
চুক,	ভুলন। [পতন।
চুণা,	শাণিত করণ।
*চুপ্‌স,	কালিতে কাগজ ভিজন
চুম,	চুম্বন করণ।
চুম্ব,	চুমখাওন।
চুষ,	মুখদ্বারা রসাকর্ষণ।
*চেঁচা,	উচ্চৈঃস্বর করণ।
*চেত,	ঠেকিয়া জ্ঞান পাওন।
ছড়া,	বিস্তৃত করিয়া ফেলন।
ছল,	প্রতারণা করণ।
ছা,	তৃণাদিদ্বারা গৃহাচ্ছা-
ছাঁক,	বস্ত্রপূত করণ। [দন।
ছাট,	অগ্রচ্ছেদন।
ছাড়,	ত্যাগ করণ।
ছান,	মর্দ্দন করণ।
ছাপা,	অক্ষর মুদ্রাঙ্কিত ক।
ছিঁড়,	বিনা অস্ত্রে ছেদন।
ছিটা,	জলাদি প্রক্ষেপ।
ছুট,	দৌড়ন।
ছুল,	চাঁচন।
ছেঁচ,	সেচন, থেঁতলন
জড়া,	ঘটাওন।
*জন্ম,	উৎপত্তি।

ধাতু	ধাতুর অর্থ
জপ,	পুনঃপুনঃ কথন।
*জম,	একত্র হওন।
*জর,	জীর্ণ হওন।
*জাঁক,	ঘটা হওন।
*জাগ,	জাগরণ।
জান,	জ্ঞাত হওন।
জিজ্ঞাস,	জিজ্ঞাসা করণ।
জিত,	জয় করণ।
জিরা,	বিশ্রাম করণ।
জুক,	মাপন।
*জুড়া,	শীতল হওন।
*জ্বর,	জ্বরেতে পীড়িত হ।
*জ্বল,	শিখাযুক্ত হওন।
জ্বাল,	শিখাযুক্ত করণ।
*ঝর,	ক্ষরণ।
ঝাড়,	কুলাদিদ্বারাপরিষ্কার
ঝাল	সারণ। [করণ।
*ঝিমা,	তন্দ্রা যাওন।
*ঝুক,	হেলন।
*ঝুর,	খেদে রোদন করণ।
*ঝুল,	শূন্যে বদ্ধ থাকন।
*টল,	হেলন।
টান,	আকর্ষণ করণ।
টাল,	ভাঁড়াওন।
টিপ,	চাপন।
*ঠক,	প্রতারিত হওন।
ঠাওরা,	বুদ্ধিদ্বারা দেখন।
ঠাস,	চাপন, মর্দ্দন।
*ঠিকর,	লাফাইয়া উঠন।
*ঠেক,	বাধন, অশক্ত হওন।

ধাতু	ধাতুর অর্থ	ধাতু	ধাতুর অর্থ
ডল,	মর্দ্দন।	দাগ,	চিহ্ন করণ।
ডাক,	আহ্বান করণ।	*দুল,	ঝুলন।
ডিঙ্গা,	লংঘন করণ।	দৌড়,	ছুটন।
*ডুব,	মগ্ন হওন।	ধমক,	রাগবোধক শব্দ করণ।
*ঢল,	ঢুলন।	ধর,	ধারণ করণ।
ঢাক,	আচ্ছাদন করণ।	ধা,	দৌড়ন।
ঢাল,	দ্রব্যান্তরে স্থাপন।	ধার,	ঋণী হওন।
ঢুল,	চলন।	ধু,	ধৌত করণ।
ঢুঁষা,	শৃঙ্গদ্বারা আঘাত করণ	*ধুঁক,	হাঁপাওন।
তর,	পার হওন।	ধুন,	ফুড়ন।
তর্ক,	সাবধান হওন।	ধ্বংস,	নাশ।
*তর্জ্জ,	গর্জ্জন।	ন,	লওন।
*তলা,	নিমগ্ন হওন।	নড়,	সরণ।
তাকা,	নিরীক্ষণ করণ।	*নম্পা,	ক্ষণে ২ প্রকাশ পাওন।
তাড়া,	খেদাওন।	*নহ,	না হওন।
*তাত,	উত্তপ্ত হওন।	*নাচ,	নৃত্য করণ।
*তাপ,	তাতন।	নাড়,	স্থানান্তর করণ।
*তিষ্ঠ,	থাকন।	নাম,	উলন। [করণ।
তুল,	উঠাওন।	নাদ,	গো আদির মলত্যাগ
তুষ,	তুষ্টি করণ।	নার,	অসক্ত হওন।
তেজ,	ত্যাগ করণ।	নাশ,	ধ্বংসন।
*থাক,	তিষ্ঠন।	নিঙ্গড়,	নিষ্পীড়ন করণ।
*থাম,	নিবৃত্ত হওন।	নিঃসর,	নির্গমন করণ।
*থিত,	জলের মলা নীচে পড়ন	নিড়,	ক্ষেত্রের তৃণ উৎপাটন।
থেঁতল,	ছেঁচন।	*নিব,	নির্ব্বাণ হওন।
দংশ,	কামড়ন।	নির্ব্বচ,	নিরূপণ করণ।
দ,	দান করণ।	নিস্তার,	তারণ।
দল,	পদদ্বারা থেঁতলন।	*নু,	নমন
দহ,	দগ্ধ করণ।	নেংচ,	খোঁড়াওন।
*দাঁড়া,	দণ্ডায়মান হওন।	পড়,	অধ্যয়ন ও পতন।

ধাতু	ধাতুর অর্থ	ধাতু	ধাতুর অর্থ
পর্,	পরিধান করণ।	ফাঁদ,	ফাঁদ পাতন।
পলা,	পলায়ন করণ।	ফির,	প্রত্যাগমন।
*পস,	প্রবেশ করণ।	ফুঁক,	ফুঁ দেওন।
পা,	প্রাপণ।	*ফুট,	অগ্নিদ্বারা ফুটকাটক
*পাক,	পক্ব হওন।	*ফুরা,	অবশেষ হওন।
পাড়,	পাতন ও নামাওন।	*ফুল,	ফাঁপন।
পাত,	বিস্তার করণ।	ফুসল,	কুমন্ত্রণা দেওন।
পার,	যোগ্য হওন।	ফেল,	নিক্ষেপ করণ।
পাল,	আহারাদিদ্বারা রক্ষা [করণ।	বক,	পুনঃপুনঃ কথন।
পাসর,	বিস্মরণ।	*বঞ্চ,	বাস করণ।
*পিছু,	পশ্চাদ্গমন।	*বন,	ঐক্য হওন।
পিটা,	মুদ্গরাদির আঘাত ক-[রণ।	বন্দ,	প্রণাম করণ।
পিষ,	মর্দ্দন।	বর,	বরণ করণ।
পছু,	মন্থন।	বর্জ,	ত্যাগ করণ।
*পুড়,	দগ্ধ হওন।	বর্ণ,	রূপগুণাদি কথন।
পুত,	রোপণ ও মৃত্তিকার [মধ্যে রাখন।	*বর্ত্ত,	থাকন।
পুষ,	পালন।	*বর্ষ,	বৃষ্টি হওন।
পূজ,	অর্চ্চন।	বল,	কহন।
পূর,	পূর্ণ করণ।	*বস,	উপবেশন।
পোচা,	অল্পে২ কাটন।	বহ,	ভার লওন।
পোহা,	রাত্রিশেষ হওন।	বা,	বাহন।
প্রকাশ,	প্রচার করণ।	*বাঁচ,	জীবিত হওন।
প্রচার,	ঘোষণা করণ।	বাছ,	ভাল মন্দ পৃথক করণ।
প্রশংস,	সুখ্যাতি করণ।	*বাজ,	বাদ্য হওন।
প্রসার,	বিস্তার করণ।	বাট,	মর্দ্দন ও ভাগ করিয়া [দেওন।
ফক,	উদ্দেশের অঘটন	*বাড়,	বৃদ্ধি পাওন।
ফল,	ফল ধরণ।	বাঁধ,	বন্ধন।
*ফাঁপ,	ফুলন।	বাঙ্ক,	বঙ্কিম করণ।
*ফাট,	বিদীর্ণ হওন।	বাস,	প্রেম করণ।
ফাড়,	চিরণ।	বিঁধ,	সূচ্যাদির আঘাত।

ধাতু	ধাতুর অর্থ	ধাতু	ধাতুর অর্থ
বিক,	বিক্রীত হওন।	ভেট,	উপস্থিত হওন।
বিগড়,	বিকৃত হওন।	ভ্রম,	পর্য্যটন করণ।
বিছা,	বিস্তার করণ।	ম,	মন্থন করণ।
বিদর,	বিদীর্ণ হওন।	মচক,	অর্দ্ধ ভাঙ্গন।
বিনাশ,	বিনষ্ট করণ।	*মজ,	পরিপক্ক হওন।
বিরচ,	রচনা করণ।	*মঞ্জর,	নূতন পল্লব হওন।
বিলা,	বিতরণ।	*মর,	মৃত হওন।
বিস্তার,	প্রকাশন।	মর্দ্দ,	মাড়ন।
বুঝ,	জ্ঞানগম্য করণ।	মল,	ডলন।
বুন,	বপন।	মাঁজ,	পরিষ্কার করণ।
*বেঁক,	বক্র হওন।	মাখ,	মর্দ্দন।
বেচ,	বিক্রয় করণ।	মাগ,	ভিক্ষা করণ, চাহন।
বেড়,	ঘেরণ।	মাজ,	মাগন।
বেড়া,	ভ্রমণ করণ।	মাড়,	মর্দ্দন।
ভজ,	ভজনা করণ।	মাড়া,	উপরে পাদ দেওন।
ভর,	পূরণ।	মাত,	মত্ত হওন।
ভাঁজ,	কাগজাদি দুমড়াওন।	মান,	মান্য করণ।
ভাঁড়া,	টালন।	মাপ,	পরিমাণ করণ।
ভাঙ্গ,	ভঞ্জন।	মার,	আঘাত করণ।
ভাজ,	ভজ্জিত করণ।	*মিট,	সম্পন্ন হওন। [যুজন
ভান,	ধান্যাদি কূটন।	মিটা,	গরুর উপরে হালাদি
*ভাব,	চিন্তা করণ।	*মিল,	একত্র হওন ও লাভ হ-
*ভার,	ভার বোধ হওন।	*মিশ,	মিশ্রিত হওন। [ওন।
ভাষ,	কহন।	মুচড়,	পাকদিয়া ভাঙ্গন।
*ভিজ,	আর্দ্র হওন।	মুছ,	পুঁছন।
ভিড়,	নৌকা লাগাওন।	মুড়,	আচ্ছাদন করণ।
ভুগ,	ভোগ করণ।	মুড়া,	বৃক্ষাদির অগ্রচ্ছেদন।
ভুঞ্জ,	ভোগ করণ।	মুদ,	নিমীলন।
ভুল,	বিস্মৃত হওন।	মুত,	প্রস্রাব করণ।
ভেঙ্গা,	মুখভঙ্গি করণ।	মেলা,	বিস্তার করণ।

ধাতু	ধাতুর অর্থ
যা,	গমন করণ।
যাচ,	যাচন।
*যুঝ,	যুদ্ধ করণ।
যোগা,	নিত্য২ দেওন।
রগড়,	হস্তদ্বারা মর্দ্দন।
রচ,	রচনা করণ।
রট,	প্রকাশ পাওন।
*রস,	রসযুক্ত হওন।
*রহ,	থাকন।
রাখ,	রক্ষা করণ ও স্থাপন।
*রাগ,	ক্রোধ করণ।
*রাঙ্গ,	রাঙ্গা হওন।
রাঁধ,	রন্ধন করণ।
রু,	রোপণ।
*রুচ,	রুচি হওন।
*রুষ,	ক্রোধ করণ।
*রেচ,	মলাদি নির্গত হওন।
ল,	গ্রহণ।
লংঘ,	ডিঙ্গাওন।
*লড়,	নড়ণ, যুদ্ধ করণ।
লাগ,	আরম্ভ করণ।
লাড়,	নড়াওন।
*লাফা,	লম্ফ দেওন।
লিখ,	লিপি করণ।
*লুকা,	লুক্কায়িত হওন।
লুট,	বলেতে হরণ।
*লুঠ,	অবলুণ্ঠন।
লুফ,	শূন্যে হস্তে ধরণ।
লেংচ,	খোঁড়াওন।
লেপ,	প্রলেপ দেওন।
শাণ,	ধার করণ।
শাপ,	অভিশাপ করণ।
শাস,	শাসন করণ।
শিক্ষ,	অভ্যাস করণ।
শিখ,	অভ্যাস করণ।
শিঙ্গা,	সেলাই করণ।
*শু,	শয়ন করণ।
শুঁক,	আঘ্রাণ লওন।
*শুঁঠ,	শুষ্ক হওন।
*শুকা,	শুষ্ক হওন।
শুধ,	পরিশোধ করণ।
শুন,	শ্রবণ করণ।
শুষ,	শুকাওন।
*শোভ,	শোভা পাওন।
সঁপ,	সমর্পণ করণ।
সমর্প,	সঁপন।
সম্বর,	লুকাওন।
সম্ভাব,	কহন।
সর,	নড়ন।
সহ,	সহ্য করণ।
সাজ,	অন্যবেশ ধারণ।
সাধ,	প্রার্থনা করণ।
সার,	তল্প নির্ম্মাণ করণ।
সুধা,	জিজ্ঞাসা করণ।
সৃজ,	সৃষ্টি করণ।
সেঁচ,	শিক্ত করণ।
সেক,	তাপ দেওন।
সেব,	সন্তোষ করণ।
স্মর,	মনে করণ।
*হ,	উৎপত্তি।

ধাতু	ধাতুর অর্থ	ধাতু	ধাতুর অর্থ
*হট,	পশ্চাদ্গমন।	*হাজ,	জলে পচন।
হর,	চুরি করণ।	*হার,	পরাজিত হওন।
হাঁক,	উচ্চৈঃস্বর করণ।	*হাস,	হাস্য করণ।
হাঁট,	পদে গমন।	হিংস,	বধ করণ।
*হাঁপা,	ধুঁকন।	হের,	দেখন।
হাগ,	মলত্যাগ করণ।	*হেল,	হেঁকন।

অষ্টম অধ্যায়।

সমাপক ক্রিয়াপদ সাধন।

১। ই, অ, অ, এন, এ, কী; ইলাম, ইলা, ইলি, ইলেন, ইল, খী; ইতেছি, ইতেছ, ইতেছিস্, ইতেছেন, ইতেছে, গী; ইতাম, ইতা, ইতিস্, ইতেন, ইত, ঘী; ইয়াছি, ইয়াছ, ইয়াছিস্, ইয়াছেন, ইয়াছে, টী; ইয়াছিলাম, ইয়াছিলা, ইয়াছিলি, ইয়াছিলেন, ইয়াছিল, ঠী; ইয়াথাকিব, ইয়াথাকিবা, ইয়াথাকিবি, ইয়াথাকিবেন, ইয়াথাকিবে, ডী; ইব, ইবা, ইবি, ইবেন, ইবে, ঢী; ইয়াথাকি, ইয়াথাক, ইয়াথাকিস্, ইয়াথাকেন, ইয়াথাকে, তী; ধাতুর উত্তর এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বিভক্তির প্রয়োগ হয় ক্রমেতে কর্ত্তৃবাচ্যে।

২। এই সকল বিভক্তি পাঁচটি পাঁচটি হইয়া ক্রমেতে কী খী গী ঘী টী ঠী ডী ঢী তী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়।

৩। এই পাঁচটি পাঁচটি বিভক্তির মধ্যে আদ্য একটি অস্মদ্বাচ্যে, মধ্যে দুইটি যুষ্মদ্বাচ্যে, অন্ত্য দুইটি লিঙ্গবাচ্যে প্রয়োগ হয়।

৪। যুষ্মদ্ ও লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তির মধ্যে আদ্যটি

সম্ভ্রমার্থে ও অন্ত্যাটি তুচ্ছার্থে প্রয়োগ হয়; যথা, আমি করি; তুমি কর; তিনি করেন, সে করে, ইত্যাদি।

৫। ধাতুর উত্তর তুচ্ছার্থক অ লোপ পায়; যথা, তুই কর্; তুই বল্; তুই চল্, ইত্যাদি।

৬। একবচনে ও বহুবচনে এক রূপ বিভক্তি হয়; যথা, আমি দেখি, আমরা দেখি; তুমি দেখ, তোমরা দেখ; তিনি দেখেন, তাঁহারা দেখেন, ইত্যাদি।

৭। ধাতুর উত্তর সম্ভ্রমার্থে ইও তুচ্ছার্থে ইস হয় যুষ্মদ্‌বাচ্যে আজ্ঞার্থে; যথা, তুমি করিও; তুই করিস্।

৮। ধাতুর উত্তর সম্ভ্রমার্থে উন্ তুচ্ছার্থে উক্ হয় লিঙ্গ-বাচ্যে আজ্ঞার্থে; যথা, তিনি করুন্; সে করুক্।

৯। কহিবার সময়ে বিভক্তি ও প্রত্যয়ের ই লোপ পায় ঈ ইস্ বর্জ্জে; যথা, আমি কর্লাম; তুমি কর্লা; তুই কর্লি; তিনি কর্লেন; সে কর্ল; আমি কর্ত্তেছি; তুমি কর্ত্তেছ, ইত্যাদি।

১০। কহিবার সময়ে গীর তে লোপ পায় বিকল্পে; যথা, আমি কর্চ্ছি কিম্বা কর্ত্তেছি; তুমি কর্চ্ছ কিম্বা কর্ত্তেছ; তুই কর্চ্ছিস্ কিম্বা কর্ত্তেছিস্, ইত্যাদি।

১১। কহিবার সময়ে বিভক্তির ইয়া স্থানে এ হয়; যথা, আমি করেছি; তুমি করেছ; তুই করেছিস্; তিনি করে-ছেন; সে করেছে, ইত্যাদি।

স্পষ্টের নিমিত্তে ক্রমপূর্ব্বক প্রত্যেক বিভক্তির উদাহরণ, অর্থাৎ ১১ অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ কালের নিয়মের সহিত যে যে বাচ্যে যে যে বিভক্তি তাহা উপরে লিখিত হয়, এবং লিখিবার ও কহিবার উদাহরণ তাহার নীচে লিখিত হয়, এই প্রকারে কর আদি ধাতুরূপ লেখা যাইতেছে; যথা,

কর ধাতু রূপ।

বর্ত্তমান কালে।

	ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্ত্তমানে	ভূতসামীপ্য বর্ত্তমানে	শুদ্ধবর্ত্তমানে
অস্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	ই	ইলাম	ইতেছি
লিখিবার উদাহরণ, আমি	করি	করিলাম	করিতেছি
কহিবার উদাহরণ, আমি	করি	কর্লাম	কর্ছি, করেছি
যুষ্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	অ	ইলা	ইতেছ
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	কর	করিলা	করিতেছ
কহিবার উদাহরণ, তুমি	কর্	কর্লা	কর্ছ, করেছ
তুচ্ছার্থে যুষ্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	অ	ইলি	ইতেছিস্
লিখিবার উদাহরণ, তুই	কর্	করিলি	করিতেছিস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	কর্	কর্লি	কর্ছিস্, করেছিস্
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	এন্	ইলেন্	ইতেছেন্
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	করেন্	করিলেন্	করিতেছেন্
কহিবার উদাহরণ, তিনি	করেন্	কর্লেন্	কর্ছেন, করেছেন
তুচ্ছার্থে লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	এ	ইল	ইতেছে
লিখিবার উদাহরণ, সে	করে	করিল	করিতেছে
কহিবার উদাহরণ, সে	করে	কর্ল	কর্ছে, করেছে।

ভূতকালে।

	নিত্যপ্রবৃত্তভূতে।	শুদ্ধভূতে।	চিরভূতে।	সন্দেহার্থকভূতে।
অস্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	ইতাম	ইয়াছি	ইয়াছিলাম	ইয়াথাকিব
লিখিবার উং আমি	করিতাম	করিয়াছি	করিয়াছিলাম	করিয়াথাকিব
কহিবার উং আমি	কর্তাম	করেছি	করেছিলাম	করেথাকিব
যুষ্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	ইতা	ইয়াছ	ইয়াছিলা	ইয়াথাকিবা
লিখিবার উং তুমি	করিতা	করিয়াছ	করিয়াছিলা	করিয়াথাকিবা
কহিবার উং তুমি	কর্তা	করেছ	করেছিলা	করেথাকিবা

তুচ্ছার্থে যুং বিভক্তি	ইতিস্	ইয়াছিস্	ইয়াছিলি	ইয়াথাকিবি
লিখিবার উং তুই	করিতিস্	করিয়াছিস্	করিয়াছিলি	করিয়াথাকিবি
কহিবার উং তুই	কর্ত্তিস্	করেছিস্	করেছিলি	করেথাকিবি
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইতেন	ইয়াছেন	ইয়াছিলেন	ইয়াথাকিবেন
লিখিবার উং তিনি	করিতেন	করিয়াছেন	করিয়াছিলেন	করিয়াথাকিবেন
কহিবার উং তিনি	কর্ত্তেন	করেছেন	করেছিলেন	করেথাকিবেন
তুচ্ছার্থে লিং বিভক্তি	ইত	ইয়াছে	ইয়াছিল	ইয়াথাকিবে
লিখিবার উং সে	করিত	করিয়াছে	করিয়াছিল	করিয়াথাকিবে
কহিবার উং সে	কর্ত্ত	করেছে	করেছিল	করেথাকিবে।

	ভবিষ্যৎকালে	সদাকালে	আজ্ঞার্থে
অস্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	ইব	ইয়াথাকি	০
লিখিবার উদাহরণ, আমি	করিব	করিয়াথাকি	০
কহিবার উদাহরণ, আমি	কর্ব	করেথাকি	০
যুষ্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	ইবা	ইয়াথাক	ইও
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	করিবা	করিয়াথাক	করিও
কহিবার উদাহরণ, তুমি	কর্বা	করেথাক	করো
তুচ্ছার্থে যুষ্মদ্ বিভক্তি	ইবি	ইয়াথাকিস্	ইস্.
লিখিবার উদাহরণ, তুই	করিবি	করিয়াথাকিস্	করিস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	কর্বি	করেথাকিস্	করিস্
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইবেন	ইয়াথাকেন	উন্
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	করিবেন	করিয়াথাকেন	করুন্
কহিবার উদাহরণ, তিনি	কর্বেন	করেথাকেন	করুন্
তুচ্ছার্থে লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইবে	ইয়াথাকে	উক্
লিখিবার উদাহরণ, সে	করিবে	করিয়াথাকে	করুক্
কহিবার উদাহরণ, সে	কর্বে	করেথাকে	করুক্

দেখ, শুন, বল, চল, প্রভৃতি সমস্ত হলন্ত ধাতুর পদ, কর ধাতুর ন্যায় সিদ্ধ হইবে। তাহাদের মধ্যে যে যে হলন্ত ধাতুর যে যে পদ বিশেষ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে।

১২। হলন্ত ধাতুর উত্তর অ স্থানে অহ্ হয় বিকল্পে; যথা, তুমি কর কিম্বা করহ; বল কিম্বা বলহ; শুন কিম্বা শুনহ, ইত্যাদি।

১৩। দ, ন, ধাতুর উত্তর কীর আদ্য অ স্থানে এও ক্বচিৎ এহ হয়, এবং অন্ত্য অ স্থানে এ হয়, এবং এ স্থানে এয় হয়; যথা, তুমি দেও কিম্বা দেহ; নেও কিম্বা নেহ; তুই দে এবং নে; সে দেয় ও নেয়। এতভিন্ন সমস্ত পদ কর ধাতুর ন্যায় হইবে; যথা, আমি দি ও নি; তিনি দেন ও নেন, ইত্যাদি।

১৪। ধাতুর অন্ত্যস্বরের ও অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বস্বরের গুণ হয় ই ভিন্ন কী পরেতে বিকল্পে; যথা, তুমি লিখ কিম্বা লেখ; তুই লেখ্; তিনি লিখেন কিম্বা লেখেন; সে লিখে কিম্বা লেখে।

১৫। আস ধাতু স্থানে আ হয় থী এবং অন্ত্য অ পরেতে। এই আ ধাতুর উত্তর অন্ত্য অ স্থানে য় হয়; যথা, আমি আইলাম; তুমি আইলা; তুই আইলি; তিনি আইলেন; সে আইল; তুই আয়।

১৬। আস ধাতু স্থানে আইস্ আদেশ হয় কী, এবং ইস্, উন্, উক্ পরেতে বিকল্পে, কিন্তু আদ্য অ পরেতে নিত্য; যথা, আমি আইসি কিম্বা আসি; তুমি আইস; তিনি আইসেন কিম্বা আসেন; সে আইসে কিম্বা আসে; তিনি আইসুন্ কিম্বা আসুন্; সে আইসুক্ কিম্বা আসুক্; তুই আইসিস্ কিম্বা আসিস্। অন্য বিভক্তিতে কর ধাতুর ন্যায় হইবে; যথা, আমি আসিতেছি; তুমি আসিতেছ; তুই আসিতেছিস্; তিনি আসিতেছেন; সে আসিতেছে, ইত্যাদি।

১৭। বস ধাতু স্থানে বৈস্ আদেশ হয়, কী, উন্, উক্,

পরে বিকল্পে; যথা, আমি বৈসি কিম্বা বসি; তুমি বৈস কিম্বা বস; তুই বৈস্ কিম্বা বস্; তিনি বৈসেন্ কিম্বা বসেন্; সে বৈসে কিম্বা বসে; তিনি বৈসুন্ কিম্বা বসুন্; সে বৈসুক্ কিম্বা বসুক্। শেষ বিভক্তিতে কর ধাতুর ন্যায় হইবে; যথা, আমি বসিলাম; তুমি বসিলা; তিনি বসিলেন; সে বসিল, ইত্যাদি।

১৮। থাক ধাতু স্থানে আছ আদেশ হয়, কী, ইস্ পরে বিকল্পে, তুচ্ছার্থক অ বর্জে; যথা, আমি আছি কিম্বা থাকি; তুমি আছ কিম্বা থাক; তুই থাক্; তিনি আছেন কিম্বা থাকেন; সে আছে কিম্বা থাকে; তুই আছিস্ কিম্বা থাকিস্।

১৯। থাক ধাতু স্থানে টীর বিভক্তির সহিত ছিলাম, ছিলা, ছিলি, ছিলেন, ছিল, আদেশ হয় ক্রমে বিকল্পে; যথা, আমি ছিলাম কিম্বা থাকিয়াছিলাম; তুমি ছিলা কিম্বা থাকিয়াছিলা; তুই ছিলি কিম্বা থাকিয়াছিলি; তিনি ছিলেন কিম্বা থাকিয়াছিলেন; সে ছিল কিম্বা থাকিয়াছিল। শেষ বিভক্তিতে কর ধাতুর ন্যায় হইবে; যথা, আমি থাকিলাম; তুমি থাকিলা; তুই থাকিলি; তিনি থাকিলেন; সে থাকিল, ইত্যাদি।

স্বরান্ত ধাতু কথন।

২০। স্বরান্ত ধাতুর উত্তর আদ্য অ স্থানে ও, এন স্থানে ন, এ স্থানে য় হয়; যথা, তুমি হও, লও, যাও, খাও, শোও, ইত্যাদি; তিনি হন্, লন্, যান্, খান্, শোন্, ইত্যাদি; সে হয়, লয়, যায়, খায়, শোয়, ইত্যাদি।

২১। কহিবার সময়ে ধাতুর অন্ত্য স্বরের উত্তর য় হয় ইয়া স্থানে আত এ, ইওর ও, পরেতে; যথা, তাহা হয়েছে; তুমি শুয়ো, ইত্যাদি।

অকারান্ত হ ধাতু রূপ।

বর্ত্তমান কালে।

	ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্ত্তমানে।	ভূতসামীপ্য বর্ত্তমানে।	শুদ্ধবর্ত্তমানে।
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ই	ইলাম	ইতেছি
লিখিবার উদাহরণ, আমি	হই	হইলাম	হইতেছি
কহিবার উদাহরণ. আমি	হই	হলাম	হতেছি, হচ্ছি
যুষ্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	অ	ইলা	ইতেছ
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	হও	হইলা	হইতেছ
কহিবার উদাহরণ, তুমি	হও	হলা	হতেছ, হচ্ছ
তুচ্ছার্থে যুষ্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	অ	ইলি	ইতেছিস্
লিখিবার উদাহরণ, তুই	হ	হইলি	হইতেছিস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	হ	হলি	হতেছিস্, হচ্ছিস্
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	এন	ইলেন	ইতেছেন
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	হন্	হইলেন	হইতেছেন
কহিবার উদাহরণ, তিনি	হন্	হলেন	হতেছেন, হচ্ছেন
তুচ্ছার্থে লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	এ	ইল	ইতেছে
লিখিবার উদাহরণ, সে	হয়	হইল	হইতেছে
কহিবার উদাহরণ, সে	হয়	হল	হতেছে, হচ্ছে।

ভূতকালে।

	নিত্যপ্রবৃত্তভূতে।	শুদ্ধভূতে।	চিরভূতে।	সন্দেহার্থকভূতে।
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইতাম	ইয়াছি	ইয়াছিলাম	ইয়াথাকিব
লিখিবার উদাহরণ, আমি	হইতাম	হইয়াছি	হইয়াছিলাম	হইয়াথাকিব
কহিবার উদাহরণ, আমি	হতাম	হয়েছি	হয়েছিলাম	হয়েথাকিব
যুষ্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইতা	ইয়াছ	ইয়াছিলা	হয়েথাকিবা
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	হইতা	হইয়াছ	হইয়াছিলা	হইয়াথাকিবা
কহিবার উদাহরণ, তুমি	হতা	হয়েছ	হয়েছিলা	ইয়াথাকিবা

তুচ্ছার্থে যুস্ম বিভক্তি	ইতিস্	ইয়াছিস্	ইয়াছিলি	ইয়াথাকিবি
লিখিবার উদাহরণ, তুই	হইতিস	হইয়াছিস	হইয়াছিলি	হইয়াথাকিবি
কহিবার উদাহরণ, তুই	হতিস্	হয়েছিস্	হয়েছিলি	হয়েথাকিবি
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইতেন	ইয়াছেন	ইয়াছিলেন	ইয়াথাকিবেন
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	হইতেন	হইয়াছেন	হইয়াছিলেন	হইয়াথাকিবেন
কহিবার উদাহরণ, তিনি	হতেন	হয়েছেন	হয়েছিলেন	হয়েথাকিবেন
তুচ্ছার্থে লিঙ্গ বিভক্তি	ইত	ইয়াছে	ইয়াছিল	ইয়াথাকিবে
লিখিবার উদাহরণ, সে	হইত	হইয়াছে	হইয়াছিল	হইয়াথাকিবে
কহিবার উদাহরণ, সে	হত	হয়েছে	হয়েছিল	হয়েথাকিবে।

	ভবিষ্যৎ কালে	সদাকালে	আজ্ঞার্থে
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইব	ইয়াথাকি	০
লিখিবার উদাহরণ, আমি	হইব	হইয়াথাকি	০
কহিবার উদাহরণ, আমি	হব	হয়েথাকি	০
যুস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইবা	ইয়াথাক	ইও
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	হইবা	হইয়াথাক	হইও
কহিবার উদাহরণ, তুমি	হবা	হয়েথাক	হয়ো
তুচ্ছার্থে যুস্মদ্ বিভক্তি	ইবি	ইয়াথাকিস্	ইস্
লিখিবার উদাহরণ, তুই	হইবি	হইয়াথাকিস্	হইস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	হবি	হয়েথাকিস্	হইস্
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইবেন	ইয়াথাকেন	উন্
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	হইবেন	হইয়াথাকেন	হউন্
কহিবার উদাহরণ, তিনি	হবেন	হয়েথাকেন	হউন্
তুচ্ছার্থে লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইবে	ইয়াথাকে	উক্
লিখিবার উদাহরণ, সে	হইবে	হইয়াথাকে	হউক্
কহিবার উদাহরণ, সে	হবে	হয়েথাকে	হউক্

ল, ম, আদি অকারান্ত ধাতুর পদ হ ধাতুর ন্যায় সিদ্ধ হইবে; যথা, আমি লই; তুমি লও; তুই ল; তিনি লন সে লয়, ইত্যাদি।

২২। কহ্ বহ্ রহ্ সহ্ আদি হান্ত ধাতুর হ্ লোপ পায় অকারান্ত ধাতুর ন্যায় ব্যবহার হয় বিকল্পে কহিবার সময়ে; যথা, আমি কই কিম্বা কহি; তুমি কও কিম্বা কহ; তুই ক কিম্বা কহ; তিনি কন্ কিম্বা কহেন; সে কয় কিম্বা কহে, ইত্যাদি। লিখিবার সময়ে কর্ ধাতুর ন্যায় হইবে; যথা, আমি কহি; তুমি কহ, ইত্যাদি।

২৩। কহিবার সময়ে ধাতুর অন্ত্য আকার স্থানে একার হয় ইকার পরেতে, কী, চ্চার বিভক্তি বর্জ্জে; কিন্তু ইতের তে লোপের সময়ে একার হইবে না; যথা. তুমি যেতেছ, যাচ্ছ; খেতেছ, খাচ্ছ, ইত্যাদি।

আকারান্ত খা ধাতু রূপ।

বর্ত্তমানকালে।

	ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্ত্তমানে।	ভূতসামীপ্য বর্ত্তমানে।	শুদ্ধবর্ত্তমানে।
অস্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	ই	ইলাম	ইতেছি
লিখিবার উদাহরণ, আমি	খাই	খাইলাম	খাইতেছি
কহিবার উদাহরণ, আমি	খাই	খেলাম	খেতেছি, খাচ্ছি
যুষ্মদ্‌বাচ্যের বিভক্তি	অ	ইলা	ইতেছ
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	খাও	খাইলা	খাইতেছ
কহিবার উদাহরণ, তুমি	খাও	খেলা	খেতেছ, খাচ্ছ
তুচ্ছার্থে যুষ্মৎ বিভক্তি	অ	ইলি	ইতেছিস্
লিখিবার উদাহরণ, তুই	খা	খাইলি	খাইতেছিস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	খা	খেলি	খেতেছিস্, খাচ্ছিস্
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	এন	ইলেন	ইতেছেন
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	খান্	খাইলেন	খাইতেছেন
কহিবার উদাহরণ, তিনি	খান্	খেলেন	খেতেছেন, খাচ্ছেন

তুচ্ছার্থে লিং বিভক্তি	এ	ইল	ইতেছে
লিখিবার উদাহরণ, সে	খায়	খাইল	খাইতেছে
কহিবার উদাহরণ, সে	খায়	খেল	খেতেছে, খাচ্ছে।

ভূতকালে।

	নিত্যপ্রবৃত্তভূতে।	শুদ্ধভূতে।	চিরভূতে।	সন্দেহার্থভূতে
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইতাম	ইয়াছি	ইয়াছিলাম	ইয়াথাকিব
লিখিবার উং আমি	খাইতাম	খাইয়াছি	খাইয়াছিলাম	খাইয়াথাকিব
কহিবার উং আমি	খেতাম	খেয়েছি	খেয়েছিলাম	খেয়েথাকিব
যুষ্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইতা	ইয়াছ	ইয়াছিলা	ইয়াথাকিবা
লিখিবার উং তুমি	খাইতা	খাইয়াছ	খাইয়াছিলা	খাইয়াথাকিবা
কহিবার উং তুমি	খেতা	খেয়েছ	খেয়েছিলা	খেয়েথাকিবা
তুচ্ছার্থে যুং বিভক্তি	ইতিস	ইয়াছিস্	ইয়াছিলি	ইয়াথাকিবি
লিখিবার উং তুই	খাইতিস্	খাইয়াছিস্	খাইয়াছিলি	খাইয়াথাকিবি
কহিবার উং তুই	খেতিস	খেয়েছিস্	খেয়েছিলি	খেয়েথাকিবি
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইতেন	ইয়াছেন	ইয়াছিলেন	ইয়াথাকিবেন
লিখিবার উং তিনি	খাইতেন	খাইয়াছেন	খাইয়াছিলেন	খাইয়াথাকিবেন
কহিবার উং তিনি	খেতেন	খেয়েছেন	খেয়েছিলেন	খেয়েথাকিবেন
তুচ্ছার্থে লিং বিভক্তি	ইত	ইয়াছে	ইয়াছিল	ইয়াথাকিবে
লিখিবার উং সে	খাইত	খাইয়াছে	খাইয়াছিল	খাইয়াথাকিবে
কহিবার উং সে	খেত	খেয়েছে	খেয়েছিল	খেয়েথাকিবে।

	ভবিষ্যৎ কালে	সদাকালে	আজ্ঞাতে
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইব	ইয়াথাকি	•
লিখিবার উদাহরণ, আমি	খাইব	খাইয়াথাকি	•
কহিবার উদাহরণ, আমি	খাব	খেয়েথাকি	•
যুষ্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইবা	ইয়াথাক	ইও
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	খাইবা	খাইয়াথাক	খাইও
কহিবার উদাহরণ, তুমি	খাবা	খেয়েথাক	খেয়ো
তুচ্ছার্থে যুং বিভক্তি	ইবি	ইয়াথাকিস্	ইস্
লিখিবার উদাহরণ, তুই	খাইবি	খাইয়াথাকিস্	খাইস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	খাবি	খেয়েথাকিস্	খাইস্

লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইবেন	ইয়াথাকেন	উন্
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	খাইবেন	খাইয়াথাকেন	খাউন্
কহিবার উদাহরণ, তিনি	খাবেন	খেয়েথাকেন	খাউন্
তুচ্ছার্থে লিং বিভক্তি	ইবে	ইয়াথাকে	উক্
লিখিবার উদাহরণ, সে	খাইবে	খাইয়াথাকে	খাউক
কহিবার উদাহরণ, সে	খাবে	খেয়েথাকে	খাউক্।

গা, চা, ছা, না, পা, প্রভৃতি আকারান্ত ধাতুর পদ খা ধাতুর ন্যায় সিদ্ধ হইবে। তাহাদের মধ্যে যে যে আকারান্ত ধাতুর যে যে পদ বিশেষ হয় তাহা লেখা যাইতেছে।

২৪। যা ধাতুর স্থানে গ আদেশ হয়, খী, টী, ঠী, তীর বিভক্তি, ও ইয়া, ইলে পরেতে।

২৫। গ ধাতুর উত্তর খীর বিভক্তির ও ইলের ইকারের গুণ হয়; যথা, আমি গেলাম; তুমি গেলা; তুই গেলি; তিনি গেলেন; সে গেল। এবং আমি গিয়াছি; তুমি গিয়াছ; তুই গিয়াছিস্; তিনি গিয়াছেন; সে গিয়াছে। এবং আমি গিয়াছিলাম; তুমি গিয়াছিলা; তুই গিয়াছিলি; তিনি গিয়াছিলেন; সে গিয়াছিল। এবং আমি গিয়াথাকিব; তুমি গিয়াথাকিবা; তুই গিয়াথাকিবি; তিনি গিয়াথাকিবেন; সে গিয়াথাকিবে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত বিভক্তিতে খা ধাতুর ন্যায় পদ সিদ্ধ হইবে; যথা, আমি যাই; তুমি যাও, ইত্যাদি।

২৬। অনেকাক্ষর ধাতুর আকার লোপ পায় ইয়া পরে বিকল্পে; যথা, আমি ঠাওরাইয়াছি কিম্বা ঠাওরিয়াছি; তুমি আওড়াইয়াছ কিম্বা আওড়িয়াছ, ইত্যাদি।

উকারান্ত শু ধাতু রূপ।

বর্ত্তমানকালে।

	ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্ত্তমানে।	ভূতসামীপ্য বর্ত্তমানে।	শুদ্ধবর্ত্তমানে।
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ই	ইলাম	ইতেছি
লিখিবার উদাহরণ, আমি	শুই	শুইলাম	শুইতেছি
কহিবার উদাহরণ, আমি	শুই	শুলাম	শুতেছি, শুচ্ছি
যুস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	অ	ইলা	ইতেছ
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	শোও	শুইলা	শুইতেছ
কহিবার উদাহরণ, তুমি	শোও	শুলা	শুতেছ, শুচ্ছ
তুচ্ছার্থে মুং বিভক্তি	অ	ইলি	ইতেছিস্
লিখিবার উদাহরণ, তুই	শো	শুইলি	শুইতেছিস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	শো	শুলি	শুতেছিস্, শুচ্ছিস্
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	এন	ইলেন	ইতেছেন
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	শোন্	শুইলেন	শুইতেছেন
কহিবার উদাহরণ, তিনি	শোন্	শুলেন	শুতেছেন, শুচ্ছেন।
তুচ্ছার্থে লিং বিভক্তি	এ	ইল	ইতেছে
লিখিবার উদাহরণ, সে	শোয়	শুইল	শুইতেছে
কহিবার উদাহরণ, সে	শোয়	শুল	শুতেছে, শুচ্ছে।

ভূতকালে।

	নিত্যপ্রবৃত্তভূতে।	শুদ্ধভূতে।	চিরভূতে।	সন্দেহার্থকভূতে।
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইতাম	ইয়াছি	ইয়াছিলাম	ইয়াথাকিব
লিখিবার উদাহরণ, আমি	শুইতাম	শুইয়াছি	শুইয়াছিলাম	শুইয়াথাকিব
কহিবার উদাহরণ, আমি	শুতাম	শুয়েছি	শুয়েছিলাম	শুয়েথাকিব
যুস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইতা	ইয়াছ	ইয়াছিলা	ইয়াথাকিবা
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	শুইতা	শুইয়াছ	শুইয়াছিলা	শুইয়াথাকিবা
কহিবার উদাহরণ, তুমি	শুতা	শুয়েছ	শুয়েছিলা	শুয়েথাকিবা

তুচ্ছার্থে যুৎ বিভক্তি	ইতিস্	ইয়াছিস্	ইয়াছিলি	ইয়াথাকিবি
লিখিবার উদাং তুই	শুইতিস্	শুইয়াছিস্	শুইয়াছিলি	শুইয়াথাকিবি
কহিবার উদাং তুই	শুতিস্	শুয়েছিস	শুয়েছিলি	শুয়েথাকিবি

লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইতেন	ইযাছেন	ইযাছিলেন	ইযাথাকিবেন
লিখিবার উং তিনি	শুইতেন	শুইয়াছেন	শুইয়াছিলেন	শুইয়াথাকিবেন
কহিবার উদাং তিনি	শুতেন	শুয়েছেন	শুয়েছিলেন	শুয়েথাকিবেন

তুচ্ছার্থে লিং বিভক্তি	ইত	ইযাছে	ইয়াছিল	ইযাথাকিবে
লিখিবার উদাহরণ, সে	শুইত	শুইয়াছে	শুইয়াছিল	শুইয়াথাকিবে
কহিবার উদাহরণ, সে	শুত	শুয়েছে	শুয়েছিল	শুয়েথাকিবে।

	ভবিষ্যৎকালে	সদাকালে	আজ্ঞার্থে
অস্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইব	ইয়াথাকি	০
লিখিবার উদাহরণ, আমি	শুইব	শুইয়াথাকি	০
কহিবার উদাহরণ, আমি	শোব	শুয়েথাকি	০
যুষ্মদ্বাচ্যের বিভক্তি	ইবা	ইয়াথাক	ইও
লিখিবার উদাহরণ, তুমি	শুইবা	শুইয়াথাক	শুইও
কহিবার উদাহরণ, তুমি	শোবা	শুয়েথাক	শুয়ো
তুচ্ছার্থে যুৎ বিভক্তি	ইবি	ইযাথাকিস্	ইস্
লিখিবার উদাহরণ, তুই	শুইবি	শুইয়াথাকিস্	শুইস্
কহিবার উদাহরণ, তুই	শোব	শুয়েথাকিস্	শুইস্
লিঙ্গবাচ্যের বিভক্তি	ইবেন	ইয়াথাকেন	উন্
লিখিবার উদাহরণ, তিনি	শুইবেন	শুইয়াথাকেন	শুউন্
কহিবার উদাহরণ, তিনি	শোবেন	শুয়েথাকেন	শুউন্
তুচ্ছার্থে লিং বিভক্তি	ইবে	ইয়াথাকে	উক্
লিখিবার উদাহরণ, সে	শুইবে	শুইয়াথাকে	শুউক্
কহিবার উদাহরণ, সে	শোবে	শুয়েথাকে	শুউক্

রু, দ্রু, নু, প্রভৃতি উকারান্ত ধাতুর পদ শু ধাতুর ন্যায় সিদ্ধ হইবে।

নবম অধ্যায়।

প্রেরণার্থ ধাতু কথন।

১। হলন্ত ধাতুর উত্তর আ হয় প্রেরণার্থে।

২। প্রেরণার্থক আ এবং ওয়া প্রত্যয়ান্ত হইলে পুনশ্চ ধাতু সংজ্ঞা হয়; যথা, আমি অধ্যয়ন করিতেছি, তুমি আমাকে অধ্যয়ন করাইতেছ। কর ধাতুর উত্তর প্রেরণার্থে আ, করা ধাতু সংজ্ঞা করিয়া তাহার উত্তর ইতেছ বিভক্তি করিলে করাইতেছ হয়। এবং তুমি দেখিতেছ, আমি তোমাকে দেখাইতেছি। সে জানিতেছে, অমুক তাহাকে জানাইতেছে। মেষ চরিতেছে, মেষপালক তাহাকে চরাইতেছে। এই রূপ পড়াইতেছে, ভজাইতেছে, আনাইতেছে, ইত্যাদি।

৩। অন্ত্য স্বরের ও অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব স্বরের গুণ হয় আ, ওয়া, অন, আন, আনী, পরেতে বিকল্পে; যথা, আমি লিখিতেছি, তুমি আমাকে লেখাইতেছ কিম্বা লিখাইতেছ। সে গান শুনিতেছে, তুমি তাহাকে গান শোনাইতেছ, কিম্বা শুনাইতেছ। তুমি তাহাকে চিনিতেছ, আমি তোমাকে তাহাকে চেনাইতেছি কিম্বা চিনাইতেছি। এই রূপ বোঝাইতেছি কিম্বা বুঝাইতেছি, কেনাইতেছি কিম্বা কিনাইতেছি, ওড়াইতেছ কিম্বা উড়াইতেছ, ইত্যাদি।

৪। একাক্ষর স্বরান্ত ধাতু এবং ন ও দ ধাতুর উত্তর ওয়া হয় প্রেরণার্থে; যথা, তুমি পরামর্শ লইতেছ, আমি তোমাকে পরামর্শ লওয়াইতেছি; সে খাইতেছে, তিনি তাহাকে খাওয়াইতেছেন; তিনি নাইতেছেন, ভৃত্য তাঁহা-

কে নাওয়াইতেছে। এই রূপ হওয়াইতেছে, পাওয়াইতে-ছে, চাওয়াইতেছে, ইত্যাদি।

৫। ওকারের উত্তর ওয়ার ওকার লোপ পায়; যথা, বালক শুইতেছে, মাতা বালককে শোয়াইতেছে; শাখা নুইতেছে, অমুক শাখা নোয়াইতেছে; কৃষাণ ধান্য রুই-তেছে, কৃষক ধান্য রোয়াইতেছে। এই রূপ ছোঁয়াইতেছে, ধোয়াইতেছে, ইত্যাদি।

৬। দ ও ন ধাতু স্থানে নে ও দে আদেশ হয় বিভক্তি ভিন্ন প্রত্যয় পরেতে; যথা, সে টাকা দিতেছে, তুমি তাহা-কে টাকা দেওয়াইতেছ; তিনি টাকা নিতেছেন, আমি তাঁহাকে টাকা নেওয়াইতেছি।

দশম অধ্যায়।

লিঙ্ধু, অর্থাৎ লিঙ্গকে ধাতু করণ।

১। বেত আদি শব্দের উত্তর আ হয় প্রহারার্থে।

২। স্বরবর্ণের লোপ হয় আ প্রত্যয় পরেতে।

৩। আ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ধাতু সংজ্ঞা হয়; যথা, বেত মারিতেছে, এই অর্থে বেতাইতেছে। বেত শব্দের উত্তর আ, আ পরে স্বরবর্ণের লোপ করিয়া বেতা ধাতুসংজ্ঞা করিয়া তাহার উত্তর ইতেছে বিভক্তি করিলে বেতাইতেছে হয়। এই রূপ লাটি মারিতেছে, এই অর্থে লাটাইতেছে। চড় মারিতেছে, এই অর্থে চড়াইতেছে; ঘুষা মারিতেছে, এই অর্থে ঘুষাইতেছে; কিল মারিতেছে, এই অর্থে কিলাইতেছে; লাথি মারিতেছে, এই অর্থে লাথাইতেছে, ইত্যাদি।

৪। গুঁড়া আদি শব্দের উত্তর আ হয় করণার্থে; যথা, গুঁড়া করিতেছে, এই অর্থে গুঁড়াইতেছে; মাথা মুড়া করিল, এই অর্থে মাথা মুড়াইল; সে কাষ্ঠ চেলা করিয়াছে, এই অর্থে কাষ্ঠ চেলাইয়াছে; কাষ্ঠ কুচা করিয়াছে, এই অর্থে কাষ্ঠ কুচাইয়াছে।

৫। রঙ্গ আদি শব্দের উত্তর আ হয় মর্দ্দনার্থে; যথা, রঙ্গ মাখাইতেছে, এই অর্থে রঙ্গাইতেছে; সূতাতে ভাত মাখাইতেছে, এই অর্থে ভাতাইতেছে।

৬। চারা আদি শব্দের উত্তর আ হয় রোপণার্থে; যথা, সে চারা রুইতেছে, এই অর্থে চারাইতেছে।

৭। দাঁত শব্দ হলন্ত হইয়া ধাতুসংজ্ঞ হয় বিশিষ্টার্থে; যথা, গোরু দাঁতবিশিষ্ট হইয়াছে, এই অর্থে দাঁতিয়াছে।

একাদশ অধ্যায়।

কালবিশেষে বিভক্তিনিরূপণ।

১। কী আদি বিভক্তির মধ্যে কী, খী, গী, বর্ত্তমান কালে, ঘী, টী, ঠী, ডী, ভূত কালে, ঢী ভবিষ্যৎ কালে, তী সদাকালে প্রয়োগ হয়।

ক্রিয়ার আরম্ভ অবধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম বর্ত্তমান কাল। এই বর্ত্তমান কাল বঙ্গ ভাষাতে ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্ত্তমান ও ভূতসামীপ্যবর্ত্তমান ও শুদ্ধবর্ত্তমান, এই তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

২। ভবিষ্যৎসামীপ্যবর্ত্তমান কালে কী প্রয়োগ হয়, যথা, আমি এখন যাই। যাই এই ক্রিয়াতে যা ধাতুর উত্তর ই

বিভক্তির দ্বারা যাওন ক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু আরম্ভের কাল সমীপে আছে, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তুমি এখন যাও; তুই এখন যা; তিনি এখন যান; সে এখন যায়, ইত্যাদি।

৩। সদা কালেও কী প্রয়োগ হয় তুচ্ছার্থক অ বর্জ্জে; যথা, আমি রাজবাটীতে কর্ম্ম করি। করি এই ক্রিয়াতে কর ধাতুর উত্তর ই বিভক্তির দ্বারা কর ক্রিয়া নিত্য নিত্য হয়, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তুমি কি কর্ম্ম কর? অর্থাৎ করিয়া থাক; তিনি কি কর্ম্ম করেন? অর্থাৎ করিয়া থাকেন; সে কি কর্ম্ম করে? অর্থাৎ করিয়া থাকে, ইত্যাদি।

৪। নাই শব্দের যোগে ভূত কালেতেও কী প্রয়োগ হয়; যথা, আমি কখনও পরমেশ্বরের সেবা করি নাই। করি নাই, এই ক্রিয়াতে করণ ক্রিয়া কোন সময়ে অতীত হয় নাই, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তুমি কখন এই পুস্তক পাঠ কর নাই; তিনি এই কথা পূর্ব্বে আমাকে কহেন নাই; সে এস্থানে আইসে নাই, ইত্যাদি।

৫। বর্ত্তমান আজ্ঞার্থে কীর অ, অ প্রয়োগ হয়; যথা, তুমি এই কর্ম্ম কর। কর এই ক্রিয়াতে কর ধাতুর উত্তর অ বিভক্তির দ্বারা বর্ত্তমান কালে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা হইতেছে, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তুই এই কর্ম্ম কর্, ও আমার কথা শোন্, ইত্যাদি।

৬। ভূতসামীপ্যবর্ত্তমান কালে খী প্রয়োগ হয়; যথা, আমি এখন তোমার কথার অভিপ্রায় বুঝিলাম। বুঝিলাম এই ক্রিয়াতে বুঝ ধাতুর উত্তর ইলাম বিভক্তির দ্বারা বুঝন ক্রিয়া সমাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু সমাপ্তির কাল সমীপে আছে,

ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তুমি উত্তম পরীক্ষা দিলা, এই নিমিত্তে রাজা তোমাকে পারিতোষিক দিলেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমি এখন করিলাম, ও অদ্য করিলাম, ও এই মাসে করিলাম, ও এই বৎসরে করিলাম, এমত প্রয়োগ হইবে, কারণ কর্ত্তার উদ্দেশ্যবর্ত্তমান সময়ের মধ্যে যদি ক্রিয়ার সমাপ্তি হয়, তবে তাহাকে ভূতসামীপ্যবর্ত্তমানের মধ্যে গণিত করা যায়।

৭। শুদ্ধবর্ত্তমান কালে গী প্রয়োগ হয়; যথা, আমি ভোজন করিতেছি। ভোজন করিতেছি, এই ক্রিয়াতে কর ধাতুর উত্তর ইতেছি বিভক্তির দ্বারা ভোজন করণ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সমাপ্তি হয় নাই, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তোমরা অধ্যয়ন করিতেছ, কিন্তু তাহারা গল্প করিতেছে, ইত্যাদি।

৮। ভবিষ্যৎসামীপ্যবর্ত্তমান কালে ও প্রার্থনা বুঝাইতে উন্, উক্, হয়; যথা, পরমেশ্বর আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করুন্; আমার প্রার্থনার সিদ্ধি হউক্, ইত্যাদি।

বর্ত্তমান ধ্বংসের প্রতিযোগী যে কাল, তাহার নাম ভূত কাল। এই ভূত কাল নিত্যপ্রবৃত্তভূত ও শুদ্ধভূত ও চিরভূত ও সন্দেহার্থকভূত, এই চতুঃপ্রকারে ব্যবহৃত হয়।

৯। নিত্যপ্রবৃত্তভূত কালে ঘী প্রয়োগ হয়; যথা, পূর্ব্বে আমি রাজবাটীতে কর্ম্ম করিতাম। করিতাম এই ক্রিয়াতে কর ধাতুর উত্তর ইতাম বিভক্তির দ্বারা করণ ক্রিয়াতে নিত্যপ্রবৃত্ত হওয়া সমাপ্তি হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তুমি যে পাঠশালাতে পড়িতা, তিনিও সেই পাঠশালাতে পড়িতেন, ইত্যাদি।

১০। ভূত ক্রিয়ার সম্ভাবনার ইচ্ছা বুঝাইতেও থী প্রয়োগ হয়; যথা, তুমি যদি তদবধি অধ্যয়ন করিতা, তবে এত দিনে তোমার ব্যুৎপত্তি জন্মিত; এমত জানিলে নিরর্থক কালক্ষেপ করিতাম না; তখন যদি তাঁহার পরামর্শ শুনিতাম, তবে এমত মূর্খ হইতাম না।

১১। শুদ্ধভূত কালে টী প্রয়োগ হয়; যথা, আমি প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়াছি। করিয়াছি এই ক্রিয়াতে কর ধাতুর উত্তর ইয়াছি বিভক্তির দ্বারা সমাপন ক্রিয়ার সমাপ্তি হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তিনি আজন্ম যত কর্ম্ম করিয়াছেন সকলই সফল হইয়াছে, ইত্যাদি।

১২। চিরভূত কালে ঠী প্রয়োগ হয়; যথা, পূর্ব্বকালে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। ছিলেন এই ক্রিয়াতে থাক ধাতুর উত্তর ইয়াছিলেন বিভক্তির দ্বারা থাকন ক্রিয়ার বহু দিন সমাপ্তি হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, ত্রেতাযুগে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ও অনেক অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

১৩। সন্দেহার্থকভূত কালে ডী প্রয়োগ হয়; যথা, তিনি কি এ কথা শুনিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসাতে উত্তর, তিনি শুনিয়া থাকিবেন। শুনিয়া থাকিবেন এই ক্রিয়াতে শুন ধাতুর উত্তর ইয়াথাকিবেন বিভক্তির দ্বারা শ্রবণ ক্রিয়ার সমাপ্তি হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ বোধ হয়। এই রূপ, এত দিনে তাঁহার পীড়ার উপশম হইয়া থাকিবে। অনুমান করি আমার কথা তুমি বুঝিয়া থাকিবা, ইত্যাদি।

ভাবিক্রিয়াশ্রয় যে কাল, তাহার নাম ভবিষ্যৎকাল।

১৪। ভবিষ্যৎ কালে টা প্রয়োগ হয়; যথা, আমি কল্য অবধি পড়িতে যাইব। যাইব এই ক্রিয়াতে যা ধাতুর উত্তর ইব বিভক্তির দ্বারা যাওন ক্রিয়ার আরম্ভ হয় নাই, বিলম্ব আছে, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তিনি মধ্যাহ্ন কালে ভোজন করিবেন, তাহা তোমরা চাক্ষুষ দেখিবা, ইত্যাদি।

১৫। ভবিষ্যৎ কালে ইও, ইস্ প্রয়োগ হয়; যথা, তুমি অদ্য যাও, কল্য আসিও। আসিও এই ক্রিয়াতে আস ধাতুর উত্তর ইও বিভক্তির দ্বারা ভবিষ্যৎ আগমনের আজ্ঞা, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তুই আজি যা, কালি আসিস্, ইত্যাদি।

১৬। সদাকালে তী প্রয়োগ হয়; যথা, আমি ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া থাকি। করিয়া থাকি এই ক্রিয়াতে কর ধাতুর উত্তর ইয়াথাকি বিভক্তির দ্বারা উত্থান করণ ক্রিয়া ঐ রূপ নিত্য নিত্য হয়, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এই রূপ, তিনি অবাধে সময়ে ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন; এ কথা তুমি সর্ব্বদা বলিয়া থাক, ইত্যাদি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কৃদন্ত।

১। বক্ষ্যমাণ প্রত্যয়ের কৃৎ সংজ্ঞা হয়, [illegible] কৃদন্ত হইলে শব্দের ন্যায় হইয়া প্রথমাদি বিভক্ত্যন্ত হয়।

২। হলন্ত ধাতুর উত্তর আ হয় কর্ম্মণিবাচ্যে ও ভাব-বাচ্যে, কিন্তু অকর্ম্মক ও কারক পূর্ব্বক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যেও হয়।

কর্ম্মণিবাচ্যে, যথা,

তুমি পুস্তক লিখিয়াছ, এই কর্তৃবাচ্য বাক্য কর্ম্মণিবাচ্যে আ করিলে কেমন হইবে, যথা, তোমার লেখা পুস্তক অর্থাৎ লিখিত পুস্তক আমি পড়িতেছি। লিখ ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে আ করিয়া ৯ অধ্যায়ের ৩ লক্ষণদ্বারা ইকারের গুণ করিলে লেখা হয়। এই রূপ, আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি, সে আমার করা কর্ম্ম অর্থাৎ কৃত কর্ম্ম; সে যে পুস্তক পড়িয়াছে, সে তাহার পড়া পুস্তক অর্থাৎ পঠিত পুস্তক, ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে, যথা,

তোমার লেখা ভাল অর্থাৎ লেখন ভাল; তাহার দেখা অর্থাৎ দর্শন পাইলাম না; শিষ্টের অশিষ্টের সঙ্গে থাকা অর্থাৎ থাকন বিহিত নয়, ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে, যথা,

যে মানুষ মরিয়াছে সে মরা মানুষ; যে আম্র পাকিয়াছে সে পাকা আম্র; যে মানুষ বসিতেছে সে বসা মানুষ; যে মানুষ জাগিতেছে সে জাগা মানুষ, ইত্যাদি। যে জল তোলে সে জলতোলা; যে গাঁইট কাটে সে গাঁইটকাটা; যে ছাতি ধরে সে ছাতিধরা, ইত্যাদি।

৩। একাক্ষর স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ওয়া হয় কর্ম্মণিবাচ্যে ও ভাববাচ্যে, কিন্তু অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যেও হয়।

কর্ম্মণিবাচ্যে, যথা,

তুমি অন্ন খাইয়াছ, এই কর্ত্তৃবাচ্য বাক্য কর্ম্মণিবাচ্যে প্রয়োগ করিলে কেমন হইবে, যথা, তোমার খাওয়া অন্ন অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন; যে বৃক্ষ তুমি রুইয়াছ সে তোমার রোয়া বৃক্ষ অর্থাৎ রোপিত বৃক্ষ; সে যে পাত্র ধুইয়াছে সে তাহার ধোয়া পাত্র অর্থাৎ ধৌত পাত্র; আমি যে দ্রব্য লইয়াছি সে আমার লওয়া দ্রব্য অর্থাৎ গৃহীত দ্রব্য, ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে, যথা,

আমি তোমার খাওয়া অর্থাৎ ভোজন দেখিতে আইলাম; কোমল শয্যাতে শোয়া অর্থাৎ শয়ন করা সুখি লোকের অভ্যাস; সে স্থানে তোমার যাওয়া অর্থাৎ গমন বিহিত নয়, ইত্যাদি।

কর্ত্তৃবাচ্যে, যথা,

যে কর্ম্ম হইয়াছে সে হওয়া কর্ম্ম; যে ডাল নুইয়াছে সে নোয়া ডাল; যে বৃক্ষ শুইয়াছে সে শোয়া বৃক্ষ, ইত্যাদি।

৪। অনেকাক্ষর আকারান্ত ধাতুর উত্তর ন হয় কর্ম্মণিবাচ্যে, কিন্তু অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে হয়।

কর্ম্মণিবাচ্যে, যথা,

কৃষকেরা যে বীজ ছড়াইয়াছে সে তাহার ছড়ান বীজ; তোমরা যে কর্ম্ম করাইয়াছ সে তোমাদের করান কর্ম্ম; তিনি যে পুস্তক লেখাইয়াছেন সে তাঁহার লেখান পুস্তক, ইত্যাদি।

কর্ত্তৃবাচ্যে, যথা,

যে অঙ্কুর জন্মাইয়াছে সে জন্মান অঙ্কুর; যে ফুল

গজাইয়াছে সে গজান বৃক্ষ, যে মানুষ ঝিমাইতেছে সে ঝিমান মানুষ, ইত্যাদি।

৫। ঘুমা আদি ধাতুর উত্তর অন্ত হয় কর্তৃবাচ্যে, এবং অন্ত পরে থাকিলে পূর্ব্ব স্বরের লোপ হয়; যথা, যে মানুষ ঘুমাইতেছে সে ঘুমন্ত মানুষ; যে লোক জাগিতেছে সে জাগন্ত লোক; যে কাষ্ঠ জ্বলিতেছে সে জ্বলন্ত কাষ্ঠ ইত্যাদি।

৬। পূর আদি ধাতুর উত্তর অন্ত হয় কর্ম্মবাচ্যে; যথা, মনুষ্য যে ঘট পূরিয়াছে সে পূরন্ত ঘট; যে কলস ভরিয়াছে সে ভরন্ত কলস, ইত্যাদি।

৭। হলন্ত ধাতুর উত্তর অন্ হয় ভাববাচ্যে; যথা, করণ, ভজন, দেখন, পড়ন, মারণ, কাটন, ইত্যাদি।

৮। স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ওন হয় ভাববাচ্যে; যথা, হওন, লওন, যাওন, খাওন, কুড়াওন, দেখাওন, ইত্যাদি।

৯। ধাতুর উত্তর ইবা হয় ভাববাচ্যে; যথা, আমি যাইবা মাত্র অর্থাৎ যাওন মাত্র তাঁহার দেখা পাইলাম; আমি অধ্যয়ন করিবার জন্যে অর্থাৎ অধ্যয়ন করণের জন্যে মহাশয়ের নিকটে আইলাম; সূর্য্য দেখিবাতে, অর্থাৎ সূর্য্যদেখনের দ্বারা আমার চক্ষু ধরিল, ইত্যাদি।

১০। ধাতুর উত্তর ইয়া হয় পূর্ব্বকালে এক কর্তৃত্বে; যথা, সে ভোজন করিয়া আসিবে, অর্থাৎ অগ্রে ভোজন করিবে পশ্চাৎ আসিবে; আমি পড়িয়া ভোজন করিব, অর্থাৎ অগ্রে পড়িব পশ্চাৎ ভোজন করিব; তিনি নাইয়া পূজা করিতেছেন, অর্থাৎ অগ্রে নাইয়াছেন পশ্চাৎ পূজা করিতেছেন, ইত্যাদি। কিন্তু সে ভোজন করিয়া আমি আসিব, এমত ভিন্ন কর্তৃত্বে হয় না।

৯১। ধাতুর উত্তর ইতে হয় নিমিত্তার্থে ও সময়ার্থে ও বিধ্যর্থে ও আজ্ঞার্থে ও শক্ত্যর্থে ও আবশ্যকাদ্যর্থে।

নিমিত্তার্থে, যথা,

আমি পড়িতে যাই, অর্থাৎ পড়িবার নিমিত্তে যাই; সে লিখিতে বসিল, অর্থাৎ লিখিবার নিমিত্তে বসিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন না, অর্থাৎ বুঝিবার নিমিত্তে সমর্থ হইলেন না, ইত্যাদি।

সময়ার্থে, যথা,

ভোজন করিতে অন্ন বুকে বাধে, অর্থাৎ ভোজন সময়ে অন্ন বুকে বাধে; হাঁটিতে পদে বেদনা বোধ হয়, অর্থাৎ হাঁটন সময়ে পদে বেদনা বোধ হয়; এই ফল দেখিতে ভাল কিন্তু খাইতে মিষ্ট নয়, অর্থাৎ দেখন সময়ে ভাল কিন্তু খাওন সময়ে মিষ্ট নয়, ইত্যাদি।

বিধ্যর্থে, যথা,

পাপ কর্ম্ম করিতে নাই, অর্থাৎ পাপ কর্ম্ম করণে বিধি নাই; পরমেশ্বরের সেবা করিতে হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সেবা করণে বিধি হয়; শূদ্রের বেদ পাঠ করিতে নাই, অর্থাৎ বেদ পাঠ করণে বিধি নাই, ইত্যাদি।

আজ্ঞার্থে ও শক্ত্যর্থে, যথা,

তিনি আমাকে যাইতে দিলেন না, অর্থাৎ যাওনে আজ্ঞা কিম্বা শক্তি দিলেন না; হে মহাশয়, আমাকে অগ্রে কহিতে দেও, অর্থাৎ কহনে আজ্ঞা কিম্বা শক্তি দেও; এখন আমি চক্ষুতে দেখিতে পাই, অর্থাৎ দেখনের শক্তি পাই, ইত্যাদি।

আবশ্যকার্থে, যথা,

কল্য সে স্থানে আমাকে যাইতে হইবে, অর্থাৎ যাওনে আবশ্যক হইবে; সে কর্ম্ম করিতে হইলে, অর্থাৎ করণে আবশ্যক হইলে, ভালরূপে করিব; তাহা আমাকে করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ করণে আবশ্যক হইয়াছে, ইত্যাদি।

১২। এই সকল অর্থ ভিন্ন কেবল ভাববাচ্যেও ইতে প্রত্যয় হয়; যথা, তিনি যখন ধর্ম্মকথা কহিতে থাকেন, অর্থাৎ কথন ক্রিয়াতে থাকেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না; তিনি যখন ধর্ম্মকথা কহিতেছিলেন, অর্থাৎ কহন ক্রিয়াতে ছিলেন, তখন আমি সে স্থানে ছিলাম; কল্য যখন তিনি ধর্ম্মকথা কহিতে থাকিবেন, অর্থাৎ কহন ক্রিয়াতে থাকিবেন, তৎকালে গিয়া তাহা শুনিব; যাত্রা করিতে মস্তকচ্ছেদন বোধ হয়, অর্থাৎ যাত্রা করণই মস্তকচ্ছেদন ইহা বোধ হয়, ইত্যাদি।

১৩। ইতে প্রত্যয়ান্ত পদ দ্বিরুক্ত হয় বর্ত্তমান কালে; যথা, তিনি ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, অর্থাৎ ভাবনার সহিত গেলেন; আমি দেখিতে দেখিতে আইলাম, অর্থাৎ দর্শন ক্রিয়ার সহিত আইলাম; তিনি গান শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইলেন, অর্থাৎ গান শ্রবণের সহিত নিদ্রিত হইলেন, ইত্যাদি।

১৪। হলন্ত ধাতুর উত্তর অত হয় বর্ত্তমান কালে; যথা, সে কর্ম্ম করত গান করিতেছে, অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে করিতে গান করিতেছে; তিনি গান শ্রবণ করত পুলকিত হইলেন, অর্থাৎ গান শ্রবণ করিতে করিতে পুলকিত হইলেন; সে মদ্য পান করত মত্ত হইল, অর্থাৎ পান করিতে করিতে মত্ত হইল, ইত্যাদি।

১৫। স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ওত্ত হয় বর্ত্তমান কালে যথা, সে গান গাওত যাইতেছে, অর্থাৎ গান গাইতে গাইতে যাইতেছে; সে আম্র খাওত আসিতেছে, অর্থাৎ আম্র খাইতে খাইতে আসিতেছে; সে ঘুমাওত হাসিতেছে, অর্থাৎ ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসিতেছে, ইত্যাদি।

১৬। ধাতুর উত্তর ইলে হয় পূর্ব্বকালে ও বিধ্যর্থে; যথা, আপন মনোভীষ্ট সিদ্ধি হইলে, অর্থাৎ মনোভীষ্ট সিদ্ধি হওনের পর, কে না হৃষ্ট হয়? ভোজন করিলে, অর্থাৎ ভোজন করণের পর, কাহার ক্ষুধানিবৃত্তি না হয়? প্রিয় কথা শুনিলে, অর্থাৎ শ্রবণানন্তর, কাহার তুষ্টি না জন্মে? ইত্যাদি।

বিধ্যর্থে, যথা,

তিনি আমাকে দশ টাকা দিলে দিতে পারেন, অর্থাৎ যদি দেওনে বিধান হয়, তবে দিতে পারেন; আমি সে কর্ম্ম করিলে করিতে পারি, অর্থাৎ যদি করণে বিধি হয়, তবে করিতে পারি; তিনি তাহা বুঝিলে বুঝিতে পারেন, অর্থাৎ যদি বুঝনে বিধান করেন, তবে বুঝিতে পারেন, ইত্যাদি।

১৭। মাত আদি ধাতুর উত্তর আল হয় কর্ত্তৃবাচ্যে; যথা, যে মাতে সে মাতাল; এই শব্দ স্বরান্ত, কিন্তু হলন্ত করিয়া লোক কহে। যে বুঝে সে বুঝাল মানুষ। যে গুছায় সে গোছাল মানুষ, ইত্যাদি।

১৮। টান আদি ধাতুর উত্তর আল হয় কর্ম্মণিবাচ্যে; যথা, মনুষ্য যে রজ্জু টানিয়াছে সে টানাল রজ্জু, যে দ্রব্য বাছিয়াছে সে বাছাল দ্রব্য; যে বস্ত্র আঁটিয়াছে সে আঁটাল বস্ত্র, ইত্যাদি।

১৯। পড় আদি ধাতুর উত্তর উয়া হয় কর্ত্তৃবাচ্যে।

২০। উয়া স্থানে ও হয় বিকল্পে, এবং ও পরে থাকিলে ধাতুর আদ্য আকার স্থানে এ হয়; যথা, যে মানুষ পড়ে, সে পড়ুয়া কিম্বা পড়ো; যে মানুষ ডাকে, সে ডাকুয়া কিম্বা ডেকো; যে পক্ষী উড়িতেছে, সে উড়ুয়া কিম্বা উড়ো, ইত্যাদি।

২১। খা ধাতুর উত্তর উয়া হয় কর্ম্মণিবাচ্যে।

২২। খা ধাতুর উত্তর গ হয় উয়া পরেতে; যথা, সর্প যে ফল খাইয়াছে, সে সর্প খাগুয়া কিম্বা সর্প খেগো।

২৩। ধাতুর উত্তর অনীয়া হয় কর্ত্তৃবাচ্যে।

২৪। অনীয়া স্থানে উনে হয় বিকল্পে; যথা, যে লিখে সে লিখনীয়া কিম্বা লিখুনে; যে পড়ে, সে পড়নীয়া কিম্বা পড়ুনে; যে বালক কাঁদে, সে কাঁদনীয়া কিম্বা কাঁদুনে, ইত্যাদি।

২৫। গাঁথ আদি ধাতুর উত্তর অনি হয় ভাববাচ্যে; যথা, এই মন্দিরের গাঁথনি অর্থাৎ গাঁথন অতি উত্তম; মাতালের মাতনি অর্থাৎ মাতন সহ্য হয় না; এখনো আমার কাঁপনি অর্থাৎ কম্প যায় নাই, ইত্যাদি।

২৬। ঢাক আদি ধাতুর উত্তর অনি হয় করণবাচ্যে; যথা, যাহার দ্বারা ঢাকে সে ঢাকনি; যাহার দ্বারা চালে সে চালনি; যাহার দ্বারা ছাঁকে সে ছাঁকনি, ইত্যাদি।

২৭। ধাতুর উত্তর অনী হয় কর্ত্তৃবাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে; যথা, যে স্ত্রী রাঁধে সে রাঁধনী; যে স্ত্রী কুটে সে কুটনী; যে স্ত্রী কাটে সে কাটনী, ইত্যাদি।

২৮। ধাতুর উত্তর ই হয় ব্যতিহারার্থে ভাববাচ্যে।

২৯। ধাতুর দ্বিত্ব হয়, এবং পূর্ব্বভাগের উত্তর আ হয়,

ই পরেতে; যথা, তাহারা ডাকাডাকি করিতেছে, অর্থাৎ পরস্পর ডাকিতেছে; তোমরা কি বলাবলি করিতেছ, অর্থাৎ পরস্পর বলিতেছ? তাহারা মারামারি করিয়াছে, অর্থাৎ পরস্পর মারিয়াছে, ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সাধু ভাষার কৃদন্ত।

সাধু ভাষার চলিত কার্দন্তিক ক্রিয়াপদ প্রথমে ভাববাচ্যে, দ্বিতীয়ে কর্তৃবাচ্যে, তৃতীয়ে কর্ম্মণিবাচ্যে, এই তিন প্রকারে তিন ভাগে লিখিত হইতেছে; এবং চতুর্থ ভাগে সংস্কৃত মূল ধাতুর অর্থ লিখিত হইতেছে। এই প্রথম ভাগস্থ প্রত্যেক ভাবক্রিয়াপদের উত্তর কর ধাতু প্রয়োগ করিলে সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ সিদ্ধ হয়; যথা, আমি এই বিষয় অঙ্গীকার করিলাম; রাজা এই দেশ অধিকার করিলেন; তুমি এই স্থানে অধিষ্ঠান কর, ইত্যাদি।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
অঙ্গীকার	অঙ্গীকারক	অঙ্গীকৃত	স্বীকার।
অধিকার	অধিকারক	অধিকৃত	কর্তৃত্ব।
অধিষ্ঠান	অধিষ্ঠাতা	অধিষ্ঠিত	অবস্থিতি।
অধ্যয়ন	অধ্যেতা	অধীত	পঠন।
অধ্যাপন	অধ্যাপক	অধ্যাপিত	পড়াওন।
অনুগ্রহ	অনুগ্রাহক	অনুগৃহীত	প্রসন্নতা।
অনুরোধ	অনুরোধক	অনুরুদ্ধ	উপরোধ।
অন্বেষণ	অন্বেষক	অন্বিষ্ট	অনুসন্ধান।
অপকার	অপকারক	অপকৃত	অনিষ্ট।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
অপচয়	অপচায়ক	অপচিত	ক্ষতি।
অপবাদ	অপবাদক	অপবাদিত	নিন্দা।
অপমান	অপমানক	অপমানিত	অমর্য্যাদা।
অপহরণ	অপহারক	অপহৃত	চৌর্য্য।
অপেক্ষা	অপেক্ষক	অপেক্ষিত	অনুরোধ।
অবগাহন	অবগাহক	অবগাহিত	মজ্জন স্নান।
অবজ্ঞা	অবজ্ঞাতা	অবজ্ঞাত	তুচ্ছ করণ।
অবধারণ	অবধারক	অবধৃত	নিশ্চয়।
অবরোধ	অবরোধক	অবরুদ্ধ	বদ্ধ করণ।
অবলম্বন	অবলম্বক	অবলম্বিত	আশ্রয়।
অবলোকন	অবলোকক	অবলোকিত	নিরীক্ষণ।
অবহেলন	অবহেলক	অবহেলিত	অনাদর।
অভিনিবেশ	অভিনিবেশক	অভিনিবিষ্ট	মনোযোগ।
অভিবাদন	অভিবাদক	অভিবাদিত	প্রণাম।
অভিলাষ	অভিলাষক	অভিলষিত	ইচ্ছা।
অভিশাপ	অভিশাপক	অভিশপ্ত	অনিষ্ট প্রার্থনা।
অভিপ্রায়	অভিপ্রায়ক	অভিপ্রেত	মানসসম্মতি।
অভিষেক	অভিষেচক	অভিষিক্ত	শান্তিস্নান।
অভ্যাস	অভ্যাসক	অভ্যস্ত	আবৃত্তি।
অর্চ্চন	অর্চ্চক	অর্চ্চিত	পূজা।
অর্জ্জন	অর্জ্জক	অর্জ্জিত	উপার্জন।
অর্পণ	অর্পক	অর্পিত	প্রদান।
অস্বীকার	অস্বীকারক	অস্বীকৃত	অনঙ্গীকার।
অহঙ্কার	অহঙ্কারক	অহঙ্কৃত	গর্ব্ব।
আকর্ষণ	আকর্ষক	আকৃষ্ট	টানন।
আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্ক্ষক	আকাঙ্ক্ষিত	প্রত্যাশা।
আক্রমণ	আক্রামক	আক্রান্ত	চড়াও।
আক্ষেপ	আক্ষেপক	আক্ষিপ্ত	খেদ।
আগমন	আগন্তা	আগত	আইসন।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
আঘাত	আঘাতক	আহত	তাড়ন।
আঘ্রাণ	আঘ্রাতা	আঘ্রাত	গন্ধ গ্রহণ।
আচরণ	আচারক	আচরিত	ব্যবহার।
আচ্ছাদন	আচ্ছাদক	আচ্ছাদিত	আবরণ।
আজ্ঞা	আজ্ঞাপক	আজ্ঞাপিত	আদেশ।
আদান	আদাতা	আদত্ত	গ্রহণ।
আদেশ	আদেষ্টা	আদিষ্ট	আজ্ঞা।
আনয়ন	আনেতা	আনীত	আনন।
আন্দোলন	আন্দোলক	আন্দোলিত	আলোচনা।
আবরণ	আবরক	আবৃত	আচ্ছাদন।
আবর্ত্তন	আবর্ত্তক	আবৃত্ত	আওটাওন।
আবির্ভাব	আবির্ভাবক	আবির্ভূত	অধিষ্ঠান।
আবেশ	আবেশক	আবিষ্ট	মনোযোগ।
আমন্ত্রণ	আমন্ত্রক	আমন্ত্রিত	নিমন্ত্রণ।
আয়োজন	আয়োজক	আয়োজিত	আহরণ।
আরাধন	আরাধক	আরাধিত	উপাসনা।
আরোপণ	আরোপক	আরোপিত	কল্পনা।
আরোহণ	আরোহক	আরূঢ়	চড়ন।
আলাপ	আলাপক	আলাপিত	কথোপকথন।
আলিঙ্গন	আলিঙ্গক	আলিঙ্গিত	কোল দেওন।
আলোচন	আলোচক	আলোচিত	বিবেচনা।
আলোড়ন	আলোড়ক	আলোড়িত	নিষ্পীড়ন।
আশীর্ব্বাদ	আশীর্ব্বাদক	আশীর্ব্বাদিত	মঙ্গলপ্রার্থনা।
আশ্রয়	আশ্রয়কারী	আশ্রিত	অবলম্বনস্থান।
আশ্বাস	আশ্বাসক	আশ্বস্ত	প্রত্যাশা।
আস্বাদ	আস্বাদক	আস্বাদিত	রসগ্রহণ।
আহরণ	আহারক	আহৃত	আয়োজন।
আহ্বান	আহ্বায়ক	আহূত	ডাকন।
আহুতি	আহোতা	আহুত	হোমেতে দান।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্তৃবাচ্যের পদ।	কর্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
উক্তি	বাচক	উক্ত	কথন।
উচ্চারণ	উচ্চারক	উচ্চারিত	শব্দ কথন।
উৎক্ষেপণ	উৎক্ষেপক	উৎক্ষিপ্ত	ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ।
উত্তরণ	উত্তারক	উত্তীর্ণ	উদ্ধার।
উত্তোলন	উত্তোলক	উত্তোলিত	উত্থাপন।
উত্থাপন	উত্থাপক	উত্থাপিত	উত্তোলন।
উৎপত্তি	উৎপাদক	উৎপন্ন	জন্ম।
উৎপাটন	উৎপাটক	উৎপাটিত	সমূলে উঠাওন।
উৎপাদন	উৎপাদক	উৎপাদিত	উৎপত্তি করণ।
উৎসর্গ	উৎসর্জক	উৎসৃষ্ট	দেবোদ্দেশে দান।
উদাহরণ	উদাহারক	উদাহৃত	দৃষ্টান্ত।
উদ্দীপন	উদ্দীপক	উদ্দীপ্ত	উজ্জ্বলন।
উদ্দেশ	উদ্দেশক	উদ্দিষ্ট	অন্বেষণ।
উদ্ধার	উদ্ধারক	উদ্ধৃত	ত্রাণ।
উদ্বন্ধন	উদ্বন্ধক	উদ্বদ্ধ	ফাঁশি।
উন্নতি	উন্নামক	উন্নত	বৃদ্ধি।
উন্মীলন	উন্মীলক	উন্মীলিত	চক্ষুঃপ্রকাশ।
উপকার	উপকারক	উপকৃত	সহায়তা।
উপক্রম	উপক্রামক	উপক্রান্ত	আরম্ভ।
উপগমন	উপগন্তা	উপগত	রমণ।
উপদেশ	উপদেশক	উপদিষ্ট	শিক্ষা দেওন।
উপদ্রব	উপদ্রাবক	উপদ্রুত	উৎপাত।
উপবেশন	উপবেশক	উপবিষ্ট	অবস্থিতি।
উপমা	উপমাতা	উপমিত	সাদৃশ্য।
উপযাচন	উপযাচক	উপযাচিত	ভিক্ষা।
উপযোগ	উপযোজক	উপযুক্ত	অনুকূলতা।
উপরোধ	উপরোধক	উপরুদ্ধ	গৌরব।
উপশম	উপশামক	উপশান্ত	প্রতীকার।
উপস্থান	উপস্থাতা	উপস্থিত	আগমন।

ভাববাচ্যের শব্দ।	কর্ত্তৃবাচ্যের শব্দ।	কর্ম্মবাচ্যের শব্দ।	মূলধাতুর অর্থ।
উপহাস	উপহাসক	উপহসিত	বিদ্রূপ।
উপার্জ্জন	উপার্জ্জক	উপার্জ্জিত	উপায়।
উপাসনা	উপাসক	উপাসিত	আরাধনা।
উপেক্ষা	উপেক্ষক	উপেক্ষিত	ত্যাগ।
উল্লাস	উল্লাসক	উল্লসিত	হর্ষ।
উল্লেখ	উল্লেখক	উল্লিখিত	প্রস্তাব।
কথন	কথক	কথিত	কহন।
কম্পন	কম্পক	কম্পিত	গাত্রস্পন্দন।
কর্ষণ	কর্ষক	কৃষ্ট	টানন।
করণ	কারক	কৃত	করা।
কল্পন	কল্পক	কল্পিত	আরোপ।
কীর্ত্তন	কীর্ত্তক	কীর্ত্তিত	কথন।
কুণ্ঠন	কুণ্ঠনকারী	কুণ্ঠিত	সঙ্কোচ।
কোপ	কোপকারী	কুপিত	ক্রোধ।
ক্রন্দন	ক্রন্দনকারী	ক্রন্দিত	রোদন।
ক্রয়	ক্রেতা	ক্রীত	কিনন।
ক্লেশ	ক্লেশকারী	ক্লিষ্ট	কষ্ট।
ক্ষয়	ক্ষয়কারী	ক্ষীণ	হ্রাস।
ক্ষমা	ক্ষমাকারী	ক্ষান্ত	মার্জ্জনা।
ক্ষালন	ক্ষালক	ক্ষালিত	ধৌত করণ।
ক্ষোভ	ক্ষোভকারী	ক্ষুব্ধ	উৎসাহ ভঙ্গ।
খণ্ডন	খণ্ডক	খণ্ডিত	অন্যথা করণ।
খনন	খনক	খনিত	খোদন।
খাদন	খাদক	খাদিত	ভোজন।
খোদন	খোদক	খুদিত	খনন।
খেদ	খেদকারী	খেদিত	মনস্তাপ।
গঠন	গঠক	গঠিত	নির্মাণ।
গণন	গণক	গণিত	সংখ্যাকরণ।
গমন	গন্তা	গত	[illegible]।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
গর্জ্জন	গর্জ্জক	গর্জ্জিত	উৎকট শব্দ।
গর্হণ	গর্হক	গর্হিত	নিন্দা করণ।
গান	গায়ক	গীত	পঞ্চমাদি স্বরে উচ্চারণ।
গোপন	গোপক	গুপ্ত	লুকাওন।
গ্রন্থন	গ্রন্থক	গ্রথিত	গাঁথন।
গ্রহণ	গ্রাহক	গৃহীত	লওন।
গ্রাস	গ্রাসক	গ্রস্ত	কবল।
ঘটনা	ঘটক	ঘটিত	যোজনা।
ঘর্ষণ	ঘর্ষক	ঘৃষ্ট	ডলন।
ঘোষণ	ঘোষক	ঘুষ্ট	প্রচার করণ।
ঘ্রাণ	ঘ্রায়ক	ঘ্রাত	গন্ধ গ্রহণ।
চমৎকার	চমৎকারক	চমৎকৃত	বিস্ময়।
চর্ব্বণ	চর্ব্বক	চর্ব্বিত	দন্তে পেষণ।
চর্চ্চা	চর্চ্চক	চর্চ্চিত	প্রস্তাব।
চলন	চালক	চলিত	গমন।
চিকিৎসা	চিকিৎসক	চিকিৎসিত	পীড়া শান্তি করণ।
চিন্তা	চিন্তক	চিন্তিত	ভাবনা।
চুম্বন	চুম্বক	চুম্বিত	অঙ্গে ওষ্ঠস্পর্শ করণ।
চূর্ণন	চূর্ণক	চূর্ণিত	গুঁড়া করণ।
চেষ্টা	চেষ্টক	চেষ্টিত	কায়িক ব্যাপার।
ছেদন	ছেদক	ছিন্ন	বিভাগ করণ।
জনন	জনক	জনিত	উৎপত্তি।
জপ	জাপক	জপিত	পুনঃপুনঃ উচ্চারণ।
জয়	জেতা	জিত	পরাভব।
জল্পনা	জল্পক	জল্পিত	বৃথা কথন।
জাগরণ	জাগরণকারী	জাগরিত	নিদ্রাত্যাগ।
জিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাসু	জিজ্ঞাসিত	জানিবার ইচ্ছা।
জ্ঞান	জ্ঞাতা	জ্ঞাত	জানন।
জ্ঞাপন	জ্ঞাপক	জ্ঞাপিত	জানাওন।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
তর্জ্জন	তর্জ্জক	তর্জ্জিত	ভয় প্রদর্শন।
তর্পণ	তর্পক	তৃপ্ত	পিত্রাদি উদ্দেশে জলদান।
তাড়ন	তাড়ক	তাড়িত	নিগ্রহ।
তারণ	তারক	তারিত	উদ্ধার।
তিতিক্ষা	তিতিক্ষু	তিতিক্ষিত	ত্যাগের ইচ্ছা।
তিরস্কার	তিরস্কারক	তিরস্কৃত	অপমান।
তুষ্টি	তোষক	তুষ্ট	আহ্লাদ।
ত্যাগ	ত্যাগকারী	ত্যক্ত	ছাড়ন।
ত্রাণ	ত্রাতা	ত্রাত	রক্ষা।
ত্রাস	ত্রাসকারী	ত্রস্ত	ভয়।
দমন	দমনকারী	দান্ত	শাসন।
দর্শন	দর্শক	দৃষ্ট	দেখন
দলন	দলক	দলিত	মর্দ্দন।
দান	দাতা	দত্ত	পুণ্যার্থে দ্রব্য ত্যাগ।
দীক্ষা	দীক্ষক	দীক্ষিত	মন্ত্রগ্রহণ।
দীপ্তি	দীপক	দীপ্ত	প্রকাশ।
দূষণ	দূষক	দুষ্ট	নিন্দন।
দ্বেষ	দ্বেষক	দ্বিষ্ট	হিংসা।
ধন্যবাদ	ধন্যবাদক	ধন্যবাদিত	প্রশংসা।
ধারণ	ধারক	ধৃত	রাখন।
ধিক্কার	ধিক্কারক	ধিক্কৃত	ধিক দেওন।
ধ্যান	ধ্যাতা	ধ্যেয়	চিন্তা।
ধ্বংস	ধ্বংসক	ধ্বস্ত	নাশ।
নতি	নমস্কারী	নত	নমস্কার।
নমস্কার	নমস্কারক	নমস্কৃত	নতি।
নাশ	নাশকারী	নষ্ট	ধ্বংস।
নিক্ষেপ	নিক্ষেপক	নিক্ষিপ্ত	পরিত্যাগ।
নিঃসরণ	নিঃসারক	নিঃসৃত	বহির্গমন।
নিগ্রহ	নিগ্রাহক	নিগৃহীত	প্রহার।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
নিন্দা	নিন্দক	নিন্দিত	দোষকথন।
নিদ্রা	নিদ্রাকারী	নিদ্রিত	ঘুম।
নিবৃত্তি	নিবর্ত্তক	নিবৃত্ত	বিরতি।
নিবারণ	নিবারক	নিবারিত	নিষেধ।
নিবেদন	নিবেদক	নিবেদিত	সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাপন।
নিবেশ	নিবেশক	নিবিষ্ট	মনোযোগ।
নিয়ম	নিয়ামক	নিয়মিত	বিশেষ ক্রিয়া নিরূপণ।
নিয়োগ	নিয়োজক	নিযুক্ত	প্রেরণ।
নিরীক্ষণ	নিরীক্ষক	নিরীক্ষিত	অবলোকন।
নিরূপণ	নিরূপক	নিরূপিত	নির্ণয়।
নির্ণয়	নির্ণেতা	নির্ণীত	স্থির করণ।
নির্দ্দেশ	নির্দ্দেষ্টা	নির্দ্দিষ্ট	নিরূপণ।
নির্দ্ধারণ	নির্দ্ধারক	নির্দ্ধারিত	নিশ্চয়।
নির্ব্বাহ	নির্ব্বাহক	নির্ব্বাহিত	সম্পাদন।
নির্ম্মাণ	নির্ম্মাতা	নির্ম্মিত	গঠন।
নিষেধ	নিষেধক	নিষিদ্ধ	বারণ।
নিস্তার	নিস্তারক	নিস্তারিত	রক্ষা।
পরাজয়	পরাজেতা	পরাজিত	পরাভব।
পরাভব	পরাভবকারী	পরাভূত	পরাজয়।
পরামর্শ	পরামর্শক	পরামৃষ্ট	মন্ত্রণা।
পরিচয়	পরিচায়ক	পরিচিত	জ্ঞাত করণ।
পরিচর্য্যা	পরিচারক	পরিচরিত	সেবা।
পরিচ্ছেদ	পরিচ্ছেদক	পরিচ্ছিন্ন	পরিষ্কার।
পরিধান	পরিহিত	পরিহিত	বস্ত্রাদি অঙ্গেগ্রহণ।
পরিবর্ত্তন	পরিবর্ত্তক	পরিবৃত্ত	বিনিময়।
পরিবাদ	পরিবাদক	পরিবাদিত	কলঙ্ক।
পরিবেশন	পরিবেশক	পরিবিষ্ট	খাদ্যের বণ্টন।
পরিমাণ	পরিমাতা	পরিমিত	মাপন।
পরিশোধ	পরিশোধক	পরিশুদ্ধ	ঋণাপনয়ন।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
পরিষ্কার	পরিষ্কারক	পরিষ্কৃত	অমলিন।
পরিহার	পরিহারক	পরিহৃত	খণ্ডন।
পরিহাস	পরিহাসক	পরিহসিত	কৌতুক।
পরীক্ষা	পরীক্ষক	পরীক্ষিত	গুণের বিবেচনা।
পর্য্যটন	পর্য্যটক	পর্য্যটিত	ভ্রমণ।
পলায়ন	পলায়ক	পলায়িত	আত্মগোপনার্থে গমন।
পাক	পাচক	পক্ক	রন্ধন।
পাঠ	পাঠক	পঠিত	অধ্যয়ন।
পান	পাতা	পীত	দ্রবদ্রব্য গলাধঃকরণ।
পালন	পালক	পালিত	পোষণ।
পিপাসা	পিপাসু	পিপাসিত	তৃষ্ণা।
পীড়া	পীড়াশ্রয়ী	পীড়িত	রোগ।
পুরস্কার	পুরস্কারক	পুরস্কৃত	সন্মান।
পূজা	পূজক	পূজিত	অর্চ্চনা।
পূরণ	পূরক	পূর্ণ	ভরণ।
পেষণ	পেষক	পিষিত	মর্দ্দন।
পোষণ	পোষক	পুষ্ট	পালন।
প্রকাশ	প্রকাশক	প্রকাশিত	ব্যক্ত।
প্রক্ষালন	প্রক্ষালক	প্রক্ষালিত	ধৌত করণ।
প্রচার	প্রচারক	প্রচারিত	প্রকাশ।
প্রণাম	প্রণামকারী	প্রণত	প্রণতি।
প্রতারণা	প্রতারক	প্রতারিত	প্রবঞ্চনা।
প্রতিকার	প্রতিকারক	প্রতিকৃত	উপশম।
প্রতিজ্ঞা	প্রতিজ্ঞাতা	প্রতিজ্ঞাত	দৃঢ় স্বীকার।
প্রতিদান	প্রতিদাতা	প্রতিদত্ত	দানের পরিবর্ত্তে দান
প্রতিপত্তি	প্রতিপাদক	প্রতিপন্ন	সম্ভ্রম।
প্রতিপালন	প্রতিপালক	প্রতিপালিত	পোষণ।
প্রতিবাদ	প্রতিবাদী	প্রতিবাদিত	বিরোধ।
প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠাতা	প্রতিষ্ঠিত	সুখ্যাতি।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
প্রতীকার	প্রতীকারক	প্রতীকৃত	উপশম।
প্রতীক্ষা	প্রতীক্ষক	প্রতীক্ষিত	আমোর প্রত্যাশা।
প্রত্যাদেশ	প্রত্যাদেষ্টা	প্রত্যাদিষ্ট	দৈব উপদেশ।
প্রত্যাগমন	প্রত্যাগন্তা	প্রত্যাগত	পুনরাগমন।
প্রবর্ত্তন	প্রবর্ত্তক	প্রবৃত্ত	আরম্ভ করণ।
প্রবাস	প্রবাসী	প্রবাসিত	বিদেশ।
প্রবেশ	প্রবেশক	প্রবিষ্ট	অন্তরে গমন।
প্রভেদ	প্রভেদক	প্রভিন্ন	ভিন্নতা।
প্রমাণ	প্রমাতা	প্রমিত	নিশ্চয়ের কারণ।
প্রযোগ	প্রয়োজক	প্রযুক্ত	অনুষ্ঠান।
প্রলেপ	প্রলেপক	প্রলিপ্ত	ঔষধাদিলেপন।
প্রশংসা	প্রশংসক	প্রশংসিত	সদগুণকথন।
প্রসব	প্রসূতা	প্রসূত	গর্ভহইতে নিঃসরণ।
প্রস্তাব	প্রস্তাবক	প্রস্তাবিত	প্রসঙ্গ।
প্রস্থান	প্রস্থাতা	প্রস্থিত	গমন।
প্রস্থাপন	প্রস্থাপক	প্রস্থাপিত	গমন করাণ।
প্রহার	প্রহারক	প্রহারিত	আঘাত।
প্রাপ্তি	প্রাপক	প্রাপ্ত	লাভ।
প্রার্থনা	প্রার্থক	প্রার্থিত	অভিলষিতের প্রাপ্তীচ্ছা।
প্রেরণ	প্রেরক	প্রেরিত	নিয়োগ।
প্রোক্ষণ	প্রোক্ষক	প্রোক্ষিত	শুদ্ধ্যর্থ জলপ্রক্ষেপ।
বঞ্চনা	বঞ্চক	বঞ্চিত	প্রতারণা।
বধ	ঘাতক	হত	হনন।
বন্দনা	বন্দক	বন্দিত	নমস্কার।
বন্ধন	বন্ধক	বদ্ধ	রোধ করণ।
বপন	বাপক	উপ্ত	বীজনিক্ষেপ।
বর্জ্জন	বর্জ্জক	বর্জ্জিত	ত্যাগ।
বর্ণনা	বর্ণক	বর্ণিত	গুণকথন।
বহন	বাহক	উঢ়	ভার লইয়া যাওন।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
বহিষ্করণ	বহিস্কারক	বহিষ্কৃত	বাহির করণ।
বাঞ্ছা	বাঞ্ছক	বাঞ্ছিত	ইচ্ছা।
বারণ	বারক	বারিত	নিষেধ।
বিক্রয়	বিক্রেতা	বিক্রীত	মূল্য লইয়া দ্রব্যত্যাগ
বিক্রম	বিক্রামক	বিক্রান্ত	প্রতাপ।
বিচার	বিচারক	বিচারিত	যাথার্থ্যের নিরূপণ।
বিচ্ছেদ	বিচ্ছেদক	বিচ্ছিন্ন	বিয়োগ।
বিজ্ঞাপন	বিজ্ঞাপক	বিজ্ঞাপিত	জানাওন।
বিড়ম্বনা	বিড়ম্বক	বিড়ম্বিত	দুঃখের কারণ।
বিদরণ	বিদারক	বিদীর্ণ	ভেদ করণ।
বিনয়	বিনেতা	বিনত	স্তুতি।
বিনাশ	বিনাশক	বিনষ্ট	ধ্বংস।
বিবাহ	বিবাহক	বিবাহিত	দার পরিগ্রহ।
বিবেচনা	বিবেচক	বিবিক্ত	সদসৎ বিচার।
বিভাগ	বিভাগকারী	বিভক্ত	অংশ করণ।
বিরাজ	বিরাজমান	বিরাজিত	সুখেতে স্থিতি।
বিরেচন	বিরেচক	বিরিক্ত	মলাদির অধোনয়ন।
বিরোধ	বিরোধী	বিরুদ্ধ	বিবাদ।
বিলাস	বিলাসক	বিলসিত	দেহসুখানুভব।
বিশ্বাস	বিশ্বাসক	বিশ্বস্ত	প্রত্যয়।
বিশ্রাম	বিশ্রামক	বিশ্রান্ত	বিরাম।
বিশ্লেষ	বিশ্লেষক	বিশ্লিষ্ট	সংযোগের নাশ।
বিষাদ	বিষাদক	বিষণ্ণ	খেদ।
বিসর্জ্জন	বিসর্জ্জক	বিসৃষ্ট	ত্যাগ।
বিস্তার	বিস্তারক	বিস্তৃত	পরিসর।
বিস্মরণ	বিস্মারক	বিস্মৃত	বিস্মৃতি।
বৃদ্ধি	বর্দ্ধক	বর্দ্ধিত	উন্নতি।
বেষ্টন	বেষ্টক	বেষ্টিত	ঘেরণ।
ব্যবচ্ছেদ	ব্যবচ্ছেদক	ব্যবচ্ছিন্ন	পৃথক করণ।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
ব্যবধান	ব্যবধায়ক	ব্যবহিত	আড়াল।
ব্যবহার	ব্যবহারক	ব্যবহৃত	লৌকিক কর্ম্ম।
ব্যভিচার	ব্যভিচারক	ব্যভিচরিত	দুষ্ক্রিয়া।
ব্যাপন	ব্যাপক	ব্যাপ্ত	সর্ব্বত্র গমন।
ব্যুৎপত্তি	ব্যুৎপাদক	ব্যুৎপন্ন	সংস্কার।
ভক্ষণ	ভক্ষক	ভক্ষিত	ভোজন।
ভজন	ভাজক	ভক্ত	উপাসনা।
ভর্জ্জন	ভর্জ্জক	ভৃষ্ট	নির্জ্জল পাক।
ভরণ	ভর্ত্তা	ভৃত	পোষণ।
ভর্ৎসন	ভর্ৎসক	ভর্ৎসিত	তিরস্কার।
ভাবনা	ভাবক	ভাবিত	চিন্তা।
ভিক্ষা	ভিক্ষুক	ভিক্ষিত	যাচ্ঞা।
ভূষণ	ভূষক	ভূষিত	অলঙ্কার।
ভেদ	ভেদক	ভিন্ন	পার্থক্য।
ভোগ	ভোক্তা	ভুক্ত	সুখাদির অনুভব।
ভ্রমণ	ভ্রামক	ভ্রান্ত	পর্য্যটন।
মজ্জন	মজ্জক	মগ্ন	অবগাহন।
মথন	মাথক	মথিত	স্নেহ দ্রব্যের আলোড়ন।
মর্দ্দন	মর্দ্দক	মর্দ্দিত	পেষণ।
মরণ	মারক	মৃত	প্রাণবিয়োগ।
মার্জ্জন	মার্জ্জক	মার্জ্জিত	পরিষ্কার করণ।
মিশ্রন	মিশ্রক	মিশ্রিত	একত্রীকরণ।
মুণ্ডন	মুণ্ডক	মুণ্ডিত	সর্ব্বকেশচ্ছেদন।
মেলন	মেলক	মিলিত	একত্র হওন।
মোচন	মোচক	মুক্ত	ত্যাগ।
মোহন	মোহক	মুগ্ধ	বুদ্ধির ভ্রংশ করণ।
যাচ্ঞা	যাচক	যাচিত	প্রার্থনা।
যাজন	যাজক	যাজিত	যাজকের ক্রিয়া।
যাপন	যাপক	যাপিত	ক্ষেপণ।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
যোগ	যোজক	যুক্ত	মেলন।
রক্ষা	রক্ষক	রক্ষিত	পালন।
রচনা	রচক	রচিত	নির্ম্মাণ।
রমণ	রামক	রত	ক্রীড়া।
রেচন	রেচক	রেচিত	ক্ষরণ।
রোদন	রোদক	রুদিত	ক্রন্দন।
রোধ	রোধক	রুদ্ধ	গতিবারণ।
রোপণ	রোপক	রোপিত	বৃক্ষাদি স্থাপন।
লংঘন	লংঘক	লংঘিত	অতিক্রম।
লিপ্সা	লিপ্সু	লিপ্সিত	লাভেচ্ছা।
লেখন	লেখক	লিখিত	লিপি।
লেপন	লেপক	লিপ্ত	মৃক্ষণ।
লোপ	লোপক	লুপ্ত	প্রচ্ছন্ন
লোভ	লোভী	লুব্ধ	প্রাপ্তীচ্ছা।
শয়ন	শায়ক	শয়িত	নিদ্রা।
শাপ	শাপক	শপ্ত	অমঙ্গল প্রার্থনা।
শাসন	শাস্তা	শাসিত	দমন।
শিক্ষা	শিক্ষক	শিক্ষিত	অভ্যাস।
শুচনা	শোচক	শোচিত	শুদ্ধি।
শোধন	শোধক	শুদ্ধ	দোষের অপনয়ন।
শোষণ	শোষক	শুষ্ক	শুষ্ক করণ।
শ্রবণ	শ্রোতা	শ্রুত	শব্দ গ্রহণ।
শ্লেষ	শ্লেষক	শ্লিষ্ট	সঙ্কেতে নিন্দা।
সংকল্প	সংকল্পক	সংকল্পিত	মানস প্রবৃত্তি।
সংগ্রহ	সংগ্রাহক	সংগৃহীত	একত্র করণ।
সংক্রম	সংক্রামক	সংক্রান্ত	সঞ্চার।
সংক্ষেপ	সংক্ষেপক	সংক্ষিপ্ত	ত্যাগ।
সংযোগ	সংযোজক	সংযুক্ত	দ্রব্যের মেলন।
সংসর্গ	সংসর্জক	সংসৃষ্ট	সঙ্গ।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
সংস্কার	সংস্কারক	সংস্কৃত	স্মৃতির কারণ।
সংহার	সংহারক	সংহৃত	নাশ।
সঙ্কীর্ত্তন	সঙ্কীর্ত্তক	সঙ্কীর্ত্তিত	পুনঃপুনঃ কথন।
সঙ্কোচ	সঙ্কোচক	সঙ্কুচিত	সঙ্কীর্ণতা।
সঞ্চয়	সঞ্চায়ক	সঞ্চিত	সংগ্রহ।
সৎকার	সৎকারক	সৎকৃত	শবদাহ।
সন্তাপ	সন্তাপক	সন্তপ্ত	মনঃপীড়া।
সন্তোষ	সন্তোষক	সন্তুষ্ট	হর্ষ।
সন্দেহ	সন্দেহক	সন্দিগ্ধ	সংশয়।
সমর্পণ	সমর্পক	সমর্পিত	রক্ষার্থে প্রদান।
সমাদর	সমাদারক	সমাদৃত	সম্মান।
সম্পাদন	সম্পাদক	সম্পাদিত	নিষ্পাদন।
সম্প্রদান	সম্প্রদাতা	সম্প্রদত্ত	দান।
সম্বোধন	সম্বোধক	সম্বুদ্ধ	অভিমুখীকরণ।
সম্ভোগ	সম্ভোক্তা	সম্ভুক্ত	বিষয়সুখের গ্রহণ।
সাধন	সাধক	সাধিত	অনুষ্ঠান।
সূচনা	সূচক	সূচিত	প্রস্তাব।
সৃজন	স্রষ্টা	সৃষ্ট	নির্ম্মাণ।
সেচন	সেচক	সিক্ত	সেক।
সেবা	সেবক	সেবিত	পরিচর্য্যা।
স্খলন	স্খালক	স্খলিত	চ্যুতি।
স্তব	স্তাবক	স্তুত	স্তুতি।
স্থান	স্থাতা	স্থিত	স্থান।
স্থাপন	স্থাপক	স্থাপিত	স্থাপন।
স্নান	স্নাতা	স্নাত	অবগাহন।
স্পর্শ	স্পর্শক	স্পৃষ্ট	ছোঁয়া।
স্মরণ	স্মারক	স্মৃত	পূর্ব্বানুভূতের জ্ঞান।
স্বাদন	স্বাদক	স্বাদিত	রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়।
স্বীকার	স্বীকারক	স্বীকৃত	অঙ্গীকার।

ভাববাচ্যের পদ।	কর্ত্তৃবাচ্যের পদ।	কর্ম্মবাচ্যের পদ।	মূলধাতুর অর্থ।
হনন	হন্তা	হত	বধ।
হরণ	হারক	হৃত	অজ্ঞাতে পরদ্রব্য গ্রহণ।
হিংসা	হিংসক	হিংসিত	অনিষ্ট চিন্তা।
হুঙ্কার	হুঙ্কারক	হুঙ্কৃত	বিক্রমসূচক শব্দ।
হেলন	হেলক	হেলিত	নমন।
হোম	হোতা	হুত	অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কারক।

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে, তাহার নাম কারক। এই কারক কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, এই ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়।

১। যে ধাত্বর্থজনক যত্ন বিশিষ্ট হয় তাহার নাম কর্ত্তা।

২। কর্তৃভিন্ন যে ক্রিয়ার ব্যাপ্য হয় তাহার নাম কর্ম্ম।

৩। যাহার দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম করণ।

৪। যদুদ্দেশে দানের ইচ্ছা হয় তাহার নাম সম্প্রদান।

৫। যাহাহইতে বস্তু স্থানান্তরীকৃত হয় তাহার নাম অপাদান।

৬। যাহাতে কোন পদার্থ থাকে তাহার নাম অধিকরণ।

কারক ভেদে বিভক্তি নিরূপণ।

১। ক্রিয়ার উত্তর যে বাচ্যে বিভক্তি ও প্রত্যয় করা যায় সেই কারক উক্ত হয় তাহাতে প্রথমা হয়

কর্ত্তৃ উক্ত, যথা।

আমি চন্দ্র দেখিতেছি। দেখ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইতেছি বিভক্তি হইল, এ কারণ কর্ত্তৃপদ যে অস্মদ্ সে উক্ত হইয়া প্রথমান্ত আমি হইল। এই রূপ, তোমরা ভোজন করিতেছ; তাহারা শয়ন করিতেছ, ইত্যাদি। এবং এই আম্র পাকা; তিনি জাগন্ত; সে মাতাল, ইত্যাদি।

কর্ম্ম উক্ত, যথা।

সে কথা আমার জানা, অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক জ্ঞাত। জান ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে আ হইল, এ কারণ জানা ক্রিয়ার কর্ম্মপদ যে কথা তাহাতে প্রথমা হইল। এই রূপ, সে টাকা আমার গচ্ছান, অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক গচ্ছিত; এই পুস্তক তাহার দেওয়া, অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক দত্ত, ইত্যাদি।

২। দ্বিকর্ম্মক ধাতুর মুখ্য কর্ম্ম উক্ত হয়; যথা, এই কথা আমাকে কহা হইল, অর্থাৎ কথিত হইল। কহ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে আ হইল, এ কারণ কহা ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম্ম যে কথা তাহাতে প্রথমা হইল। এই রূপ, সে পত্র তাঁহাকে লেখা গেল, অর্থাৎ লিখিত হইল; এই পত্র তাঁহাকে পড়ান গেল, অর্থাৎ পাঠিত হইল; সেই টাকা ব্রাহ্মণকে দেওয়া গেল, অর্থাৎ দত্ত হইল, ইত্যাদি।

৩। বিশেষণে ও ক্রিয়ার বিশেষণে প্রথমার একবচন হয়।

বিশেষণে, যথা।

তোমরা বিদ্বান্; তাহারা মূর্খ; জ্ঞানবান্ লোকেরা চিরসুখী হন, ইত্যাদি।

ক্রিয়ার বিশেষণে, যথা।

তিনি শীঘ্র গমন করিতেছেন; উত্তম কহিলেন; ভাল বুঝিলেন, ইত্যাদি।

৪। সম্বোধনে প্রথমা হয়; যথা, হে পরমেশ্বর, আমাকে কৃপা কর; হে বন্ধো, আমার উপকার কর; ওহে ভাই, আমার কথা শুন। এই রূপ, ওগো মহাশয়; অরে দুষ্ট; ওলো ছুঁড়ী, ইত্যাদি।

৫। বিনার্থ আদিশব্দের যোগে প্রথমা হয়; যথা, ঈশ্বর বিনা আমার কে আছে? বিদ্বান্ ব্যতিরেকে সভাতে কেহ মান্য হয় না; ভর্ত্তা বিনা আমি দুঃখিনী হইলাম, ইত্যাদি।

৬। শব্দের উত্তর প্রথমা হয় স্বার্থে; যথা, ঈশ্বর। ঈশ্বর শব্দে ঐশ্বর্য্যশালিকে বুঝাইতেছে, এ কারণ প্রথমা হইল। এই রূপ রাম, কৃষ্ণ, ইত্যাদি।

৭। কর্ম্মেতে দ্বিতীয়া হয়; যথা, রাজা প্রজাদিগকে পালন করিতেছেন। দেখ, কর্তৃভিন্ন পালন ক্রিয়ার ব্যাপ্য প্রজা হইল, অতএব তাহাতে দ্বিতীয়া হইল। এই রূপ, ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেছেন; যোগী ঈশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন, ইত্যাদি।

৮। অপ্রেরণ কালের যে কর্ত্তা প্রেরণ কালে তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়, ও তাহার উত্তর দ্বিতীয়া হয়; যথা, শিষ্য বেদ পাঠ করিতেছে; গুরু শিষ্যকে বেদ পাঠ করাইতেছেন। দেখ, অপ্রেরণ কালের কর্ত্তা যে শিষ্য প্রেরণ কালে তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইল, ও তাহাতে দ্বিতীয়া হইল। এই রূপ, আমি ভোজন করিতেছি; তিনি আমাকে

ভোজন করাইতেছেন। বালক চন্দ্র দেখিতেছে; পিতা বালককে চন্দ্র দেখাইতেছেন, ইত্যাদি।

৯। ভাববাচ্যে ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার যে অনুক্ত কর্ত্তা তাহাতে দ্বিতীয়া হয় বিকল্পে; যথা, তোমাকে কিম্বা তোমার এই কর্ম্ম করিতে হইবে, অর্থাৎ তোমাকর্ত্তৃক এই কর্ম্ম করণ আবশ্যক হইবে। দেখ, ভাবে ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ যে করিতে তাহার অনুক্ত কর্ত্তা যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া হইল। এই রূপ, আমাকে এই পুস্তক পড়িতে হইবে; সে স্থানে তোমাকে যাইতে হইবে, ইত্যাদি।

১০। ধিক্ আদি শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়; যথা, ঈশ্বরেতে যাহার ভক্তি নাই তাহাকে ধিক্; মনুষ্যজন্ম পাইয়া ঈশ্বরের সেবা করিলাম না, আমাকে ধিক্; ঈশ্বরের সেবক লোককেও ধিক্, ইত্যাদি।

১১। সম্প্রদানের উত্তর দ্বিতীয়া হয়; যথা, রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ধন দিতেছেন। ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ধনদান হইল, এ কারণ ব্রাহ্মণ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া হইল। এই রূপ, প্রজা রাজাকে কর দিতেছে; প্রভু ভৃত্যকে পারিতোষিক দিতেছেন, ইত্যাদি।

১২। অনুক্ত কর্ত্তাতে ষষ্ঠী হয়; যথা, এই পুস্তক পণ্ডিতের রচা, অর্থাৎ পণ্ডিতকর্ত্তৃক রচিত। রচ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে আ হইল, এ কারণ রচা ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ যে পণ্ডিত, সে উক্ত না হওয়াতে, তাহার উত্তর ষষ্ঠী হইল। এই রূপ, আমি তাঁহার লেখা পুস্তক পাঠ করিয়াছি; তুমি আমার বলা কথা অর্থাৎ উক্ত কথা শুনিলা না, ইত্যাদি; এবং তোমার আপনার লেখা লিপিখানি তাঁহার পড়াও শুনিলাম, ইত্যাদি।

১৩। ভাব প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অনুক্ত কর্ম্মেতে ক্বচিৎ ষষ্ঠী হয়; যথা, আমি বহু তপস্যা করিয়াও পরমেশ্বরের দেখা অর্থাৎ দর্শন পাইলাম না। দেখ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে আ করাতে দেখা ক্রিয়ার অনুক্ত কর্ম্মপদ যে পরমেশ্বর, তাহাতে ষষ্ঠী হইল। এই রূপ, শ্রীমদ্ভাগবতের পড়া অর্থাৎ পাঠ শুনিলাম, ইত্যাদি।

১৪। সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়; যথা, আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে অর্থাৎ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনুগ্রহে সুখে আছি; তোমরা দয়ালু রাজার রাজ্যেতে অর্থাৎ দয়ালু রাজসম্বন্ধীয় রাজ্যেতে বাস করিতেছ; তিনি আমার পুত্রকে অর্থাৎ মৎসম্বন্ধীয় পুত্রকে ভাল বাসেন, ইত্যাদি।

১৫। করণবোধক দ্বারা ও দিয়া শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়; যথা, মনুষ্য জিহ্বার দ্বারা কথা কহে, হস্তের দ্বারা কর্ম্ম করে, চরণের দ্বারা গমন করে, ইত্যাদি; এবং আহাদের দিয়া কর্ম্ম চলে না; তোমাদের দিয়া অনেক উপকার পাই, ইত্যাদি। কিন্তু দ্বারা ও দিয়া শব্দ অনেক স্থানে সমাসান্ত ব্যবহৃত হয়; যথা, হস্তদ্বারা কর্ম্ম করি, মুখদিয়া কহি, ইত্যাদি।

১৬। প্রতি শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়।

১৭। ঈর্ষ্যা দ্বেষ ক্রোধ আদি যাহার উপরে হয়, তাহার উত্তর প্রতি শব্দের যোগ হয়; যথা, হিংসক লোক পরের উন্নতি দেখিলে তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করে; তাহার প্রতি দ্বেষ করে; বিজ্ঞ লোকেরা অপরাধির প্রতিও ক্রোধ করেন না, ইত্যাদি।

১৮। কর্ম্মাদি কারক বিবর্জ্জিত অমুক অনুক্ত কর্ত্তা

উত্তর প্রতি শব্দের যোগ হয় বিকল্পে; যথা, এই প্রশ্ন কাহাকে কিম্বা কাহার প্রতি জিজ্ঞাসিত হইল? এই ব্যঙ্গ কাহাকে কিম্বা কাহার প্রতি উক্ত হইল? এই পত্র আমাকে কিম্বা আমার প্রতি লিখিত হইয়াছে, ইত্যাদি।

১৯। অপাদানবোধক হইতে শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়, কিন্তু একবচনে হইতে শব্দ প্রায় সমাসান্ত ব্যবহৃত হয়।

২০। যাহাদের হইতে চলন ও ভয় ও নিন্দা ও পরাজয় ও গ্রহণ ও উৎপত্তি ও রক্ষা ও বিরাম ও অন্তর্দ্ধান ও বারণ ও ন্যূনতা ও আধিক্য ও পার্থক্য বুঝায়, তাহাদের উত্তর হইতে শব্দের যোগ হয়; যথা, বৃক্ষহইতে ফল পড়িতেছে; কূপহইতে জল তুলিতেছে; ব্যাঘ্রদের হইতে ভয় পাইলাম; লোকদের হইতে নিন্দিত হইলাম; শত্রুদের হইতে পরাজিত হইলাম; ভাণ্ডারহইতে অর্থ লইলাম; মৃত্তিকাহইতে বৃক্ষ জন্মিল; পরমেশ্বর বিপদহইতে আমাকে রক্ষা করিলেন; এত দিনে কর্ম্মহইতে বিশ্রাম পাইলাম; ঈশ্বরহইতে কোথায় লুক্কায়িত হইবা? আমি শোকহইতে নিবারিত হইলাম; তিনি তোমাহইতে বড়, আমিও তোমাহইতে ক্ষুদ্র নহি; আমি তাঁহাদের হইতে পৃথক্ হইয়াছি, ইত্যাদি।

২১। সহিতাদি শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়; যথা, রাজা চতুরঙ্গি সেনার সহিত গমন করিতেছেন; মুনিরাজ ষষ্ঠি সহস্র শিষ্যের সহিত রাজবাটীতে অতিথি হইলেন; আমি ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করিলাম, ইত্যাদি।

২২। আধারে সপ্তমী হয়। এই আধার সামীপ্য ও একদেশ ও বিষয় ও ব্যাপ্তি এই চতুঃপ্রকারে বিভক্ত হয়।

সামীপ্যাধার, যথা,

যে গঙ্গাতে বাস করে, অর্থাৎ গঙ্গার সমীপে বাস করে, সে গঙ্গাবাসী।

একদেশ আধার, যথা,

তিনি নগরেতে বাস করেন, অর্থাৎ নগরের একদেশে বাস করেন; পশু বনেতে থাকে, অর্থাৎ বনের একদেশে থাকে; পুস্তক গৃহেতে আছে, অর্থাৎ গৃহের একদেশে আছে, ইত্যাদি।

বিষয়াধার, যথা,

তিনি সাংসারিক কর্ম্মে অতি নিপুণ, অর্থাৎ সাংসারিক কর্ম্মবিষয়ে অতি নিপুণ; এবং ধর্ম্মেতেও বিজ্ঞ, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে বিজ্ঞ; কিন্তু ক্রীড়াতে অতি অপটু, অর্থাৎ ক্রীড়াবিষয়ে অতি অপটু, ইত্যাদি।

ব্যাপ্ত্যাধার, যথা,

শরীরেতে আত্মা আছেন, অর্থাৎ সকল শরীর ব্যাপিয়া আত্মা আছেন; জলেতে মধুরত্ব আছে, অর্থাৎ সকল জল ব্যাপিয়া মধুরত্ব আছে; দুগ্ধেতে ঘৃত আছে, অর্থাৎ সকল দুগ্ধ ব্যাপিয়া ঘৃত আছে, ইত্যাদি।

২৩। কালবাচক শব্দের উত্তর সপ্তমী হয়; যথা, দিবসে সূর্য্যোদয় হয়; রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হয়; বসন্তে বৃক্ষের নব পল্লবাদি হয়, ইত্যাদি।

২৪। সাধন ও হেতু ও তেদের করণ সংজ্ঞা হয়, তাহাতে সপ্তমী হয়।

সাধন, যথা,

আমি চক্ষুতে দেখিলাম, অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখিলাম;

কর্ণেতে শুনিলাম, অর্থাৎ কর্ণের দ্বারা শুনিলাম ; মনেতে বুঝিলাম, অর্থাৎ মনের দ্বারা বুঝিলাম, ইত্যাদি।

হেতু, যথা,

তোমার পিতামাতার পুণ্যেতে, অর্থাৎ পুণ্যহেতুক, তুমি সুখে থাকিবা ; তাহাদের পাপেতে, অর্থাৎ পাপহেতুক, তাহারা উচ্ছিন্ন হইবে ; পরমেশ্বরের নাম করাতে, অর্থাৎ নামকরণহেতুক, সে পরিত্রাণ পাইল, ইত্যাদি।

ভেদ, যথা,

দশরথ নামে, অর্থাৎ দশরথ এই নামভেদে, এক রাজা ছিলেন, ইত্যাদি।

২৫। সমূহার্থবাচক শব্দ উক্ত কর্ত্তা হইলে, তাহাতে সপ্তমীর এক বচন হয় ; যথা, সকলে এই কথা কহিলেন ; অনেকে তাহা জানেন ; প্রত্যেকে তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন, ইত্যাদি।

২৬। উক্ত কর্ত্তাতে সপ্তমী হয় বিকল্পে ; যথা, এই কথা লোকে বলে, কিম্বা লোক বলে ; ইহাকে ভূতে পাইয়াছে, কিম্বা ভূত পাইয়াছে ; আমাকে সর্পে কামড়াইল, কিম্বা সর্প কামড়াইল, ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত কর্ত্তাতে সপ্তমী হওয়া সুব্যবস্থা নহে।

২৭। গমনার্থক ও আরোহণার্থকাদি ধাতুর কর্ম্মেতে সপ্তমী হয়।

গমনার্থক, যথা,

বালক পাঠশালাতে গমন করিল ; তিনি গৃহেতে আইলেন ; পথে লোক চলিতেছে, ইত্যাদি।

আরোহণার্থক, যথা,

রাজা রথে আরোহণ করিলেন; সৈন্যগণ অশ্বেতে আরোহণ করিল; শত্রুগণ পর্ব্বতে উঠিল, ইত্যাদি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বাক্য লিখিবার ধারা।

ক্রিয়া বা কারকান্বিত যে পদসমূহ, তাহার নাম বাক্য; এই বাক্য কর্ত্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মণি বাচ্যে ও ভাববাচ্যে, এই তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তৃপদের প্রাধান্য প্রযুক্ত প্রথমে কর্ত্তৃপদ অন্তে ক্রিয়াপদ স্থাপিত হয়; যথা, আমি লিখিতেছি; তুমি পড়িতেছ; তিনি শুনিতেছেন, ইত্যাদি।

কর্ম্ম বিবক্ষা থাকিলে কর্ম্মপদ ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে স্থাপিত হয়; যথা, আমি পুস্তক দেখিতেছি; তুমি কর্ম্ম করিতেছ; তিনি কথা শুনিতেছেন, ইত্যাদি।

দুই কর্ম্ম থাকিলে মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে গৌণ কর্ম্মপদ স্থাপিত হয়; যথা, আমি তোমাকে এই কথা কহিলাম; তুমি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলা; তিনি আমাকে পুস্তক পড়াইলেন; সে তাহাকে দশ টাকা দিল, ইত্যাদি।

করণপদ ও অধিকরণপদ ও অপাদানপদ কর্ত্তৃপদের পরে কখন কখন পূর্ব্বে স্থাপিত হয়; যথা, আমি আপন হস্তে কর্ম্ম করিলাম; তুমি আপন চক্ষুতে তাহা দেখিলা; খড়্গের দ্বারা তাহা ছেদন করিলা, ইত্যাদি। তিনি শয্যাতে শয়ন

করিলেন; আমি অশ্বেতে আরোহণ করিলাম; সে পীঠেতে বসিল, ইত্যাদি। এবং তিনি এস্থানহইতে গেলেন; বৃক্ষহইতে ফল পড়িল; আমি তথাহইতে আইলাম, ইত্যাদি।

সম্বোধনপদ সকলের প্রথমে স্থাপিত হয়; যথা, হে ঈশ্বর, আমাকে ত্রাণ কর; হে মিত্র, আমার উপকার কর; ওহে ভাই, এস্থানে আইস, ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্যের বাক্য, যথা,

কর্ম্মণি বাচ্যে কর্ম্মপদের প্রাধান্য প্রযুক্ত প্রথমে কর্ম্মপদ অন্তে ক্রিয়াপদ স্থাপিত হয়, এবং ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপদ স্থাপিত হয়; যথা, এই পুস্তক পণ্ডিতের রচা; এই বাক্য তাঁহার উক্ত; এই জল তাঁহার আনীত, ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশেষ্য কর্ম্মপদের অন্য ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকিলে বিশেষণ যে ক্রিয়াপদ, সে বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে স্থাপিত হয়; যথা, তিনি পণ্ডিতের রচা পুস্তক পড়িতেছেন; আমি তাঁহার উক্ত এই বাক্য শুনিলাম; সে তাহার আনীত জল পান করিল, ইত্যাদি।

ভাববাচ্যের বাক্য, যথা,

ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদের প্রাধান্য প্রযুক্ত প্রথমে ভাবক্রিয়াপদ অন্তে কর্ত্তৃপদ স্থাপিত হয়; যথা, এই লেখা আমার; এই উক্তি তাহার; এই খেলা বালকের, ইত্যাদি।

এই ভাবক্রিয়াপদ অন্য ক্রিয়ার কারক হইলে আপন কারকপদের অন্তে স্থাপিত হয়; যথা, আমি তোমার দেখা পাইলাম; তিনি আমার পড়া শুনিলেন; সেস্থানে যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য, তাহা বলা তোমার উচিত ছিল, ইত্যাদি।

ইহা সামান্য ধারা লিখিলাম, কিন্তু ইহার ফল এই, বাক্যের যে যে পদ যেমন প্রধান হয়, সে তদনুসারে বাক্যের প্রথমে ও মধ্যে ও অন্তে স্থাপিত হয়।

বিশেষ্য বিশেষণপদ স্থাপনের ধারা।

ক্রিয়ার বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও গুণবাচক বিশেষণ ও সমাসকৃত বিশেষণ, এই চতুঃপ্রকারে বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ্য পদের প্রাধান্য প্রযুক্ত প্রথমে বিশেষ্য পদ অন্তে বিশেষণ পদ স্থাপিত হয়।

ক্রিয়ার বিশেষণ, যথা,

তাহার দৃষ্টি সরল; বায়ুর গতি কুটিল; তাহার দর্শন আনন্দদায়ক, ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, যথা,

তিনি অতিশয় ভোক্তা; তুমি বড় দাতা; পরমেশ্বর ত্রাণকর্ত্তা, ইত্যাদি।

গুণবাচক বিশেষণ, যথা,

তিনি বুদ্ধিমান্; তুমি বিদ্বান্; তাঁহারা মর্য্যাদাবান্, ইত্যাদি।

সমাসকৃত বিশেষণ, যথা,

এই মনুষ্য দুর্ম্মুখ; এই স্ত্রী সুমুখী; সে নারী ক্ষীণাঙ্গী, ইত্যাদি।

কিন্তু বিশেষ্য পদ ভবনক্রিয়া ভিন্ন কোন ক্রিয়ার কারক

হইলে, তাহার পূর্ব্বে বিশেষণপদ স্থাপিত হয়; এবং সমাপক ক্রিয়ার পূর্ব্বে ক্রিয়ার বিশেষণ স্থাপিত হয়।

ক্রিয়ার বিশেষণ, যথা,

আমি শীঘ্র যাইতেছি; তিনি উত্তম লিখিয়াছেন; ভাল বুঝিয়াছেন, ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, যথা,

কর্ম্মকারক ব্যক্তি বেতন পায়; তাহার উক্ত কথা শুনিলাম; তোমার দত্ত পুস্তক পাঠ করিতেছি, ইত্যাদি।

গুণবাচক বিশেষণ, যথা,

ধার্ম্মিক লোক মিথ্যা কথা কহে না; গুণবান্ লোক অহঙ্কার করে না; বলবান্ মনুষ্য সর্ব্বদা ক্রোধ করে, ইত্যাদি।

সমাসকৃত বিশেষণ, যথা,

মৃগলোচনা স্ত্রী সকলের মনোরমা হয়; এক দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণকে দেখিলাম; এক লম্বোদর মনুষ্য যাইতেছে, ইত্যাদি।

ই, ও, কি, বা, না, কিন্তু, বরং, যদি, যদ্যপি, তবে, তথাপি, সুতরাং, যেন, অতএব, কেননা, ইত্যাদি অব্যয়শব্দ যে যে অর্থে যে যে স্থলে স্থাপিত হয়, তাহার উদাহরণ।

ই শব্দ, যথা,

ই শব্দ কেবলার্থে ও নিশ্চয়ার্থে পদের অন্তে স্থাপিত হয়।

কেবলার্থে, যথা, এ তোমারই কর্ম্ম, অর্থাৎ কেবল তোমার কর্ম্ম; সেস্থানে তাহাই ছিল, অর্থাৎ কেবল তাহা ছিল; আমার অর্থই প্রয়োজন, অর্থাৎ কেবল অর্থ চাহি, ইত্যাদি।

নিশ্চয়ার্থে, যথা, আমি আসিতেই তুমি উঠিলা, অর্থাৎ যে সময়ে আমি আইলাম নিশ্চিত সেই সময়ে তুমি উঠিলা; আমি চাহিলেই তুমি দিবা, অর্থাৎ চাহিলে নিশ্চয় দিবা; আমি যাইতেই পারি না, অর্থাৎ যাইতে নিশ্চয় সমর্থ হই না, ইত্যাদি।

ও শব্দ, যথা,

ও শব্দ পদভেদ ও অনুসঙ্গ ও পূর্ব্বক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বুঝাইতে উভয় পদের মধ্যে স্থাপিত হয়।

পদভেদ, যথা, রামকৃষ্ণ ও হরদেব ও গঙ্গাধর ও জগন্নাথ এখানে আইল; গো ও মেষ ও মহিষ ও ছাগল চরিতেছে; আমি সেই কর্ম্ম ও এই কর্ম্ম চালাইতেছি, ইত্যাদি।

অনুসঙ্গার্থে, যথা, সে স্থানে আমিও ছিলাম, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনেকের সঙ্গে আমি ছিলাম; তুমিও কহিলা, অর্থাৎ অনেকে কহিল, তাহার সঙ্গে তুমি কহিলা; ইহা তাহাদেরও কর্ত্তব্য, ইত্যাদি।

অসম্পূর্ণতার্থে, যথা, তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না; না দেখিয়াও দেখেন; না করিয়াও করেন, ইত্যাদি।

কি শব্দ, যথা,

কি শব্দ কিম্বা ও জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য অর্থ বুঝাইতে স্থাপিত হয়।

কিম্বার্থে, যথা, আমি কি তুমি এক জন যাইব; অন্ন কি রুটী এক খাইব; স্বর্গে কি নরকে এক স্থানে যাইতে হইবে, ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসার্থে, যথা, আমি কি করিব? আমি কি বসিয়া থাকিব? তাহাতে কি ক্ষতি? ইত্যাদি।

আশ্চর্য্যার্থে, যথা, তাঁহার কি রূপ! অর্থাৎ আশ্চর্য্য রূপ; আমার কি কপাল! অর্থাৎ আশ্চর্য্য কপাল, ইত্যাদি।

বা শব্দ, যথা,

বা শব্দ কিম্বা অর্থে ও ব্যবস্থান্তর বুঝাইতে পদদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়।

কিম্বার্থে, যথা, আমি এই কর্ম্ম বা ঐ কর্ম্ম এক করিতে পারি; তুমি বা আমি এক জন যাইব; নৌকাতে বা অশ্বে যাইব।

ব্যবস্থান্তর বুঝাইতে, যথা, তাহা করিলে ভাল হয়, না করিলেই বা দোষ কি? তাহা করিব না, যদি বা করি তাহাতে ক্ষতি কি?

না শব্দ, যথা,

না শব্দ নিষেধার্থে বাক্যের আদ্য ক্রিয়ার আদিতে এবং সমাপক ক্রিয়ার শেষে স্থাপিত হয়; যথা, আমি তোমাকে না বলিয়া কোন কর্ম্ম করিব না; তুমি না গেলে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না; তাহা যদি না বল, তবে ভাল হইবে না; আমি যদি না যাই, তবে তুমি আসিবা, ইত্যাদি।

কিন্তু শব্দ, যথা,

পূর্ব্ববাক্যের বিপরীতার্থে বাক্যের আদিতে কিন্তু শব্দ

স্থাপিত হয়; যথা, তাহা করিতে হয় বটে, কিন্তু করিতে আমার সামর্থ্য নাই; ইহা করিতেছ, কর, কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি হইবে না; তুমি বারণ করিতেছ বটে, কিন্তু তাহা মানিবে না, ইত্যাদি।

বরং শব্দ, যথা,

ন্যূনাতিরেক বুঝাইতে অতিরেক বাক্যের পূর্ব্বে বরং শব্দ স্থাপিত হয়; যথা, চুরি করা অপেক্ষা বরং ভিক্ষা করা ভাল; মানি লোকের অপমান অপেক্ষা বরং মৃত্যু ভাল; বরং পণ্ডিত শত্রু ভাল, তথাপি মূর্খ মিত্র ভাল নহে; বরং উত্তম এক পুত্র ভাল, তথাপি দুষ্ট বহু পুত্র ভাল নহে, ইত্যাদি।

যদি ও তবে শব্দ, যথা,

সন্দেহ স্থলে কর্তৃপদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যদি শব্দ স্থাপিত হয়, এবং সন্দেহবাক্যের পরে অন্য বাক্যের পূর্ব্বে তবে শব্দ স্থাপিত হয়; যথা, তিনি যদি আমার উপকার করেন, তবে আমিও তাঁহার উপকার করিব; যদি তাহা সিদ্ধ হয়, তবে ভাল হয়।

যদ্যপি ও তথাপি শব্দ, যথা,

পূর্ব্ববাক্যের পরে যদি বিপরীতার্থ বাক্য থাকে, তবে পূর্ব্ববাক্যের পূর্ব্বে যদ্যপি ও পরবাক্যের পূর্ব্বে তথাপি শব্দ স্থাপিত হয়; যথা, যদ্যপি তাঁহার অনেক ধন ও জন ও বল আছে, তথাপি তিনি অহঙ্কার করেন না; যদ্যপি তুমি অতি বলবান্, তথাপি তোমাকে তৃণ জ্ঞান

করি; যদ্যপি আমি নির্ধন, তথাপি ধনবানেরা আমাকে মান্য করেন, ইত্যাদি।

সুতরাং শব্দ, যথা,

উপায়শূন্য হইয়া স্বীকার বুঝাইতে বাক্যের মধ্যে সুতরাং শব্দ স্থাপিত হয়; যথা, রাজা আজ্ঞা করিলে, সুতরাং আমাদের তাহা করিতে হয়; সে যদি আমার কথা না মানে, তবে সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিব; এই দেশের এই ব্যবহার সুতরাং না করিয়া থাকিতে পারি না, ইত্যাদি।

যেন শব্দ, যথা,

যেন শব্দ প্রার্থনা স্থলেতে প্রয়োগ হয়; যথা, হে পরমেশ্বর, আমার মন যেন কুপথে না যায়, আমি যেন সুখে থাকি, তোমার ভক্তগণের যেন মঙ্গল হয়, এই নিমিত্তে সর্ব্বদা তোমার কাছে প্রার্থনা করি, ইত্যাদি।

অতএব শব্দ, যথা,

অতএব শব্দ এই কারণ অর্থে উভয় বাক্যের মধ্যে স্থাপিত হয়; যথা, আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, অতএব তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না; তুমি অনেকের উপকার করিয়াছ, অতএব পরমেশ্বর তোমার উপকার করিবেন; কুসংসর্গে অনেক পাপ আছে, অতএব কহিতেছি কুসংসর্গ করিও না, ইত্যাদি।

কেননা শব্দ, যথা,

কি হেতুক, এই অর্থে কেননা শব্দ প্রয়োগ হয়; যথা, আমি অবশ্য তাঁহার উপকার করিব, কেননা তিনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন; আমি এই দ্রব্য খাইতে

সম্মত নহি, কেননা এক বার ইহা খাইয়া মৃততুল্য হইয়াছিলাম; তিনি এখানে আসিবেন না, কেননা এখানে আসাতে তাঁহার অপমান আছে, ইত্যাদি।

ষোড়শ অধ্যায়।

বঙ্গভাষার শ্লোকের বিবরণ।

ছন্দেতে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ স্বরেতে রচিত চারি চরণ বিশিষ্ট যে বিন্যস্ত সমূহ বাক্য, তাহাকে পণ্ডিতের শ্লোক ও কবিতা কহেন; এবং শ্লোকের চতুর্থাংশের প্রত্যেক অংশকে চরণ ও পদ কহেন।

আর এক এক চরণের অন্তে যে বর্ণ থাকে, অর্থাৎ যে হলবর্ণের পর যে স্বরবর্ণ থাকে, কিম্বা যে স্বরবর্ণের পর যে হলবর্ণ থাকে, তাহা যদি অন্য চরণের অন্তে থাকে তবে ঐ দুই চরণে পরস্পর মেলন হয়।

পয়ারের লক্ষণ, যথা।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পয়ার ছন্দ কহেন।

পয়ার ছন্দের শ্লোক, যথা,

বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শরদ শশী সে মুখের তুলা।
তার পদনখে পড়ে আছে কত গুলা॥

লঘু ত্রিপদি ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে বিংশতি স্বরবর্ণ থাকে, ও ষষ্ঠ বর্ণের সহিত দ্বাদশ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে লঘু ত্রিপদি ছন্দ কহেন।

লঘু ত্রিপদি ছন্দের শ্লোক, যথা,

গৃধিনী গঞ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত, রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁশ জড়াইয়া, গুণ গড়াইয়া, থুইল ভ্রূধনু ছলে॥
অধর বিম্বুব, থাইতে মধুর, চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক, বাড়াইল নাক, মদনের শুকপাখি॥

দীর্ঘ ত্রিপদি ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে ষড়বিংশতি স্বরবর্ণ থাকে, ও অষ্টম বর্ণের সহিত ষোড়শ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে দীর্ঘ ত্রিপদি ছন্দ কহেন।

দীর্ঘ ত্রিপদি ছন্দের শ্লোক।

এ তোর মাসিরে বাপা, কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা,
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ, ধরি দিতে পারি চাঁদ,
কুলের কামিনী আনি ছলে
রায় বলে তুমি মাসী, হিরা বলে আমি দাসী,
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে, মা বলিল যশোদারে,
পুরাণে পুরাং লোক শুনে॥

লঘু ভঙ্গ ত্রিপদির লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের আদ্য চরণে ষোড়শ স্বরবর্ণ থাকে, ও অষ্টম বর্ণের সহিত ষোড়শ বর্ণের মেলন থাকে, এবং দ্বিতীয় চরণে বিংশতি স্বরবর্ণ থাকে, এবং ষষ্ঠ বর্ণের সহিত দ্বাদশ বর্ণের ও অষ্টাদশ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের ন্যায় তৃতীয় চরণ ও দ্বিতীয় চরণের ন্যায় চতুর্থ চরণ হয়, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী কহেন।

লঘু ভঙ্গ ত্রিপদি ছন্দের শ্লোক।

মালিনী তো কিল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন, মারিলি তেমন, পাইবি আপন ক্রিয়া।
নষ্টের এমন গুণ, পৃষ্ঠে মাখাইয়া চুন,
কি দোষ পাইয়া, অরে কোটালিয়া, করিলি মারিয়া, খুন।

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদির লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের আদ্য চরণে বিংশতি স্বরবর্ণ থাকে, ও দশ বর্ণের সহিত বিংশতি বর্ণের মেলন থাকে, এবং দ্বিতীয় চরণে ষড়বিংশতি স্বরবর্ণ থাকে, ও অষ্টম বর্ণের সহিত ষোড়শ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের ন্যায় তৃতীয় চরণ ও দ্বিতীয় চরণের ন্যায় চতুর্থ চরণ হয়, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদি ছন্দ কহেন।

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদি ছন্দের শ্লোক।

প্রভাত হইল বিভাবরী, বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখী তোলে ধরাধরি করি।
কান্দে বিদ্যা পড়িয়া ভূতলে, ধারা বহে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে।

লঘু চতুষ্পাদি ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে ত্রয়োবিংশতি স্বরবর্ণ থাকে, ও ষষ্ঠ বর্ণের সহিত দ্বাদশ বর্ণের অষ্টাদশ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে লঘু চতুষ্পাদি ছন্দ কহেন।

লঘু চতুষ্পাদি ছন্দের শ্লোক।

দেখিয়া সুন্দর, রূপমনোহর, স্মরে জর স্মর, যত রমণী।
কবরী ভূষণ, কাচলী কসন, কটির বসন, খসে অমনি॥
চলিতে না পারে, দেখাইয়া ঠারে, এ বলে উহারে, দেখ লো সই।
মদন জ্বালায়, তনু জ্বলে যায়, বকুল তলায় বসিয়া ওই।

একাবলী ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে একাদশ স্বরবর্ণ থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে একাবলী ছন্দ কহেন।

একাবলী ছন্দের শ্লোক।

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিতো হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুদায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥

তোটক ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে দ্বাদশ স্বরবর্ণ থাকে. এবং তৃতীয় বর্ণ ও ষষ্ঠ বর্ণ ও নবম বর্ণ গুরু হয় ও অন্য বর্ণ লঘু হয়, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, তাহাকে পণ্ডিতেরা তোটক ছন্দ কহেন।

তোটক ছন্দের শ্লোক।

নৃপনন্দন কামরসে রসিযা।
পরিধান ধুতী পড়িছে খসিযা॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল॥

মালঝাঁপ ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ থাকে. ও চতুর্থ বর্ণের সহিত অষ্টম বর্ণের ও দ্বাদশ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মালঝাঁপ ছন্দ কহেন।

মালঝাঁপ ছন্দের শ্লোক।

কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল, ঝাঁকে।
ধরি বাণ, খরশান, হান হান, ডাকে॥
চোর ধরি, ছরি ছরি, শব্দ করি, কয়।
কে আমারে, আর পারে, আর কারে, ভয়॥

চামর ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে চামর ছন্দ কহেন।

চামর ছন্দের শ্লোক।

ভূতময় তেঁচারি ভট্ট কাঞ্চীপুর যায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্রদিহ শীর ভূমি নায়কে।
রাজপুত্র কি কথা বিশেষ সে শুনায়কে॥

মালতী ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মালতী ছন্দ কহেন।

মালতী ছন্দের শ্লোক।

ওলো ধনী পুনর্ব্বার একটি বার চাও লো।
বাঁচি কি না বাঁচি ইথে বুঝে যাই তাও লো॥
কিন্তু শুনিয়াছি পুরাতন লোকে কয় লো।
বিষের ঔষধ বিষ বিষে বিষ ক্ষয় লো॥

ললিত ঝাঁপ ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ থাকে, এবং চতুর্থ বর্ণের সহিত অষ্টম বর্ণের ও দ্বাদশ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে ললিত ঝাঁপ ছন্দ কহেন।

ললিত ঝাঁপ ছন্দের শ্লোক।

স্তনভারে, একেবারে, চলিবারে ললনা।
তাহে অতি, সে যুবতি, মৃদুগতি, চলনা॥
নিশিযোগে, সুখভোগে, সে কি যোগে, যাইত,
মনোরথ, যদি রথ, সে মন্মথ, না দিত।

লঘু ললিত ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে চতুর্বিংশতি স্বরবর্ণ থাকে, এবং ষষ্ঠ বর্ণের সহিত দ্বাদশ বর্ণের ও অষ্টাদশ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে লঘু ললিত ছন্দ কহেন।

লঘু ললিত ছন্দের শ্লোক।

কটাক্ষ সন্ধানে, আপনার পানে, ওলো সুলোচনে, চেয় না চেয় না।
উহার বেদনা, তুমি তো জান না, অনর্থ যাতনা, পেয় না পেয় না॥
ও যে খরতর, নয়নের শর, কে বা আত্ম পর, জানে না জানে না।
পড়িলে রূপসী, খরধার অসি, কাহার বলিয়া, মানে না মানে না॥

দীর্ঘ ললিত ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে একত্রিংশৎ স্বরবর্ণ থাকে, এবং অষ্টম বর্ণের সহিত ষোড়শ বর্ণের মেলন থাকে, এবং আদ্য চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে দীর্ঘ ললিত ছন্দ কহেন।

দীর্ঘ ললিত ছন্দের শ্লোক।

উদয় হইল বিধু, তাহে বায়ু বহে মৃদু,
কুহু কুহু ডাকে, বাধা মানে না গো মানে না।
সে ধনী নবীন বালা, ঘটেছে নবীন জ্বালা,
বিরহ কেমন কভু জানে না গো জানে না॥
কেমনে বাঁচিবে সখি, কুপথ্য সকলি দেখি,
বুঝি আর এ যাতনা ঘুচে না গো ঘুচে না।
উপায় না দেখি আর, সখি বুঝি এই বার,
বিরহ বিষম জ্বরে বাঁচে না গো বাঁচে না॥

দীর্ঘ চতুষ্পদি ছন্দের লক্ষণ।

যে ছন্দে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে একত্রিংশৎ স্বরবর্ণ থাকে, এবং অষ্টম বর্ণের সহিত ষোড়শ বর্ণের ও চতুর্বিংশতি বর্ণের মেলন থাকে, এবং প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের ও তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মেলন থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে দীর্ঘ চতুষ্পদি কহেন।

দীর্ঘ চতুষ্পদি ছন্দের শ্লোক।

প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই, উঠ চল যাই সই,
কি হইবে থাকিলে।
তবে তো পাইব সুখ, হেরিব তাহার মুখ, সহিয়ে এতেক দুখ,
প্রাণে সখি বাঁচিলে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আদ্য জকার ভেদ।

জটায়ু জনতা জয় জপ জনার্দ্দন।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্ময় জগৎ জীবন॥
জনক জননী জন্ম জাহ্নবী জল্পন।
জীর্ণ জ্বর জ্বালা জংঘা জব জরা জন॥
জয়ন্ত্রী জুগুপ্সা জৃম্ভা জম্বুক জ্বলন।
জিগীষা জীবিকা জ্যোৎস্না জোটক জম্ভন॥
জায়া জিহ্বা জলৌকস জল জাগরণ।
জীরক জম্বীর জার জানু জ্যা জঘন॥
জাপ্য জাড্য জাতীফল জয়ন্তী জেমন।
জলদ জর্জ্জর জাতি জঙ্গম জবন॥
জতুক জাতুক জম্বু জিত জিন জতু।
জবস জিজ্ঞাসা জন্য জড় জীব জন্তু॥
জ্যেষ্ঠ জৈ্যষ্ঠ জ্যোতিষ জম্বাল জঘন্যজ।
জামাতা জঠর জাল জাল্ম জৈত্রধ্বজ॥
জীমূত জনমেজয় জটী জটা জূট।
বর্ণ জকারাদি শব্দ ভাষা কৃত স্ফুট॥

মধ্য জকার ভেদ।

পরাজয় উদ্বেজক উপার্জ্জন।
ভুজগ ভুজঙ্গ কুজন বর্জ্জন॥
ব্যজন ব্যঞ্জন ভোজন ভাজন।
রজনী রাজীব তর্জ্জনী তর্জ্জন॥

পর্জন্য রঞ্জন অর্জুন গর্জন।
তেজন মঞ্জন রজক দুর্জন॥
মঞ্জুল বঞ্জুল কজ্জল অঞ্জন।
রজত কিঞ্জল্ক খর্জুর খঞ্জন॥
ধনঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় বিসর্জন।
বিজয় দুর্জয় অজয় মার্জন॥
অজগর পঞ্জর ধূর্জটি গঞ্জন।
যোজন মজ্জন ভর্জন ভঞ্জন॥
পারিজাত যজমান নিযোজন।
শব্দ মধ্যস্থিত জকৃত বর্ণন॥

অন্ত্য জকার ভেদ।

পূজ্য পূজা রাজ্য রাজা ভুজ বাজী গজ।
ভোজ্য দ্বিজ মুঞ্জা নিজ লজ্জা প্রজা রজঃ॥
ধ্বজ বজ্র তেজঃ বীজ মজ্জা খঞ্জ কুব্জ।
রজ্জু বর্জ্য বিভঞ্জ কালজ সজ্জ অজ॥
আত্মজ শৈলজ কুজ সরোজ পঙ্কজ।
কুঞ্জ পুঞ্জ রঞ্জাদয়ঃ পদান্ত বর্গ্যজঃ॥

তালব্য শকার ভেদ।

তালব্য শাদিগণ, যথা,

শিব শুভ শম্ভু শম্ভু শশাঙ্ক শঙ্কর।
শলাক শলাটু শলা শাণ্ডিল্য শফর॥
শুদ্ধ শোভা শিষ্ট শুচি শোচি শোভাঞ্জন।
শাস্ত্র শস্ত্র শুষ্ক শেফ শালূর শাসন॥

শবারি শিশ্ন শারিকা শাতন শংসন।
শালি শিক্য শাল শাক শৃঙ্গার শশন॥
শক্র শর্ব্ব শ্বেত শিত শত শাত শান্ত।
শপথ শ্বয়থু শ্লথ শ্লক্ষ্ণ শত্রু শ্রান্ত॥
শর্করা শেখর শীধু শিবির শরীর।
শুল্ক শশী শিলী শক্তি শূর শ্রেণী শীর॥
শল্য শুণ্ঠী শঠী শোটীর শম্বর।
শিখী শিখা শঙ্খ শের শিখণ্ড শবর॥
শেফ শোফ শেফালিকা শীতাংশু শম্বূক।
শক শুক শূক শাক্য শকট শালূক॥
শুক্ল শম্ভু শূন্য শুভ্র শ্বশুর শরভ।
শিশু শিগ্রু শ্লাঘ্য শীঘ্র শরণ শলভ॥
শ্যামল শকল শৈল শাদুল শার্দ্দূল।
শিথিল শয়ন শীল শুক্তি শেল শূল॥
শাদ শূদ্র নিশা শিল্পী শ্রীপদ শশ্বৎ।
শিক্ষা শঙ্কা শকৃৎ শিতি শারদ শরৎ॥
শয্যা শোণ শিঞ্জা শনৈঃ শিফা শীর্ণ শাল।
শনি শিম্বী শিম্ব শম্ব শকুন্তি শৈবাল॥
শিংশপা শকুনি শ্বিত্র শাল্মলি শীকর।
শ্বশ্রু শমী শ্মশ্রু শম শ্মশান শ্রীভর॥
শ্যাম শেবি শব শূর্প শ্যালক শম্বল।
শিলীন্ধ্র শাশ্বত শোস্ত শরণ শর্ব্বল॥
শ্রুত শ্রেয়ঃ শ্রম শ্রেষ্ঠ শ্রুতি শ্রদ্ধা শর।
শৃঙ্গ শৃগাল শৃণি শোণিত শূকর॥

মধ্য তালব্য, যথা,

কেশব ঈশ্বর আশয় দর্শন।
কৌশিক কাশ্যপ অশোক দশন॥
অশেষ বিশ্বাস সংশয় কুশল।
উশীর কাশ্মীর অতিশয় কশ্মল॥
রশনা লশুন কিশোর কিশিত।
আশ্বিন বিংশতি বিশাখ নিশিত॥
কশল কিংশারু পাশাঙ্গ দংশন।
অশ্বত্থ অশ্রু অনুশয় অংশন॥
প্রশ্ন পিশাচ বিশ্ব অশ্ব অশ্ম অশন।
অশনি অবশ্য পশুপতি রশ্মি উশন॥

তালব্য শান্ত, যথা,

লেশ বেশ ক্লেশ বশ সন্দেশ বিনাশ।
হুতাশ ভ্রূকুংশ বংশ দংশ কাশী পাশ॥
প্রবেশ আক্রোশ ক্রোশ নিবেশ আকাশ।
দশ যশ নিশি নিশা কর্কশ প্রকাশ॥
ঈশ দিশ আশা রাশি কুশ আশু কাশ।
পলাশ সদৃশ স্পর্শ অঙ্কুশ সকাশ॥
বড়িশ অনিশ বশ গণেশ আকাশ।
শশ দেশ অনেকশ প্রাংশু অংশ নাশ॥

মুর্দ্ধন্য ষকার ভেদ।

মূর্দ্ধন্য ষকার যথা লিখিত সুস্পষ্ট।
ষষ্ঠী ষণ্ড যষ্টি জ্যেষ্ঠ অষ্টাদশ ষষ্ঠ॥

তুষার উষর বিভীষণ বিশেষণ।
দুঃষেধ গোষ্পাদ দুষ্প্রধৃষ্য নিষেধ ঘোষণ॥
বিষাদ ঔষধ পুষ্প ভিষজ দুষ্কর।
ভৈষজ শষ্প দৃষদ পুষ্কর॥
গবেষিত গোষ্পাশ তুরুষ্ক পাষাণ।
কুষ্মাণ্ড পাষণ্ড নিষ্ক কষায় বিষাণ॥
বার্দ্ধুষিক মূষিক হৃষীক অভিষেক।
চষক ঈষৎ ঋষ প্রত্যূষ নিষেক॥
তুরাষাট অভিষঙ্গ ধ্রুষ্পাশ ভূষণ।
আষাঢ় যোষিৎ বিষয় বৃষল ভীষণ॥
বশিষ্ঠ শুষির দুষ্ট বিষুব সুষম।
ঐষম সর্ষপ অভিষঙ্গিন বিষম॥
তুষ্ট বর্ষ্ম উষ্ম প্রেষ্য শিষ্য ভাষ্য ভীষ্ম।
নিষঙ্গ নিষাদ দূষণ দূষিকা গ্রীষ্ম॥
উন্মেষ করীষ বর্ষ মেষ অম্বরীষ।
অমর্ষ পুরীষ বিস কলুষ কিল্বিষ॥
গণ্ডূষ পুরুষ তুষ মেষ মষ মৃষ।
পীযূষ মঞ্জূষ পরুষ মুমূর্ষু বৃষ॥
কল্মষ প্রদোষ জূষ রোষ দোষ তর্ষ।
রুষ বর্ষা বেষ শেষ মাষ কোষ হর্ষ॥
কষ কর্ষ মেমুষী শিরীষ দ্বিষ দ্বেষ।
মহিষ শ্লেষ্মা শ্লেষ্ম প্লুষ প্লুষ বিশেষ॥
অভিলাষ শুশ্রূষা শীর্ষ ত্রপুষী নিকষ।
ভাষা যোষা তৃষা ঈর্ষা ইষু ঊষাকর॥

দন্ত্য সকার ভেদ।

সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ সহায় সম্ভূতি।
স্বরূপ সংক্ষেপ সমাচার সম্মতি ॥
সমস্যা সমুদ্র সিদ্ধি সমূহ সুন্দর।
সভ্য সব্য সেব্য সর্ব্ব সম সদ্য সর ॥
সীতা স্মিত সিত স্রোতঃ সারস্বত সরিৎ।
সাম সোম সকল সঙ্গম সীম সমিৎ ॥
সক্ত সক্তু সিক্ত স্বস্তি স্বর সাকথ সন্ত।
সুধা স্মর সের স্মের সীমন্ত সরস্ত ॥
সূদ স্বেদ সদ্যঃ সদা সিন্দূর স্যন্দন।
সান্দ্র স্ব সমক্ষ সস্য সপদি সদন ॥
সৃণি সূরি সূত্র সৌরি সহস্র সমর।
সমস্ত সরণি স্বামী সমীর সগর ॥
সরীসৃপ সর্পি সর্প্প সূর্প্প সূপ সার।
সূচি সূর্য্য সত্র স্বমূ সংসন সংসার ॥
সর্য্যা সন্ধ্যা স্বাহা সিন্ধু সিন্ধুবার শ্বাস।
সাধ্বস সময় সার্থ সচিব সমাস ॥
সানু সূনু সামঞ্জস সীসক সারস।
সিহ্লক সংবাদ সুক সরট সরস ॥
সলিল সম্ভলী সাল সরসী সানুর।
সুরা সৌম্য সাম্য সাক্ষী স্বয়ং সূক্ষ্ম সুর ॥
সতী সত্য সিংহ সুখ সকৃত সেবক।
সাধু সপ্ত সনস সত্ব সৃজৎ সায়ক ॥
সনৎকুমার সুত সুবর্ণ স্মৃতি সহ।
স্বর্ণ সন্ধি সতী স্বাপ সংস্কৃত সন্দেহ ॥

ব্যবসিত বিকসিত প্রসার ত্রসর।
পরিসর প্রতিসর লসিত বিসর॥
প্রসাদ ভাসুর আকস্মিক বিশ্বিৎসব।
অপসদ বসুদেব অসুর অসব॥
কুসুল বসুধা উৎসেধ অয়স্ময়।
কৃসর মসৃণ বস্ মসূর অপ্সর॥
ব্যসন মাৎসর্য্য অমাবস্যা ব্যাসঙ্গ।
অসকৃত বাৎস্যায়ন রাসভ প্রসঙ্গ॥
বেসবার বসন্ত আশ্বস্ত বিশ্বাস।
কিসলয় পরাসর বাসর উল্লাস॥
বুভুৎসু কুসুম গ্রাস ত্রাস হাস ভাস।
অসম বিলাস দাস কৃকলাস রাস॥
তমিস্র অজস্র মৃৎস্না দুস্থ আস্য হাস্য।
প্রশস্ত বাসব কৃৎস্ন জ্যোৎস্না ভস্ম পাস্য॥
ন্যাস ব্যাস পনস কৈলাস মস বাস।
কংস হংস ধ্বংস মাংস আসী মসী মাস॥
বীভৎস দিবস রস কীকস বিভাস।
মৃৎসা ন্যাস পাস শ্বাস লালস কার্পাস॥

সংক্ষেপে কিছু বর্ণ ভেদ লিখিত হইল, কিন্তু জকার ণকার বকার সকার হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বর্ণভেদের নিয়ামক অভিধান, অভিধান দৃষ্টি করিলেই যে শব্দের যে রূপ বানান ও হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব ভেদ তাহা অনায়াসে বোধ হইতে পারে। ইতি॥